উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮০,৯৫১.৯৯ (-৬৪৪.৬৪)
নিফটি : ২৪,৬০৯.৭০ (-২০৩.৭৫)

দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিলেন কাজল

হত দুই জঙ্গি
জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলার সিংপোরা ছত্রু এলাকায় নতুন করে অভিযান শুরু করেছে ভারতের যৌথ বাহিনী। এদিন সেনা-জঙ্গি গুলি বিনিময়ের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে দুই জঙ্গির। » ৯

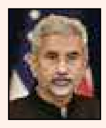

ট্রাম্পের দাবি নাকচ
ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে মার্কিন হস্তক্ষেপের দাবি খারিজ করে দিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩১°	৩১°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৫°	২৫°	২৩°

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 23 May 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 5

শিরায় সিঁদুর

শাহবাজ আলোচনা চাইলেও মোদির রণহুংকার

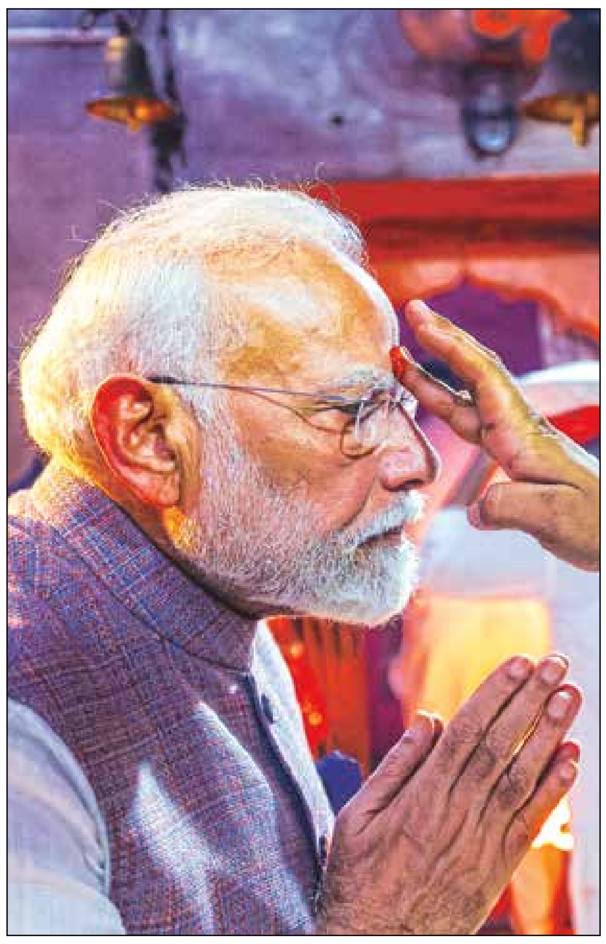

বিকানের জেলার কর্ণিমাতা মন্দিরে আশীর্বাদপ্রার্থী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

“আমার শিরায় রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে। সিঁদুর যখন বারুদে পরিণত হয়, তখন তার ফল কী হয়, সেটা গোটা বিশ্ব এবং শত্রুরা ইতিমধ্যে দেখেছে।
- নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ২২ মে : বামপন্থীরা গাইতেন, রক্ত লাল, ঝান্ডা লাল কিংবা ‘ও আমার রক্তে ধোয়া দিন...।’ নরেন্দ্র মোদির মুখে শোনা গেল আরেক লালের কথা। লাল সিঁদুর। রক্তের সঙ্গে যার তুলনা টানলেন প্রধানমন্ত্রী। বামেদের গানে রক্তে চেতনায় আঘাত করার কথা আছে। মোদির ভাষায়, চেতনায় ঝড় তুলছে সিঁদুর।

রাজস্থানের মাটিতে দাঁড়িয়ে বৃহস্পতিবার সেই ঝড়ের উচ্চারণ করলেন প্রধানমন্ত্রী, ‘আমার শিরায় রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে। সিঁদুর যখন বারুদে পরিণত হয়, তখন তার ফল কী হয়, সেটা গোটা বিশ্ব এবং শত্রুরা ইতিমধ্যে দেখেছে। ২২ তারিখের হামলার জবাব আমরা মাত্র ২২ মিনিটে দিয়েছি। ৯টি বড় জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছি।’

পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার পর ঠিক এক মাস কেটে গিয়েছে বৃহস্পতিবার। ওই হামলার প্রথম মাসপূর্তিতে নাম না করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গা-গরম করা হুংকার শোনা গেল দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে। রাজস্থানের বিকানেরের পালানায় এক জনসমাবেশে তিনি বলেন, ‘যারা সিঁদুর মুছতে এসেছিল, তাদের মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি। যারা চেয়েছিল ভারতের রক্ত ঝরাতে, তারাই এখন হিসেব মেটাচ্ছে।’

মোদি বোঝালেন, ‘এটা ভারতের নতুন স্বরূপ। প্রথমে ঘরে ঢুকে মারা হয়েছিল। এবার সোজা বুকে আঘাত করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের মাথা পিষে দিতে এটাই নতুন ভারতের নীতি ও রীতি।’ মোদির কঠোর বার্তা সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বুধবার বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর, জল, বাণিজ্য ও সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা হতে পারে।’

সেই বৈঠক কোথায় হতে পারে, তারও আভাস দিয়েছেন শরিফ। বৈঠক চিনে হতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ‘ভারত তাতে রাজি হবে না। বরং সৌদি আরবে আলোচনা হতে পারে।’ যদিও পাকিস্তানের শর্তে ভারত যে আলোচনায় বসবে না, সেটা বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মোদি। তাঁর কথায়, ‘ওদের সঙ্গে শুধু পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হবে।’

যুদ্ধের নামগন্ধ এখন নেই বটে। কিন্তু ভাষণের ছত্রে ছত্রে ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রণহুংকার।

এরপর দশের পাতায়

উদ্বেগের সীমান্ত

সীমান্তে নজর রাখার কথা বিএসএফের। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ নির্দেশ, সীমান্তে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে পুলিশকেও। আইনশৃঙ্খলা সামলে কীভাবে নজর থাকবে সীমান্তে, তা ভেবেই এখন ঘুম উড়ে গিয়েছে পুলিশের বড় কর্তাদের।

উত্তরের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় ছবিটা ঠিক কেমন, থানার পরিকাঠামোগুলিই বা কী তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ব্র্যান্ডেড কানের মেশিন শিলিগুড়িতে (কোটমোর)
SHROBONEE শ্রবণী Your Hearing-Aid Specialist
DWARIKA RUKMANI PLAZA, Baghajatin Road, Near Siliguri Municipal Corporation
:9674366662 | www.shrobonee.com

কোচবিহার
- মোট সীমান্ত ৫০০ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ৫০ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - সিতাই ২৫
  - কুচলিবাড়ি ৩১
  - মেখলিগঞ্জ ২০
  - সাহেবগঞ্জ ৩০
  - দিনহাটা ৩৮
  - হলদিবাড়ি ২২
  - মাথাভাঙ্গা ১৬+ (কনস্টেবল কত, জানায়নি থানা)
  - তুফানগঞ্জ ৩১
  - চর বালাভূত ফাঁড়ি ৪
  - নয়ারহাট ফাঁড়ি ১৪
  - শীতলকুচি ২১

(সব জায়গাতেই টহলদারি ভ্যান আছে)

জলপাইগুড়ি
- মোট সীমান্ত ৯৪ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ১৯ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - রাজগঞ্জ থানা ৩২
  - মানিকগঞ্জ ১৩
  - নিউ জলপাইগুড়ি ৫৮

দার্জিলিং
- মোট সীমান্ত ২১ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ৪.৫-৫ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - ফাঁসিদেওয়া থানা ৩৫

উত্তর দিনাজপুর
- মোট সীমান্ত প্রায় ২২৭ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত প্রায় ২৫ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - কালিয়াগঞ্জ ৬৪
  - হেমতাবাদ তথ্য মেলেনি
  - ভাটোল ফাঁড়ি ১৫
  - করণদিঘি ১৯
  - রসাখোয়া ফাঁড়ি ৪
  - গোয়ালপোখর থানা ৩০
  - চোপড়া থানার তথ্য মেলেনি
  - ইসলামপুর থানা ৪৫
  - রামগঞ্জ ফাঁড়ি ৩৫
  - পাটাগড়া ফাঁড়ি ৩২ জন

(সব জায়গাতেই টহলদারি ভ্যান আছে)

দক্ষিণ দিনাজপুর
- মোট সীমান্ত ২৫২ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ৩০ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - বালুরঘাট ৫৯
  - হিলি ২২
  - পতিরাম ২৩
  - কুমারগঞ্জ ২৬
  - তপন ২৯
  - গঙ্গারামপুর ৪৬
  - কুশমণ্ডি থানা ৩৩

(সব জায়গাতেই টহলদারি ভ্যান আছে)

মালদা
- মোট সীমান্ত ১৭২ কিমি
- অসুরক্ষিত সীমান্ত ৩২ কিমি
- সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী
  - বৈষ্ণবনগর থানা ২০
  - বামনগোলা ৮
  - হবিবপুর ১৩
  - ইংরেজবাজার ২৭
  - মালদা ১৯

(সব জায়গাতেই টহলদারি ভ্যান আছে)

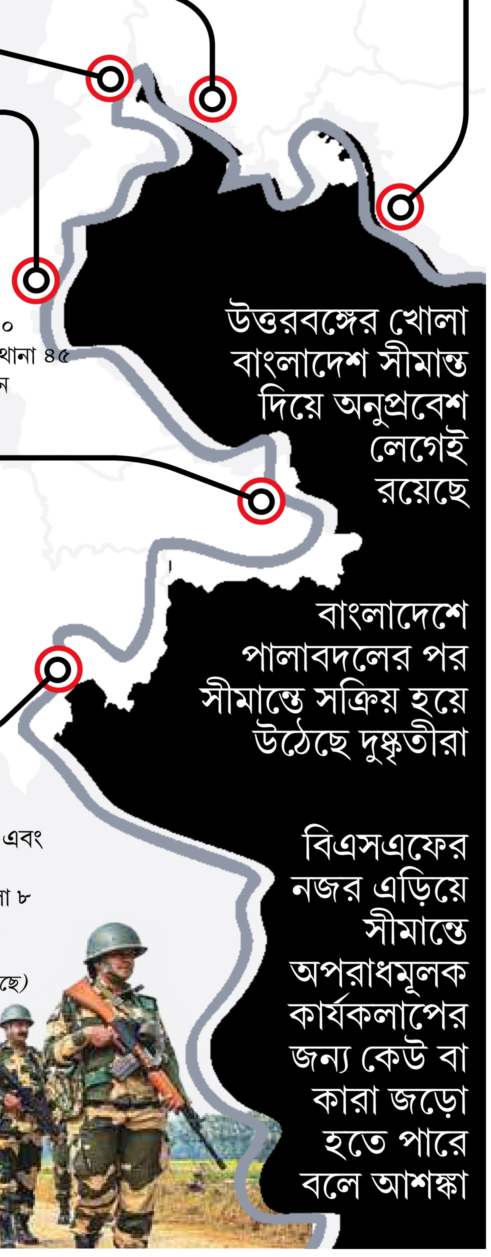

উত্তরবঙ্গের খোলা বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ লেগেই রয়েছে

বাংলাদেশে পালাবদলের পর সীমান্তে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতীরা

বিএসএফের নজর এড়িয়ে সীমান্তে অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য কেউ বা কারা জড়ো হতে পারে বলে আশঙ্কা

উত্তরের খোঁজে

মোহনবাগান নির্বাচনেও পিসি-ভাইপো নামগানের ছায়াযুদ্ধ

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিঘার পর বিঘা জমি হয়তো ছিল আপনার, আপনাদের। গম বা সর্ষে চাষ হলে মনে হত আদিগন্ত সোনার আকাশে বসে রয়েছি।

এবার কিছুই না করে, বাপঠাকুরদার সম্পত্তি বিক্রি চালিয়ে খেয়ে চললে যা হয়, ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তারক্তি, লাঠালাঠি চলল। একটা সময় দেখা গেল, ওই বিশাল জমির এক-দেড় কাঠা দুই ছেলের হাতে পড়ে। সেখানে পটল চাষ হচ্ছে শুধু।

আবেগের জল ধুয়ে খেয়ে লাভ নেই। আজকের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের দখলের ক্লাব ওই দেড় কাঠা পটলের খেতের মতো। তা নিয়েই এঁদের যাবতীয় হম্বিতম্বি, প্রচার পাওয়ার ছক। মাঝে মাঝে অযথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে বোঝানোর চেষ্টা, দেখো গো, আমরা কত কী করি! পাড়ার সুভাষ সংঘ বা রবীন্দ্র সংঘে যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই সম্বল।

রাজনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে দাদাগিরি ফলানোর চেষ্টাই আছে। মাঠে নিজেদের ফুটবল ম্যাচ হয় না, প্র্যাকটিস হয় না, সমর্থকরা সকাল বিকেল প্রাণের টানে আড্ডা দিতে আসেন না। কর্তারা নেই রাজ্যের বাসিন্দা হয়েও ঘনঘন গোষ্ঠী পালটাতে ওস্তাদ। পাজামার বুক পকেটের মতো ব্যাপার।

তরুণ প্রজন্মের অনেকে এখনও মোহন-ইস্ট ম্যাচ এলে মাঠে আসেন। আবেগে ভাসেন। মোহন-ইস্ট নাম এখনও তারুণ্য ও নস্টালজিয়ায় দোলা দেয়। তাঁদের সম্মান জানিয়ে বলা যাক, ফুটবল টিমের সাফল্য গোয়েঙ্কাবাবু বা আগরওয়ালবাবুদের। দেবাশিস দত্ত বা দেবব্রত সরকারের বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই আর। ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতায় দেবব্রত কোম্পানির ভূমিকাই বেশি। তাঁরা পুরো ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ। প্লেয়ার রিক্রুট আজও চলে ইচ্ছেমতো। টাকার লেনদেন স্বচ্ছ নয়। এসব ক্লাবে নির্বাচন ব্যবস্থাই হাস্যকর।

এই যে মোহনবাগান আইএসএল জিতল, পরদিন মাঠে ক্লাব পতাকা তুলতে বর্তমান ফুটবলার একজনও এলেন না।

এরপর দশের পাতায়

নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২২ মে : আত্রেয়ী নদীবক্ষে স্বল্প উচ্চতার বাঁধ ভাঙার ঘটনায় অন্য দেশের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের অভিযোগ নস্যাৎ করার লক্ষ্যে যে প্রকাশ্যে তাঁর এমন সন্দেহ প্রকাশ, তা বুঝতে তেমন অসুবিধা হয়নি কারও। কিন্তু বিরোধীদের অবৈজ্ঞানিক ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগেই কার্যত সিলমোহর দিল সেচ দপ্তর। যা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে, নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় সেচ দপ্তরের এফআইআরের মধ্যে দিয়ে। লিখিত ওই অভিযোগে নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।

ঘটনায় যে মুখ্যমন্ত্রী রুষ্ট তারও প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে। কেননা, বাঁধ ভাঙার ঘটনায় শাস্তির মুখে পড়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সেচ দপ্তর থেকে বদলি হওয়া পাঁচ ইঞ্জিনিয়ার। এরপর দশের পাতায়

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিরঙ্গা যাত্রা কাশ্মীরেও। শ্রীনগরের ডাল লেকে।

আইপিএস পরিচয়ে বিয়ে, থানায় তরুণী

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২২ মে : তরুণীর ধারণা ছিল যাঁকে তিনি বিয়ে করেছেন তিনি একজন আইপিএস অফিসার। প্রবল সম্মানের চাকরি আর মোটা টাকার বেতন। বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই সত্যিটা সামনে আসে। স্বামী কোনও আইপিএস অফিসার নন বলে তিনি টের পান। এনিয়ে প্রবল বাকবিতণ্ডা। অভিযোগ, এর জেরেই স্বামী স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করেন। তাঁকে খুনের চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করেছে। কাগজপত্র আটকে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। রায়গঞ্জ শহরের বীরনগর এলাকার ঘটনা।

হালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর সরকারি চাকরি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তবুও এই চাকরির টান অনেকটাই। আইএএস, আইপিএসের মতো সরকারি চাকরি হলে তো আর কথাই নেই। মালদার বাসিন্দা হৃদয় দেব বসাক একজন আইপিএস অফিসার শুনে রায়গঞ্জের মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টেনহরি গ্রামের বাসিন্দা এরপর দশের পাতায়

স্বাস্থ্যে নজরদারি চালাবে কে

লোকবলই নেই তদারকি করার

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২২ মে : নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিতে নজরদারি চালাবে কে? পর্যাপ্ত লোকবলই যে নেই ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিমের হাতে! একথা মেনে নিয়েছেন খোদ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়িই। তবে লোকবল কম থাকলেও অভিযান যে চলবে, সেকথাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। বুধবার রাতেই কালিয়াচক-১ ব্লকের সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পিপিই মডেলে চলা একটি ল্যাব সিল করে দেয় ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, মালদা জেলায় শতাধিক নার্সিংহোম রয়েছে। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা আড়াইশোরও বেশি। এদের বেশিরভাগই ছোট নার্সিংহোম। পরিকাঠামো নেই বললেই চলে। এত সংখ্যক নার্সিংহোমে নজরদারি চালানোর জন্য ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিমের হাতে মাত্র ৬-৭ জন সদস্য রয়েছেন। ফলে নিয়মিত নজরদারি চালানো যাচ্ছে না। ঠিক এই সুযোগেই স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ছেলেখেলা চালাচ্ছে কিছু নার্সিংহোম। সেইসব নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমছে। তাহলে পরিকাঠামো ছাড়া লাইসেন্স মিলছে কীভাবে?

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ির বক্তব্য, ‘বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করা সরকারের লক্ষ্য নয়। ওইসব নার্সিংহোম বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে মানুষ যাতে সঠিকভাবে পরিষেবা পান, তা দেখাই সরকারের লক্ষ্য। ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হানা দিচ্ছে। অসংগতি পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে সিই লাইসেন্স দেওয়া হয় পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। যে সেন্টারগুলোতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো থাকছে না, সেই সেন্টারগুলোর লাইসেন্স সাময়িক সময়ের জন্য বাতিল করা হচ্ছে। পরে তারা পরিকাঠামো ঠিক করে আবার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করছে। কিন্তু পরিষেবা দেওয়ার সময় আবার সমস্যা দেখা দিচ্ছে।’

মালদা জেলায় ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিংহোম, ডায়গনস্টিক সেন্টার গড়ে ওঠার পেছনে কারণ কী? সিএমওএইচের জবাব, ‘মালদা জেলাতেই এই সমস্যা বেশি। সাতটা বেড থাকলেই সিই লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা যায়। সেখানে নানা অভিযোগ উঠে আসছে। বড় নার্সিংহোম কিংবা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দেয় না। সেই কারণে সেখানে অভিযোগও কম ওঠে।’

এরপর দশের পাতায়

বেহাল পরিষেবা
- মালদায় শতাধিক নার্সিংহোম আছে
- ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা আড়াইশোরও বেশি
- এদের বেশিরভাগেরই পরিকাঠামো নেই বললেই চলে
- এত সংখ্যক নার্সিংহোমে নজরদারি চালানোর জন্য ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিমের হাতে মাত্র ৬-৭ জন সদস্য রয়েছেন

মালদার লিচু যেন দুয়োরানি

রপ্তানিতে ১ কাঁটা

হরষিত সিংহ

মালদা, ২২ মে : প্রায় ১৫ বছর আগে মালদাকে লিচু এক্সপোর্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। লিচু রপ্তানি নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনাই চোখে পড়েনি। বিদেশে পাঠানো তো দূরের কথা, এ বছর অন্য রাজ্যগুলি থেকেও লিচুর তেমন চাহিদা দেখছেন না ব্যবসায়ীরা। মালদার স্থানীয় বাজারে লিচু বিক্রি করে খুব একটা মুনাফা হয় না। এই পরিস্থিতিতে বেশি পরিমাণে লিচু ভিনরাজ্যে বা বিদেশে পাঠাতে চাইছেন ব্যবসায়ীরা। তবে এবারও যে বিদেশে লিচু পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তা স্পষ্ট জানিয়েছেন মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক। তবে কেন বিদেশে লিচু পাঠানো যাচ্ছে না, তা খোলসা করেননি তিনি। চাষিদের বক্তব্য, বিদেশে লিচু পাঠানোর মতো পরিকাঠামোই নেই জেলায়।

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে মালদা জেলায় লিচু পাকতে শুরু করেছে। বর্তমানে গুটি প্রজাতির লিচু বাজারে বিক্রি হচ্ছে। দিন ১৫ পরে বোম্বাই প্রজাতির লিচু উঠবে বলে জানান কৃষকরা। এই প্রজাতির লিচু খেতে ভালো। আশার কথা, বর্তমানে বাজারে লিচুর দাম ভালো রয়েছে। তবে জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার-ঝাড়খণ্ড ছাড়া উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, মহারাষ্ট্রে মালদার লিচু প্রচুর পরিমাণে পাঠানো হবে। অবশ্য লিচু ব্যবসায়ী গোলাম কিট্রিয়া বলেন, ‘বিদেশে লিচু রপ্তানি করতে পারলে আমরা বেশি লাভবান হব। করোনার আগে আমরা দুবাইয়ে লিচু পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। কিন্তু পরিকাঠামো না থাকায় বাস্তবায়িত হয়নি। প্রশাসন কোনও উদ্যোগই নেয়নি। এবছর লিচুর ফলন কম হয়েছে। ভিনরাজ্যগুলি থেকেও এখনও সেরকম চাহিদা দেখা যাচ্ছে না।’

মালদা জেলায় ১৬৪২ হেক্টর জমিতে এ বছর লিচু চাষ হয়েছে। গত বছর জেলায় লিচুর উৎপাদন হয়েছিল ৮৮৭৮ মেট্রিক টন। এ বছর তুলনায় লিচুর ফলন কম হবে বলে দাবি কৃষক থেকে শুরু করে উদ্যানপালন দপ্তরের। বর্তমানে মালদার বাজারে পাইকারি মূল্যে সর্বনিম্ন এক হাজার পিস লিচুর দাম ১৩০০ টাকা থেকে ২৩০০ টাকা। খোলাবাজারেও প্রায় দাম অনেকটাই বেশি। এরপর দশের পাতায়

লিচুর ভারে নুইয়ে পড়েছে গাছ। -সংবাদচিত্র

Mankind
Serving Life
GAS-O-FAST®
SACHETS
ইন্ডিয়ার
অ্যাসিডিটির
আসল ইন্ডিয়ান
সমাধান
Mankind
Ayurvedic
GAS-O-FAST®
গ্যাস-ও-ফাস্ট
Active
Jeera
QUICK RELIEF FROM
ACIDITY & GAS
আসল জিরার সাথে
অ্যাসিডিটি গ্যাস আর বদহজমের থেকে তৎক্ষণাৎ আরামের জন্য
Visit us at www.gasofast.com | Toll free No.: 18001034400 | Follow us on: YouTube

ফের গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

নথি ছাড়াই সারা ভারত ঘুরে ফেরার পথে পুলিশের জালে

সুবীর মহন্ত

ধৃতকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার।

বালুরঘাট, ২২ মে : ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার আগে এক তরুণকে বালুরঘাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। বৃহস্পতিবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চিঙ্গিশপুর গ্রামে। ওই তরুণ অবৈধভাবে ভারতে এসে সারা ভারত ঘুরেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কার্যত প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু ওই তরুণ কাদের মদতে কীভাবে এদেশে এসেছিল এবং কোথায় কোথায় যোগাযোগ করেছিল সেসব নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

বালুরঘাট সদর ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। সেই অভিযানে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে এখনও কোনও নথি পাওয়া যায়নি। অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করা বাংলাদেশি জেনেও কারা তাকে আশ্রয় দিয়েছে বা সহায়তা করেছে সেবিষয়ে খোঁজ চলছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই তরুণ তার নাম আবু জাফর গাফারি (২১) বলে জানায়। তবে ভারতজুড়ে সে সোপাল বর্মন নাম নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বাংলাদেশের একটি মাদ্রাসা থেকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছে বলে সে পুলিশকে জানিয়েছে। ধৃতকে এদিন আদালতে তোলা পর পুলিশ তাকে তিনদিনের রিমান্ডে নিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেপ্তারের পর পুলিশ ধৃতকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার কথাবার্তায় নানা অসংগতি থাকায় পুলিশের সন্দেহ হয়। ওই তরুণ যে আগেও ভারতে এসেছিল তার বিভিন্ন প্রমাণ মিলেছে তার মোবাইল থেকে। গত মার্চ মাসে অবৈধভাবে সে বাংলাদেশের কল্যাণপুর ও ভারতের চিঙ্গিশপুর সীমান্তের একটি ছোট জলাশয়ে ডুবসাঁতার দিয়ে এদেশে এসেছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছে।

এখানে এসে ভারতের এক নাগরিকের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ওই ব্যক্তির সহায়তায় সোজা বেঙ্গালুরু পাড়ি দেয়। মুম্বই সহ দেশের আরও কয়েক জায়গায় সে গিয়েছিল। দেশের নানা প্রান্ত চষে শেষে কলকাতা হয়ে চিঙ্গিশপুর দিয়ে ফের অবৈধভাবে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ২৫২ কিলোমিটার বাংলাদেশ সীমানাবেষ্টিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আসা-যাওয়া একেবারে জলভাত। এই জেলার সীমান্তকে দুষ্কৃতীরা 'সেফ করিডর' হিসেবে ব্যবহার করে। শুধু কর্মসূত্রে বা চিকিৎসাসূত্রে অবৈধপথে এখানে বাংলাদেশিরা আসছে তা নয়। এই জেলায় এসে তারা নানা অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। এরকম ঘটনার নজিরও রয়েছে। তবে পহলগামের ঘটনার পর এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।

এরমধ্যে এদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চিঙ্গিশপুর গ্রামে ওই তরুণ পুলিশের জালে ধরা পড়ে। ওই তরুণের আসল পরিচয় নিয়ে রহস্য ও ভারতে তার সন্দেহজনক গতিবিধি নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকায় তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ওপার বাংলা থেকে এদেশে আসার নেপথ্যে কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না তদন্তকারীরা তা খতিয়ে দেখছেন।

বিদ্যুৎহীন হাসপাতালে রাতভর ভোগান্তি

বৈষ্ণবনগর, ২২ মে : ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুৎহীন থাকল কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতাল। চরম ভোগান্তিতে রাত কাটল রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। বুধবার রাত ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৫টা পর্যন্ত হাসপাতালটিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা ছিল না বলে তাঁদের অভিযোগ। তবে জরুরি বিভাগে আলোর বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। ক'দিন আগেই হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতাল বিদ্যুৎহীন ছিল। ফলে গ্রামীণ হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হওয়ার জেরে বুধবারের রাতটি চরম দুর্ভোগে কাটাতে হল কালিয়াচকের গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের। তাঁদের বক্তব্য, রাত ৮টা নাগাদ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতেই অন্ধকারে ডুবে যায় হাসপাতাল। নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের আলো জ্বালানোর অনুরোধ করলেও তাঁরা এবিষয়ে কর্ণপাত করেননি। রোগীর এক আত্মীয় রফিকুল ইসলামের বক্তব্য, 'দু'দিন ধরে হাসপাতালে কাকিমা ভর্তি রয়েছেন। ফলে রাতে হাসপাতালে থাকতে হচ্ছে। রাত ৮টা নাগাদ বৃষ্টির কারণে আচমকা আলো নিভে যায়। রাতে আর আলো জ্বলেনি। কষ্টের মধ্যে রাত কাটাতে হয়।' চিকিৎসাধীন তসলিমা খাতুনের বক্তব্য, 'ফিমেল ওয়ার্ডে আলো ও ফ্যান কাজ না করায় ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল পুরো ওয়ার্ডে। রাতভর অন্ধকারে সাপের ভয় ও মশার কামড়ে কাটিয়েছি আমরা। অথচ নার্স ও অন্য যাঁরা ডিউটিতে ছিলেন, তাঁদের রুমে আলো জ্বলতে দেখা গিয়েছে।'

জানা গিয়েছে, হাসপাতালটিতে জেনারেটরের ব্যবস্থা নেই। ফলে সকাল ৫টা নাগাদ আলো জ্বললে এবং পাখা ঘুরলে স্বস্তি পান সকলে। স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল ঘোষ, সুখেন মণ্ডলদের বক্তব্য, জেনারেটর না থাকায় কোনও কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হলেই সমস্যায় পড়তে হয় রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। বিএমওএইচ ডা ঃ শেখ আব্দুল্লাহ বলেন, 'লেবার রুম ও জরুরি বিভাগে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য ওয়ার্ডেও বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'

পদ্মের সমাহার।। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

অভিযোগ জানাতে 'সরাসরি সুপার'

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২২ মে : একই ক্যাম্পাসে বালুরঘাট জেলা এবং সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। এই দুই হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে রোগী এবং রোগীর পরিজনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। সেই সমস্যা মেটাতে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে 'সরাসরি সুপার' কর্মসূচি চালু হল। আগামী মাস থেকে প্রতি মাসের ২১ তারিখে এই পরিষেবার সুবিধা পাবেন রোগী এবং তাঁর পরিজনরা। সুপারের কাছে বিহিত চেয়ে দুর্ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনাগুলি সম্পর্কে সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে। 'সরাসরি সুপার'-এ হাসপাতালের কর্মীরাও তাঁদের সমস্যার কথা সুপারকে জানাতে পারবেন।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে শুরু 'সরাসরি সুপার' কর্মসূচি।

> অনেক সময় দেখা যায়, হাসপাতাল নিয়ে নানা ধরনের অভিযোগ রোগী কিংবা তাঁর পরিজনরা সরাসরি আমাদের জানাতে পারেন না। এই সমস্যা দূর করতে প্রতি মাসে একবার 'সরাসরি সুপার' কর্মসূচি আয়োজিত হবে।
>
> **কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ**
> *সুপার, বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল*

বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, 'অনেক সময় দেখা যায়, হাসপাতাল নিয়ে নানা ধরনের অভিযোগ রোগী কিংবা তাঁর পরিজনরা সরাসরি আমাদের জানাতে পারেন না। এই সমস্যা দূর করতে প্রতি মাসে একবার 'সরাসরি সুপার' কর্মসূচি আয়োজিত হবে। সেখানে রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের দায়ের করা অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অনীতা হেমরম নামে একজন বৃহস্পতিবার 'সরাসরি সুপার'-এ দুর্ব্যবহারের অভিযোগ জানিয়েছেন। হাসপাতাল সুপার ছাড়াও হাসপাতাল কমিটির সদস্যরা অভিযোগ শুনতে উপস্থিত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রোগী ও তাঁর পরিজনদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি আয়াদের বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবা আরও উন্নত করা, চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট সময়ে রাউন্ডে যাওয়া, সময়মতো রোগীদের খাবার দেওয়া, হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে সুপার আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

গোটা বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রোগীর ভিড় লেগেই থাকে। রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে জেলা হাসপাতালে এমআরআই, সিটিস্ক্যান, ডায়ালিসিস সহ নানা ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ৫০ শয্যার নতুন হাইব্রিড সিসিইউ ব্লকও তৈরি করা হচ্ছে। তবে এখনও চিকিৎসকের সংকট রয়েছে। যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক না থাকায় রোগী পরিষেবার মান নিয়ে মাঝেমধ্যেই অভিযোগ ওঠে।

আইহোতে ব্যবহারের অযোগ্য শৌচাগার

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ২২ মে : হবিবপুর ব্লকের ব্যস্ততম এলাকা আইহো। এখানে রয়েছে বাজার, হাট, ব্যাংক সহ বিভিন্ন বেসরকারি অফিস। সেই আইহোতেই জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রয়েছে একটিমাত্র শৌচাগার। কিন্তু বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সেই শৌচাগারটি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যার জেরে প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সেখানে বাসের জন্য অপেক্ষা করা কিংবা বাস থেকে নামা যাত্রীদের। বিভিন্ন কারণে গ্রামীণ এলাকা থেকে আইহো পৌঁছে মালদা শহরে বা অন্য কোথাও যেতে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আর শৌচালয়ের অভাবে সেই সমস্ত মানুষজনকে চূড়ান্ত বিপাকে পড়তে হয়। এছাড়াও যারা কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সেখানে আসছেন সমস্যায় পড়ছেন তাঁরাও।

এদিনও বাসের জন্য অপেক্ষারত টগরী রায়ের শৌচালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হলে আইহোতে থাকা একমাত্র শৌচালয়ে গিয়ে সেখানকার বেহাল দশা দেখে ফিরে আসতে বাধ্য হন। অন্যদিকে, প্রবীণ ফুলবালা মণ্ডলকে দেখা যায় সামনে যাকে পাচ্ছেন তাঁর কাছেই শৌচালয়ের খোঁজ করছেন। কিন্তু পথচলতি মানুষজন সকলেই তাঁকে জানিয়ে দেন এলাকার একমাত্র যে শৌচালয়টি রয়েছে সেটা ব্যবহারের অযোগ্য। তিনি যেন কোনও বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখেন।

আর সাধারণের এই দুর্ভোগের ছবি আইহোতে এখন রোজকার ঘটনা। এদিন বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ভবতোষ সরকার। শৌচালয়ের বেহাল দশায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনিও। তাঁর কথায়, 'প্রয়োজনে পড়ে ওই শৌচালয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম বেহাল অবস্থা, ব্যবহারের অযোগ্য। চরম বিপাকে পড়ে অনেক দূরে যেতে হল। ফলে সময়ে বাস ধরতে পারলাম না।' একই রকম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বাস থেকে নামা কল্পনা রায়ও। তিনি জানান, বাস থেকে নেমে প্রয়োজনে দ্রুত শৌচালয়ের দিকে গিয়েছিলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন সেটি ব্যবহারের যোগ্য নয়। হবিবপুরের বিডিও মনোজ কাঞ্জিলালের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আইহো বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় শৌচালয়ের বিষয়টি শীঘ্রই খতিয়ে দেখা হবে।'

ভুট্টা চাষের জমিতে জল। বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুর জেলায়।

ঝড়-বৃষ্টিতে ভুট্টা চাষে ব্যাপক ক্ষতি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২২ মে : টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে উত্তর দিনাজপুর জেলার ভুট্টাচাষিরা। জেলার হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, করণদিঘির পাশাপাশি রায়গঞ্জ ব্লকেও ভুট্টা চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম অর্থকরী ফসল ভুট্টা। লাভজনক হওয়ায় প্রতি বছর অধিকাংশ চাষিই ভুট্টা চাষ করেন। এবছরও যার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন ব্লকে লাগাতার ঝড়-বৃষ্টি চলছে।

দুর্যোগের জন্য পরিণত হয়ে যাওয়া ভুট্টা ঘরে তুলতে পারেননি চাষিরা। আর যেসব জমিতে ভুট্টা এখনও পরিণত হয়নি, সেখানে কাঁচা ভুট্টাই তোলার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন চাষিরা। বৃষ্টির জলে ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় বেশি মজুরি দিয়ে ফসল কাটতে হচ্ছে।

এবছর জেলায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টার চাষ হয়েছে। চাষিদের বক্তব্য, বিঘাকে বিঘা জমির অর্ধেক ভুট্টাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

হেমতাবাদ, করণদিঘি, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ ব্লকে ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। রায়গঞ্জ ব্লকের বাহিনের কৃষক গোপাল দাস পাঁচ বিঘা জমিতে ভুট্টার চাষ করেছেন। কিন্তু কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে টানা বৃষ্টি। ফসলের একটা বড় অংশ পচে গিয়েছে। তাই তড়িঘড়ি লোক লাগিয়ে বাকি ফসল ঘরে তুলছেন তিনি।

> **সমস্যায় কৃষকরা**
>
> - বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন ব্লকে লাগাতার ঝড়-বৃষ্টি চলছে
> - দুর্যোগের জন্য পরিণত হয়ে যাওয়া ভুট্টা ঘরে তুলতে পারেননি চাষিরা
> - যেসব জমিতে ভুট্টা এখনও পরিণত হয়নি, সেখানে কাঁচা ভুট্টাই তোলার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন চাষিরা

রায়গঞ্জ ব্লকেরই রামপুরের কৃষক দীপক বর্মন বললেন, 'কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে আমার ভুট্টাখেতেও জল জমেছে। গাছগুলি নুইয়ে পড়েছে জলে। ক্ষতির মুখে পড়তে হবে এবার। অন্য বছর এই চাষে লাভই হয়, এবছর আর হল না।'

তবে এলাকায় ভুট্টাজাত সামগ্রীকে কেন্দ্র করে শিল্প গড়ে উঠলে কৃষকদের অনেকটা সুবিধা হত বলে মনে করেন বিন্দোলের বাসিন্দা মহম্মদ বসিরুদ্দিনের মতো অনেকেই।

বসিরুদ্দিন বলেন, 'ভুট্টা থেকে শুধু খাদ্যসামগ্রীই নয়, অনেক জিনিস তৈরি করা যেতে পারে সহজেই। কিন্তু তার জন্য উদ্যোগ প্রয়োজন, শিল্প দরকার। শিল্প হলে আমরা ভালো দাম পেতাম। আমাদের এখানে এত বড় পরিসরে ভুট্টা চাষ হয়, কিন্তু তেমন উদ্যোগ কেউ নেয় না।'

কৃষকদের ক্ষতির ব্যাপারে রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মলয় সরকার জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে তিনি বিডিওকে আবেদন করবেন।

জেলা কৃষি আধিকারিক প্রিয়নাথ দাস বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিমা সংস্থা ও কৃষি দপ্তরের কর্মীরা যাবেন। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলবেন। যে সমস্ত জমিতে জল জমে আছে সেই জমির ভুট্টা তুলে নিতে বলা হয়েছে।'

ফুড সেফটিমেলা

বুনিয়াদপুর, ২২ মে : খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ীদের নিয়ে ফুড সেফটিমেলা হল। বৃহস্পতিবার বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির টাঙ্গন সভাকক্ষে। বংশীহারী ব্লক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যে ফুড রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই মেলার আয়োজন। কীভাবে সহজ সরলভাবে খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ীরা সেফটি রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স করতে পারবেন তা বিস্তারিত জানানো হয়। এদিন সেখানে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত বল ও ফুড সেফটি অফিসার সমীরণ সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাস্তার কাজ শুরু

পতিরাম, ২২ মে : অবশেষে বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে যাতায়াত ব্যবস্থাকে উন্নত করতে শুরু হল সিসি রাস্তা তৈরির কাজ। বৃহস্পতিবার পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছয়টি গ্রাম সংসদে ওই রাস্তাগুলির কাজ শুরু হল। ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই রাস্তাগুলি তৈরি হবে। এতে বাসিন্দাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। পতিরাম গার্লস হাইস্কুলের সামনের পাড়া, রামপুরা, চক মণিপুর, কদমতলি, মানইল ও বিদয়পুর এলাকায় রাস্তাগুলি তৈরি হচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'আশা করছি এক সপ্তাহের মধ্যে রাস্তাগুলির কাজ শেষ হবে।'

নালা উপচে রাস্তায় হাঁটু সমান জল

পতিরাম, ২২ মে : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খাঁপুর পাকুরতলা থেকে উত্তর খাঁপুর ও পশ্চিমপাড়ার সংযোগকারী কাঁচা রাস্তাটি বর্তমানে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তার দু'ধারের নালাগুলি বেআইনিভাবে দখল করে ভরাট করায় জলনিকাশির পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলে হাঁটুসমান জল ও তার পাশাপাশি কাদা জমে যায়। ফলে সাইকেল, মোটরবাইক বা টোটো তো দূরের কথা হেঁটে চলাচল করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আজিজ শেখ, বিপ্লব ঘোষ, আনোয়ার শেখ, নগেন মাহাতো, যশোদা সরকাররা জানালেন, প্রায় ১৫ বছর আগে শেষবার রাস্তাটিতে ইট পাতা হয়েছিল। এরপর রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রায় ৮০টি পরিবারের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই রাস্তা।

খাঁপুর বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছাতে সাধারণত যেখানে পাঁচ মিনিটের পথ পেরোলেই হত, সেখানে এখন বাধ্য হয়ে আড়াই কিলোমিটার ঘুরপথে যেতে হচ্ছে।

আগে এলাকাবাসীরা অনেকবার প্রশাসনিক দপ্তরে আবেদনপত্র, পথ অবরোধ ও আন্দোলন করেও স্থায়ী সমাধান পাননি বলে অভিযোগ। ফের একবার তাঁরা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে পঞ্চায়েত সদস্যের হাতে তুলে দিয়েছেন।

এবার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। পঞ্চায়েতের প্রধান মমি মাহাতো বলেন, 'রাস্তাটির ব্যাপারে শুনেছি। গ্রামে দুজন মেম্বার রয়েছে। তাঁরা রাস্তাটি মেরামতের প্রস্তাব দিক।'

শিরা কেটে হাসপাতালে

গঙ্গারামপুর, ২২ মে : পারিবারিক অশান্তির জেরে হাতের শিরা কেটে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করল এক তরুণ। গঙ্গারামপুর থানার পূর্ব হালদারপাড়ার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বর্তমানে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন বিশ্বজিৎ। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পেরে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ওই তরুণকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। পাশাপাশি তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

করণদিঘি, ২২ মে : বুধবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃত ওই তরুণের নাম জিশু সিংহ (২৬)। বাড়ি করণদিঘি থানার আলতাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুইতোর গ্রামে। জিশুর বাবা সুধীর সিংহ বলেন, 'ছেলে মোটরবাইক নিয়ে বিহিনগর থেকে বাড়ি ফেরার সময় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধুমতলা এলাকায় একটি লরির সঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।'

করণদিঘি থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ জানালেন, পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা মজিদুল মিয়া - কে 20.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99A 73114 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমাকে আর্থিক স্বাধীনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সংগ্রাম থেকে স্বস্তি প্রদান করেছে। এই সুযোগটি সমস্ত সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত রাখার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, যাতে মানুষ তাদের ভাগ্য খুব স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে পরীক্ষা করতে পারেন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মেশিনে প্লাস্টিক বোতল ফেললে রেস্তোরাঁয় ছাড়

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২২ মে : অভিনব চিন্তাই বটে। এই ভাবনা ভেবেই পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে কোমর বেঁধেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন।

পরিবেশ দূষণের মাত্রা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। গ্রাম থেকে শহর সব জায়গায় প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। ফলে দূষণের মাত্রাও বাড়ছে সমানতালে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ দূষণ রুখতে ও ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পুনরায় ব্যবহার করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় 'রিভার্স ভেন্ডিং মেশিন' বসানো হয়েছে।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) নবীনকুমার চন্দ্র বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনও জেলায় এই মেশিন নেই। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি ব্লকে সাতটি রিভার্স ভেন্ডিং মেশিন বসানো হয়েছে। এই মেশিনের ফলে যেমন পরিবেশ দূষণ কিছুটা রোধ করা যাবে, তেমনি সংগৃহীত প্লাস্টিকজাত দ্রব্যকে রিসাইকেল করে অন্য জিনিস তৈরি করা যাবে।'

> **অভিনব উদ্যোগ**
>
> - পরিবেশ দূষণ রুখতে দক্ষিণ দিনাজপুরে বসেছে সাতটি রিভার্স ভেন্ডিং মেশিন
> - পুরোনো প্লাস্টিকের বোতল মেশিনে ফেললে মিলবে বিশেষ কুপন
> - সেই কুপন দিয়ে নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁ, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও শপিং মলে বিশেষ ছাড়
> - গোটা রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রথম এই মেশিন বসানো হয়েছে

আগামীদিনে আরও চার-পাঁচটি মেশিন অন্য ব্লকগুলিতে বসানো হবে বলে তিনি জানান। কীভাবে কাজ করে এই রিভার্স ভেন্ডিং মেশিন? পুরোনো ব্যবহার করা প্লাস্টিকের জলের বোতল, ঠান্ডা পানীয় বা তেলের বোতল এই মেশিনে ফেলে দিলেই মেশিনের স্ক্রিনে আসবে চার থেকে পাঁচটি অপশন। এরপর দিতে হবে নিজের মোবাইল নম্বর। তারপর কিছু রেস্তোরাঁ, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও শপিং মলের নাম উঠে আসবে ওই স্ক্রিনে। পাওয়া যাবে রেস্তোরাঁ, শপিং মল বা কোনও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কুপন। এর যে কোনও একটিতে ক্লিক করার পরে সেই জায়গা থেকে নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে আসবে কুপনের মেসেজ। তারপর সেই কুপনটি নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁ, শপিং মল বা ল্যাবে দেখালে সেই জায়গার পরিষেবার ওপর পাওয়া যাবে বিশেষ ছাড়। আবার কেউ চাইলে প্লাস্টিকের বোতলটি জেলা প্রশাসনকে দান করে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কোনও কুপন বা ছাড় পাবেন না।

রিভার্স ভেন্ডিং মেশিনে ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিকের বোতল। বৃহস্পতিবার।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম এই জেলাতে এমন মেশিন বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলার বালুরঘাট, তপন, হিলি, কুশমণ্ডি ও গঙ্গারামপুর ব্লকে এই মেশিন বসানো হয়েছে। কয়েকটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, রেস্তোরাঁ ও শপিং মল জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই উদ্যোগকে সফল করতে আরও বেশকিছু রেস্তোরাঁ, দোকান, শপিং মল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সঙ্গে জেলা প্রশাসন আলোচনা চালাচ্ছে।

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-. 04(2025-26) Memo No-244, Dated-22.05.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 05.06.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/- E.O
Blg. P.S

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No WB/008/BDOKNT/25-26 (Retender-NIT-6) Work Sl No 01, :: WB/009/BDOKNT/25-26 (Retender-5) Work Sl No 01 Dated:- 21-05-2025. Last date of submission of bid through online is 28-05-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 21-05-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

CORRIGENDUM
REQUIRED VICE PRINCIPAL FOR APS BENGDUBI
(CBSE AFFILIATED)

Ref Advertisement dated 20th May 2025 in Times of India & Uttar Banga Sambad and 18th May 2025 in Janpath Samachar.
Qualification & Experience : FOR As per CBSE Bye-Laws, however B.Ed is mandatory, IT Literate and SOP for selection of Vice Principal APSs.
Age : Below 50 yrs (Ex-servicemen below 58 yrs)
READ : Should have masters Degree with B.Ed. Should have been a PGT in a recognized school for 3 years in the last 10 years. Total teaching not less then 9 years. Should be Computer literate. Age : Maximum age 55 years.

আনন্দ বিহার টার্মিনাল ও যোগবাণীর মধ্যে রিজার্ভড স্পেশাল এক্সপ্রেস

গ্রীষ্ম ঋতু-২০২৫-এর সময় অতিরিক্ত যাত্রীর ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত রিজার্ভড স্পেশাল এক্সপ্রেস (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন নং- 04074 আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২৩-০৫-২০২৫ থেকে ১১-০৭-২০২৫ পর্যন্ত = ৮টি ট্রিপ (প্রত্যেক শুক্রবার)

ট্রেন নং- 04073 যোগবাণী থেকে ২৫-০৫-২০২৫ থেকে ১৩-০৭-২০২৫ পর্যন্ত = ৮টি ট্রিপ (প্রত্যেক রবিবার)

পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
—	২৩.৫৫	↓ আনন্দ বিহার টার্মিনাল	১৬.০০	—
০৭.০০	০৭.১০	কানপুর সেন্ট্রাল	০৮.০০	০৮.১০
১৫.০০	১৫.১০	বারাণসী জং.	০০.৪০	০০.৫০
২১.২৫	২১.৩০	হাজিপুর জং.	১৭.৫০	১৭.৫৫
০৪.১০	০৪.২০	কাটিহার জং.	১২.২০	১২.৩০
০৪.৫৩	০৪.৫৫	পূর্ণিয়া	১১.০৮	১১.১০
০৫.৩৮	০৫.৪০	আড়ারিয়া	১০.১৮	১০.২০
০৬.৩০	০৬.৩৫	ফোর্বেসগঞ্জ	০৯.৫০	০৯.৫৫
০৭.৩০	—	যোগবাণী ↑	—	০৯.৩০

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ গাজিয়াবাদ, উন্নাও জং., লখনউ, সুলতানপুর জং., জৌনপুর সিটি, আউনিরিহার জং., গাজিপুর সিটি, বালিয়া, সুরাইমানপুর, ছাপরা জং., শাহপুর পাটোরি, বারাউনি জং., বেগুসরাই, খাগরিয়া জং. ও নওগাছিয়া।
গঠনঃ শয়ন শ্রেণি (আঠারো) এবং এসএলআর (দুই) = ২০টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্‌স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

শোলক সারি (১০০তম পর্ব) সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সেজবউ, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ প্রতিকার, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.০০ রণক্ষেত্র, ১.০০ গো ফর গোলস
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৪৫ অন্ধবিচার, সন্ধে ৭.৩০ হিরোগিরি, রাত ১০.৫০ আনন্দ আশ্রম
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অভিমান, দুপুর ১.৫০ পুত্রবধূ, বিকেল ৪.৩০ চিতা, রাত ১.১০ শেষ থেকে শুরু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রেম
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সোনার সংসার, রাত ৯.০০ গুপ্তধনের সন্ধানে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১৪ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৫১ সূরয়া : দ্য সোলজার, সন্ধে ৭.৫৫ হিম্মতওর, রাত ১০.৫০ সর্দার গব্বর সিং
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ লমহা, ২.১৫ ফিল্লৌরি, বিকেল ৪.৩০ তুম মিলে, সন্ধে ৭.০০ নীরজা, রাত ৯.০০ জলি এলএলবি, ১১.১৫ লভ সেক্স অওর ধোকা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৬ ক্রু, ২.০২ ভিকি ডোনার, বিকেল ৪.১৩ ডক্টরজি, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ ফোন ভূত, ১১.১৬ ডন-টু

হলিডে বিরিয়ানি এবং চিজি পমফ্রেট তন্দুরি তৈরি শেখাবেন মৌসুমি চক্রবর্তী। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আনন্দ আশ্রম রাত ১০.৫০ জলসা মুভিজ

অনুরাগের ছোঁয়া ১ ঘণ্টার বিশেষ পর্ব রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

বৃষ্টির স্বস্তি মুছেছে লুপারের হানা

চা পাতার ফলনে ধাক্কা

নাগরাকাটা ও ওদলাবাড়ি, ২২ মে : প্রাক বর্ষার বৃষ্টি এবার দু'হাত ভরিয়ে দিয়েছে উত্তরবঙ্গকে। কিন্তু তারপরেও ডুয়ার্সের চা বাগানে সেকেন্ড ফ্লাশের যাবতীয় উচ্ছ্বাস উধাও। নেপথ্যে লুপার পোকার হামলা।

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় এবার ওই পোকার লাগামছাড়া বাড়বাড়ন্তের খবর মিলছে। বাদ নেই তরাই এলাকাও। চা বাগানের হেক্টরের পর হেক্টর জমিতে কচি পাতা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। লুপার দমনে টি বোর্ড অনুমোদিত প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কোড অনুযায়ী দুটি মাত্র রাসায়নিক রয়েছে। চা বাগান কর্তৃপক্ষ বলছে, সেগুলি আর কোনও কাজে আসছে না। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) তরাই শাখার অ্যাডাভাইজারি অফিসার ডঃ তৃণা মণ্ডল বলছেন, 'এদিকের বাগানগুলিতে দুটি রাসায়নিকের মধ্যে কোথাও একটি অল্প হলেও কাজ করছে। কোথাও আবার একটিও কাজ করছে না। তাই সমস্যা মিটছে না।' রাসায়নিকে যে কাজ হচ্ছে না, মেনে নিয়েছেন আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মাও। আর টিআরএ'র সম্পাদক জয়দীপ ফুকন বলেন,

চা গাছ থেকে হাত দিয়ে বাছাই করে তুলে আনা লুপার।

'যাতে লুপার দমনে জরুরিকালীন ভিত্তিতে সলোমন নামে একটি নতুন রাসায়নিক ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, এমন অনুরোধ জানিয়ে টি বোর্ডের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।'

পরিস্থিতি এমন যে কাঁচা পাতা তোলার পরিবর্তে এখন শ্রমিকরা পোকা বাছছেন। একেকটি সেকশন থেকে প্রতিদিন গড়ে ৬০ কিলোগ্রাম করে লুপার মিলছে, এমন বাগানও রয়েছে। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিস বলেন, 'পরিস্থিতি ভালো নয়। লুপারের আক্রমণ এবার অত্যন্ত বেশি।'

নাগরাকাটার গাঠিয়া চা বাগানের ম্যানেজার নবীন মিশ্র বলেন, 'আমাদের ১৫০ হেক্টর আবাদি এলাকায় লুপারের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এসময় দিনে যেখানে ২৫ হাজার কিলোগ্রাম কাঁচা পাতা মিলত, সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজারে।' কূর্তি চা বাগানের ম্যানেজার রাজেশ রুংটাও লুপার নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছেন। এরপর হেলোপেলটিস নামে আরেক ধরনের পোকার হামলা শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বানারহাটের কারবালা চা বাগানের ম্যানেজার হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, রাসায়নিক ছড়িয়ে কাজ হচ্ছে না, তাই হাতে করে লুপার তোলা হচ্ছে।

একইরকম সমস্যার খবর মিলছে মালবাজারের রানিচেরা, ওদলাবাড়ির লিস রিভার, ওয়াশাবাড়ি, মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের দলগাঁও, ডিমডিমা, হান্টাপাড়া, কালচিনির সুভাষিণী, সাতালি, বিচ, ভার্নোবাড়ি, কুমারগ্রামের রায়ডাক, কার্তিকা, ধওলাঝোরার মতো একাধিক বাগান থেকে।

চা বণিকসভা ডিবিআইটিএ'র চেয়ারম্যান রাজকুমার মণ্ডল বলেন, 'বৃষ্টিতে স্বস্তি পাওয়ার কথা ছিল। অথচ লুপার তা কেড়ে নিয়েছে।'

টাই-এর উত্তরবঙ্গ শাখার অতিরিক্ত ভাইস চেয়ারম্যান ও গোপালপুর চা বাগানের ম্যানেজার প্রণব মিশ্র বলেন, 'নাগরাকাটা, বানারহাট, বীরপাড়া ও হাসিমারা এলাকায় লুপারের সমস্যা এবার ভয়ংকর। কীভাবে বাগানগুলি চলবে সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

হারানো/ প্রাপ্তি

আমি প্রীতি দত্ত ও আমার পুত্র দেবজিৎ দত্ত, আমার স্বামী স্বর্গীয় দুলাল দত্ত ও ঠাকুরদা স্বর্গীয় ননী গোপাল দত্তর নামে একটি বাস্তুজমির দলিল যাহার নং ৬৫০৩ (সন 1980) হারিয়ে গিয়েছে। ঠিকানা : কলেজপাড়া, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন এই (M)-9474175202 নং-এ যোগাযোগ করিবেন। (C/116360)

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online & Offline tenders are being invited from reputed agencies for (1) Supply of Laboratory Equipment and (2) Disposal of trees logs. For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.ubkv.ac.in
Sd/-
Registrar (Actg.)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি ঘোষপুকুরে শপিংমল-এর জন্য 2 জন গার্ড লাগবে, এবং সেবক রোডে হোটেলের জন্য হাউসকিপিং (সাফাই কর্মী লাগবে)। থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন - 9,000/-, M : 9933119446. (C/116542)

হারানো/প্রাপ্তি

I Swapan Sarkar, residing at Boulbari Maynaguri 735302, Jalpaiguri. WB lost deed being no-6860/1986. Registered at ADSR Jalpaiguri. If anyone find the deed kindly contact. 8637089027. (C/116538)

অ্যাফিডেভিট

গত 21-05-25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি অ্যাফিডেভিট পাবলিক দ্বারা Rajeswar Ray এবং Rajeshwar Roy একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/116536)

•

গত 07-02-2025 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট দ্বারা Nabanita Sarkar Biswas এবং Nabanita Sarkar একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/116536)

ভাড়া

For rent 2 BHK flat, 2nd floor, Subhaspally near Hatimore & 3 BHK 3rd floor near Siliguri College. M : 7439841268. (C/116541)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। (M) 79086-31473 (C/113357)

কেন্দ্রের তরফে ২১ লক্ষ টাকা ও শংসাপত্র

ভালো পরিষেবার স্বীকৃতি মাতৃমাকে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২২ মে : ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্সের খেতাব পেল এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগ। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কয়েকমাস আগে এক প্রতিনিধিদল এখানকার মাতৃমা বিভাগে সমীক্ষা করে যায়। পরিষেবার ভিত্তিতে দেশজুড়ে চলা এই সমীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় কেন্দ্রের তরফে ২১ লক্ষ টাকা ও শংসাপত্র পুরস্কার হিসেবে পেল এমজেএন কর্তৃপক্ষ। সেই টাকা মাতৃমা বিভাগে পরিষেবার কাজে লাগানো হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

পুরস্কার জেতার পর এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, 'এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। প্রত্যেকে ভালোভাবে কাজ করেছেন। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের কাছ থেকেও সহযোগিতা মিলেছে। সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই সাফল্য পাওয়া গিয়েছে।'

২০১৯ সালে এমজেএন মেডিকেলের অধীনে মাতৃমা বিভাগ চালু করা হয়। ঝাঁ চকচকে চারতলা ভবন, পুরোটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। রয়েছে দুটি উন্নতমানের লিফট। ভবনে ঢোকার পর প্রথমেই জুতো খুলে রাখতে হয়। সেখানে থাকা পৃথক জুতো পরে ভিতরে ঢুকতে হয়। নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট, নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

কেয়ার ইউনিট, এইচডিইউ, অপারেশন থিয়েটার সহ এই সম্পর্কিত সমস্ত ওয়ার্ড একই ছাদের নীচে রয়েছে। অতি সংকটজনকদের জন্য পৃথক অবজার্ভেশন ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট ২৬৫টি বেড রয়েছে মাতৃমায়। প্রসূতিদের সেখানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে প্রথমেই তাঁর পোশাক পরিবর্তন করে নেওয়া হয়। 'মাতৃমা'-র ভিতরে থাকা প্রতিটি বেডের চাদর প্রতিদিন পরিবর্তন করা হয় বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। এমনকি সেখানে চিকিৎসাধীনরা বাইরে থেকে নিয়ে যাওয়া কম্বল, বালিশও ব্যবহার করতে পারেন না। সেগুলিও মাতৃমা থেকেই সরবরাহ করা হয়। ভিতরে আয়া নিষিদ্ধ। সেখানে কমবেশি ১০০ রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। বৃহস্পতিবার ৮৪ জন ভর্তি ছিলেন। ১০ জন চিকিৎসক ও ৮৩ জন নার্স রয়েছেন এই বিভাগের জন্য। কর্তৃপক্ষের দাবি, কর্পোরেট ধাঁচে তৈরি করা এই মাতৃমা উত্তরবঙ্গের যে কোনও বড় নার্সিংহোমকেও টেক্কা দিতে পারে।

২০২৪ সালে মাতৃমায় ৯০০৯ জনের চিকিৎসা করা হয়। ৫৬০৬টি শিশুর জন্ম হয়েছে। চলতি বছরে ২৩১৭ জনের চিকিৎসা হয়েছে। ১৫৯৭টি শিশুর জন্ম হয়েছে। প্রসূতি ও নবজাতকদের চিকিৎসা পরিষেবার ওপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথমে রাজ্য স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কেন্দ্রের তরফে প্রতিনিধিরা এসে মাতৃমা পরিদর্শন করে যান। সেই ফল ঘোষণার পর বুধবার শংসাপত্র এসে পৌঁছেছে কর্তৃপক্ষের কাছে।

দিঘার টিকিটে ২৫ শতাংশ ছাড়

কোচবিহার, ২২ মে : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতোই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ ও মালদা থেকে দিঘা পর্যন্ত ভলভো বাস পরিষেবা চালু করছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। যাত্রার প্রথমদিকে যাত্রীদের আকর্ষিত করতে আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত মূল বাসভাড়ার উপর ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়া বাসে মিলবে কম্বল ও জলের বোতল। বৃহস্পতিবার সংস্থার পরিবহণ অফিসে এমডি দীপঙ্কর পিপলাইকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এইসব সুবিধার কথা জানালেন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, 'রেডবাসের মাধ্যমে বাসগুলির টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি সংস্থার উত্তরবঙ্গের ও দিঘার কাউন্টার এমনকি এসবিএসটিসির বাসস্ট্যান্ডগুলি থেকেও টিকিট বুকিং করা যাবে। বাসগুলিতে পুশব্যাক সিট, বেলুন সাস্পেনশন, জিপিএস সিস্টেম, প্যানিক বাটন, মোবাইল চার্জিংয়ের সুবিধা ছাড়াও স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকবে।'

আগামী ২৮ মে জলপাইগুড়ি ও দিঘা থেকে প্রথম এই পরিষেবা শুরু হবে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে বাকি পাঁচ জায়গা থেকেও বাস চলবে। প্রতি সপ্তাহে দুইদিন করে উত্তরবঙ্গের ছয় জায়গা থেকে বাসগুলি দিঘার উদ্দেশে রওনা হবে। একইভাবে দিঘা থেকেও সপ্তাহে দুইদিন করে বাসগুলি ছয় গন্তব্যের জন্য ছাড়বে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬৬, তারিখঃ ২০.০৫.২০২৫, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ (১) "তিলডাঙ্গা-বোনিডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে বিন্দুবাসিনী হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) "মির্জাচেওকি-পীরপৈতি শাখার মধ্যে আম্মাপালি হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) "পীরপৈতি-শিবনারায়ণপুর স্টেশনের মধ্যে লক্ষীপুর ভোরাং হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৪) "নাথনগর-আকবরনগর স্টেশনের মধ্যে ছিট মাকন্দপুর হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৫) "আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে মাহেশী হল্টে আইবিএস-এর ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৫,১১,০৩১.০৪ টাকা, বায়নামূল্যঃ ১,১০,২০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭.০৫.২০২৫ থেকে ১০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে ৩০মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটবিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/ পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। MLD-68/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

e-Auction ID No. 2025_WB_4689

e-Auction Notice may be seen under 'NOTICE' tab of Zilla Parishad website: **dakshindinajpurzp.org** Documents may be downloaded e-Auction portal of P&RD Deptt. website : **https://eauction.gov.in**
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
Bhool Chuk Maaf
(H)
*ing : Raj Kumar Rao, Wamika Gabbi, Sanjay Mishra
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
A/C Dolby Digital

Now showing at
BISWADEEP
Bhool Chuk Maaf
*ing : Raj Kumar Rao, Wamika
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

সাদরি গানে শ্রমিকের জীবনযুদ্ধ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২২ মে : 'পায়সা দেহি দে।' সাদরি ভাষার এই লাইনটি যেন চা শ্রমিকদের রোজকার জীবনের কথাই তুলে ধরে। প্রাপ্য মজুরি হোক বা পিএফ, পরিশ্রম করে রোজগার করা পাওনা টাকা চাইতে চাইতেই তাঁদের দিন কাটে। এবার শ্রমিকদের সেই দুর্দশার কথা প্রকাশিত হবে গানের কথায়। সৌজন্যে দেবাশিস পাল। সাদরি ভাষায় সেই গান লিখেছেন তিনি। গানের সুরও দিয়েছেন ফালাকাটার ওই ব্যক্তি। শুক্রবার তাঁর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশ হতে চলেছে। গানের ভিডিওটিতে অভিনয় করেছে কাদম্বিনী চা বাগানের কিশোর-কিশোরীরা। দেবাশিস তাদের মাস্টারমশাই। কয়েক বছর আগে দেবাশিসের একটি নার্সারি স্কুলে তারা পড়াশোনা করত। এখন হাইস্কুলে পড়ে। তাই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ভিডিওতে অভিনয় করতে পেরে ছেলেমেয়েরাও খুশি।

দেবাশিসের দাবি, শ্রমিকদের এই সমস্যা নিয়ে আগে কখনও সাদরি ভাষায় গান হয়নি। ফালাকাটার মাদারি রোডের বাসিন্দা দেবাশিস পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী। নেশায় লোকসংগীতশিল্পী। কয়েক বছর আগে তাঁর একটি নার্সারি স্কুলে পড়ত কাদম্বিনী চা বাগানের অবন্তিকা কুজুর, আরিয়ান মাঝিরা। স্কুলটি বন্ধ

শুটিংয়ের দৃশ্যে দেবাশিস ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগানে।

> শ্রমিকরা সময়মতো মজুরি, পিএফ পান না। সরকার বদলালেও ভাগ্য বদলায় না। এই গান উত্তরবঙ্গের সব চা বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
>
> – দেবাশিস পাল

হয়ে গেলেও আদিবাসী পড়ুয়াদের সঙ্গে দেবাশিসের এখনও সম্পর্ক রয়েছে। তাই তিনি অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে ওই পড়ুয়াদের গানের ভিডিওতে শামিল করেন। কাদম্বিনী চা বাগানেই শুটিং হয়েছে। আদিবাসী গানের সঙ্গে ধামসা, মাদল লাগবেই। বাগানের ভিতর তাও জোগাড় হয়ে গিয়েছিল। বাগানেই রমেশ মুন্ডা নামে এক তরুণ ধামসা বাজিয়েছেন এবং মাদল বাজান স্বপন মুন্ডা। এভাবে গানের শুটিংয়ে ধামসা বা মাদল বাজানোর সুযোগ পেয়েও উভয়ই উচ্ছ্বসিত। রমেশের কথায়, 'এই বাদ্যযন্ত্র তো অনেক বাজাই। কিন্তু আমি কোনও শুটিংয়ে এই প্রথম বাজালাম।'

অন্যদিকে, গানের ভিডিও নিয়ে পড়ুয়া অবন্তিকা কুজুরের কথায়, 'মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমাদের ভাষার গানে নাচ ও অভিনয় করেছি। গানটি আমাদের খুব ভালো লাগে। নাচতেও অসুবিধা হয়নি।' অবন্তিকার মতো মমতাজ মুন্ডা, প্রিয়া মুন্ডা, রিষিতা খেড়িয়া, আরিয়ান মাঝিদের মতো বাকি ছেলেমেয়েরাও এমন সুযোগ পেয়ে দারুণ খুশি। এনিয়ে অবন্তিকার বাবা দিলীপ কুজুর বলেন, 'আমরা মাস্টারমশাইকে আগে থেকে চিনি। গানের বিষয়টিও আমাদের মতো শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে। আমার মেয়ে ওই গানের সঙ্গে নাচ-অভিনয় করেছে।'

দেবাশিসের গানে চা শ্রমিকদের সারাদিনের কথা, মজুরি, বোনাস, পিএফ সংক্রান্ত বিষয় উঠে আসে। গানের লাইনগুলিতে আছে 'সুরজ উঠল কাম গেলা, সন্ধ্যা আসিল হাত খালি রে, সাহেব মোর পায়সা দেহি দে, ঘরে ছুকুরা কানিছে পেটে জ্বালা রে।' গানটি শুক্রবার বিকেলে দেবাশিসের ইউটিউব চ্যানেলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হবে। কিন্তু কেন এরকম বিষয় নিয়ে গান? দেবাশিসের কথায়, 'শ্রমিকরা কাজ করেন কিন্তু সময়মতো মজুরি, পিএফ পান না। সরকার বদলালেও শ্রমিকদের ভাগ্য বদলায় না। এই গান উত্তরবঙ্গের সব চা বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।'

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T.
No. KMG/EO-ET/03/2025-26, DATED : 22/05/2025
Last date and time for bid submission- 31/05/2025 at 9.00 hours.
For more information please visit : www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
Kumargram :: Alipurduar

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফেরত পেতে পারেন। বৃষ : প্রিয় বন্ধুর ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের সুযোগ। মিথুন : মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। পথেঘাটে খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। কর্কট : না জেনে কাউকে টাকা ধার দিলে অনুশোচনা করতে হতে পারে। বিয়ের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ে বিশেষ উন্নতি। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। কন্যা : আপনার মধুর কথার জন্য সমাজে বিশেষ জায়গা পেতে পারেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। তুলা : কর্মক্ষেত্রে কিছু সহকর্মীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য উদ্বেগ। ধনু : ব্যবসায় এখন বিনিয়োগ না করাই ভালো হবে। পরিবার নিয়ে দূর দেশে ভ্রমণের যোগ। মকর : শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানলাভের সুযোগ। প্রণয়মূলক বিয়ের সম্ভাবনা। কুম্ভ : সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তিতে জেরবার হতে পারেন। রক্তচাপ নিয়ে সমস্যা। মীন : ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জটিল হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে, ২০২৫, ৮ জেঠ, সংবৎ ১১ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৪ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১২। শুক্রবার, একাদশীর সন্ধ্যা ৬।২৪। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১২।২০। প্রীতিযোগ দিবা ৩।৩১। ববকরণ দিবা ৭।৩০ গতে বালবকরণ সন্ধ্যা ৬।২৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১২।২০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধ্যা ৬।৪ গতে ত্রকপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, সন্ধ্যা ৬।২৪ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৮।১৬ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।১৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, দিবা ১২।২০ মধ্যে পুংরত্নধারণ বিক্রয়বানিজ্য, দিবা ১২।২০ গতে শঙ্খরত্নধারণ ক্রয়বাণিজ্য ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- একাদশীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ গতে ৬।৪২ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১০।১৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৪ গতে ২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২৭ মধ্যে ও ১২।৪০ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঘূর্ণাবর্ত

রবিবার বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তার ফলে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ধৃত ৬

মিউল অ্যাকাউন্টে কোটি টাকারও বেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ লেনদেনের অভিযোগে সল্টলেক থেকে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্ত্রীকে খুন

বাঁকুড়ার সিমলাপালে স্ত্রীকে নর্দমায় ঢুকিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। পারিবারিক অশান্তি থেকে খুন বলে ধারণা।

স্থগিতাদেশ

সিঙ্গুরের পহলামপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস নির্বাচনে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এখনই এই সমবায় সমিতিতে নির্বাচন করা যাবে না বলে জানিয়েছেন বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরী।

ওঁ স্বস্তি... *কলকাতার কুমোরটুলি ঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ

ধর্নায় আপত্তি কেন, প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ২২ মে : বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারাদের আন্দোলনে কেন রাজ্যের আপত্তি, তা জানিয়ে আবেদন করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বৃহস্পতিবার নির্দেশ দেন, রাজ্যকে নিজেদের বক্তব্য লিখিতভাবে জানাতে হবে। এদিন হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরা দেন সুদীপ কোনার ও ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল। সম্প্রতি পুলিশের বিরুদ্ধে চাকরিহারাদের ওপর লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। তার প্রতিবাদে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট পর্যন্ত মিছিল করে রাজ্য বিজেপির যুবমোর্চা। নিয়োগের দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায় চাকরিহারাদের একাংশ।

আন্দোলনকারীদের পুলিশি নোটিশ দিয়ে ডাকার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। এই মামলায় এদিন বিচারপতি জানিয়ে দেন, প্রতিবাদে আপত্তি কেন তা রাজ্যকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে। রাজ্যের দাবি সত্যি হলে অভিযুক্তদের কোনওদিন বিধাননগরে কর্মসূচি করতে দেওয়া যাবে না। প্রতিবাদের বিরুদ্ধে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওই দিনের বিক্ষোভে ২২ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। ১৯ জন সরকারি কর্মী সহ সাধারণ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন গুন্ডা মিলে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে।'

এদিন বিজেপির কর্মসূচির জেরে বিধাননগর কমিশনারেট চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিছিলে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত তৃণমূলের নেতাদের দিনের পর দিন সুরক্ষা দিয়েছে এই পুলিশ।' এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে 'ইউনাইটেড টিচিং ফোরাম'-এর ব্যানারে চাকরিহারারা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁরা স্কুলে ফিরতে পারছেন না। আদালতের নির্দেশ অনুসারে এই অযোগ্যরা নতুন করে পরীক্ষাতেও বসতে পারবেন না। অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীকে তাঁদের বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি করেন তাঁরা।

সম্প্রতি বিকাশ ভবন চত্বরে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করার দায়ে হাইকোর্টের নির্দেশে বিধাননগর উত্তর থানায় জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ও সুদীপ কোনার। ইন্দ্রজিৎ বলেন, 'আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা চলছে। এভাবে আন্দোলন দমানো যাবে না।' থানা থেকে বেরিয়ে তাঁরা জানান, তদন্তের স্বার্থে ভবিষ্যতেও পুলিশকে সহযোগিতা করবেন।

বিধানসভা ভোটের অঙ্কে আন্দোলনের ছক

পদ্মের নাগরিকত্ব তাসে অস্ত্র শাসকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মে : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে প্রচুর হিন্দু অনুপ্রবেশকারী ভারতে এসেছেন। তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে দাবি করেছিল বিজেপি। কিন্তু প্রায় এক বছর হতে চললেও ওই অনুপ্রবেশকারীরা নাগরিকত্ব তো পাননি, বরং দেশের বিভিন্ন জেলে তাঁরা বন্দি রয়েছেন। বিজেপির এই দাবিকে সামনে রেখেই এবার পালটা আসরে নামতে চলেছে তৃণমূল। হিন্দুদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে বিজেপি যে শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি করতে চাইছে, এই প্রচার সামনে আনতে শুরু করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকি সিএএ বা এনআরসি করার নামেও বিজেপি যে ভোটের রাজনীতি করছে, তাও আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ইস্যু করতে চলেছে তৃণমূল। সংসদে সিএএ বা এনআরসি পাশ হলেও দেশের কোথাও বিজেপি তা কার্যকর করতে পারেনি। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে অনুপ্রবেশের ঘটনা যে ইস্যু হতে চলেছে, তা একপ্রকার স্পষ্ট।

গত বছর ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর সেদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। তখন শয়ে শয়ে হিন্দু নাগরিক দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন। শুধুমাত্র ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ৭৫৫ জন হিন্দু বাংলাদেশি নাগরিক এই দেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। অসম রাইফেলসের হাতে তাঁরা গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়েও এই দেশে প্রবেশ করেছেন বহু বাংলাদেশি নাগরিক। দেশের বিভিন্ন জেলে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১,৪৫৫

> বিজেপি হিন্দুদরদি হলে এই অনুপ্রবেশকারীদের জেলমুক্তি বা তাঁদের নাগরিকত্বের চেষ্টা করত।
>
> **জয়প্রকাশ মজুমদার**

> বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার কোনওদিন ঘোষণা করেনি।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

জন হিন্দু বাংলাদেশি নাগরিক বন্দি রয়েছেন। গত বছর রাজ্য বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশি হিন্দু নাগরিকদের এই দেশের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছে দরবার করা হবে। প্রায় এক বছর কেটে গেলেও এই ইস্যুতে আর মুখ খোলেনি বিজেপি। পরবর্তীকালে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও এই দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেলে বন্দি ওই হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের কোনও সুরাহা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে এখন থেকেই আন্দোলন শুরু করতে চাইছে তৃণমূল।

তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'বিজেপি শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলিম নিয়ে রাজনীতি করে। এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। বিজেপি হিন্দুদরদি হলে এই অনুপ্রবেশকারীদের জেলমুক্তি বা তাঁদের নাগরিকত্বের চেষ্টা করত। কিন্তু তারা তা করেনি।' পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে নির্যাতিত হয়ে এদেশে আসা প্রায় প্রত্যেকেই নমশূদ্র সম্প্রদায়ের। কিন্তু তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। তাঁদের সাহায্যের দাবিতে আমরা আন্দোলনে নামছি।' নমশূদ্র বোর্ডের দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান শিব হাজরা বলেন, 'বিজেপি শুধু রাজনীতি করার জন্য হিন্দুদরদি সাজার চেষ্টা করে। কিন্তু আদতে তারা হিন্দুবিরোধী।' যদিও বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার কোনওদিন ঘোষণা করেনি। কেউ ব্যক্তিগতভাবে এই প্রচার চালালে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত।'

মুর্শিদাবাদ রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় সক্রিয় হবে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ মে : মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের মদতে হিংসা ও তার প্রতিরোধে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে ইস্যু করে আসন্ন বিধানসভার অধিবেশনে তুলকালাম কাণ্ড করার পরিকল্পনা নিচ্ছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই, মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চেয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগের বিপরীতে পহলগামে জঙ্গি নাশকতায় গোয়েন্দা ব্যর্থতাকেই নিশানা করতে পারে তৃণমূল।

৯ জুন শুরু হবে বিধানসভার অধিবেশন। বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় আন্দোলনের নামে মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো সংখ্যালঘু হিন্দুপ্রধান জেলায় হিন্দুশূন্য করার যে চক্রান্ত করেছিল, তাকে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়েছেন তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ক ও কাউন্সিলাররা। সিটের তদন্তে তা বেরিয়ে এসেছে। বিজেপির দাবি, ঘটনার দিনে হিংসা ছড়ানোর আশঙ্কা সত্ত্বেও পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখায়, সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ানের মতো একাধিক জায়গায় বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। হিন্দু বিতাড়নের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলাকে হিন্দুশূন্য করতেই সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে হত্যা করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে বিজেপি। সেই প্রতিবাদকেই এবার বিধানসভার অধিবেশনে তুলে ধুন্ধুমার করতে চাইছে বিজেপি। এক বিজেপি বিধায়কের মতে, অধিবেশনে এই ইস্যুতে বিধানসভায় আলোচনা দাবি করে মুলতুবি প্রস্তাব আনা হতে পারে। ৯ জুন অধিবেশন শুরুর আগে পরিষদীয় দলের বৈঠকে এই বিষয়ে নির্দেশ দেবেন বিজেপি পরিষদীয় দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির মুলতুবি আনা নিয়ে এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিচারাধীন বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। তবে বিরোধীরা মুলতুবি আনতেই পারে। সেই প্রস্তাব জমা পড়লে তা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেব।' যদিও রাজনৈতিক মহলের মতে, পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে বিরোধীদের আনা মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা কম। সেক্ষেত্রে, মুলতুবি খারিজ হলে, প্রতিবাদে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে বয়কটের পথে হাঁটতে পারে বিজেপি।

পহলগামে জঙ্গি হামলায় রাজ্যের ৩ সহ ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গি সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরকে সমর্থন ও সেনাবাহিনীর কৃতিত্বকে সম্মান জানালেও, পহলগামের ঘটনায় গোয়েন্দা ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রকে দুষেছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। নদিয়ার এক তৃণমূল বিধায়কের মতে, সেনাকে কৃতিত্ব দেওয়ার কথা বললেও, জঙ্গি সংঘর্ষে মৃত নদিয়ার সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখকে সম্মান জানানোয় বিভাজনের রাজনীতি করেছে বিজেপি। তৃণমূল পরিষদীয় দলের মতে, মুর্শিদাবাদের পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিজেপি হাওয়া গরম করার চেষ্টা করলে, পালটা পহলগামের গোয়েন্দা ব্যর্থতা এবং জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম জাগাতে বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার নামে দলীয় রাজনীতি করাকে নিশানা করবে তৃণমূল।

'চুরি করিনি', সুইসাইড নোটে দাবি কিশোরের

পাঁশকুড়া, ২২ মে : খাতায় লেখা, 'মা আমি চুরি করিনি'। ওপরে লেখা নাম এবং সপ্তম শ্রেণি এবং রোল নম্বর।

থেকে থেকে জ্ঞান হারাচ্ছেন মা। চুরির অপবাদ সহ্য করতে না পেরে কীটনাশক খেয়ে নিজেকে শেষ করেছে ১৩ বছরের কিশোর। পাড়ার দোকান থেকে চিপসের প্যাকেট চুরির অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। দোকানদার তাকে সবার সামনে কান ধরে ওঠবোস করায়। মা-ও বকাঝকা করে সকলের সামনে। শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হয় সপ্তম শ্রেণির ওই পড়ুয়া। তার আগে খাতায় স্বীকারোক্তিতে লিখে যায়, সে চুরি করেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার গোঁসাইবেড় এলাকার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর,

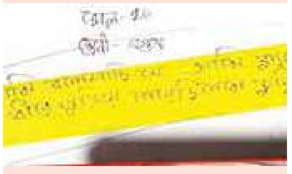

পাড়াতেই শুভঙ্কর দীক্ষিত নামে এক ব্যক্তির মিষ্টির দোকান থেকে চিপসের প্যাকেট হাওয়ায় উড়ে যায়। সেই সময় রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল। ওই প্যাকেটগুলি কোথা এল, তা সে বুঝতে পারেনি। রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে সে কুড়িয়ে নেয়। তখনই তাকে চুরির অপবাদ দেয় দোকানদার।

এরপর চিপসের দাম মিটিয়ে দেয় কিশোর। কিন্তু তার মা ঘটনা জানতে পেরে ফের তাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে বকাবকি করেন। তারপরই সে কীটনাশক খায়। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। তার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। দোকানদার পলাতক।

পিতৃত্বের দাবিতে সৎবাবার আর্জি, সায় হাইকোর্টের

কলকাতা, ২২ মে : এই ঘটনা যেন সিনেমার গল্পকেও হার মানিয়ে দেবে। বর্তমানে সাধারণত যেখানে জন্মদাতা বাবাই নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করেন, সেখানে এই ঘটনা ব্যতিক্রমী এক উদাহরণ। ১৫ বছরের কিশোরের জন্মদাতা বাবা নন তিনি। কিন্তু জন্মের পর থেকে তাকে ধীরে ধীরে প্রতিপালন করছেন তিনি। এবার কিশোরের পিতৃত্বের দাবি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সৎ বাবা। শেষ পর্যন্ত আদালত তাঁর আর্জিতে সাড়া দিয়েছে। ফলে ১৫ বছর বয়সে বদল হচ্ছে ওই কিশোরের পিতৃপরিচয়। 'সরকার' থেকে 'চট্টোপাধ্যায়' হতে চলেছে তার পদবি।

১৫ বছর বয়সি ওই কিশোরের জন্মের আগে থেকেই তার মা ও জন্মদাতা বাবার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ২০১০ সাল থেকে আলাদা থাকছেন ওই দম্পতি। ওই বছরেই জন্ম হয় কিশোরের। দ্বিতীয়বার তার মা বিবাহ বন্ধনে জড়ান। ফলে জন্মের পর থেকে সন্তানস্নেহে প্রকৃত বাবার মতোই কিশোরকে লালনপালন করছেন তার সৎ বাবা। তাই তার পিতৃত্বের পরিচয় বদল করতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর আবেদন, জন্মদাতা বাবার পদবি 'সরকার'ই ব্যবহার করা হচ্ছে কিশোরের ক্ষেত্রে। তিনি চান তাঁর পদবি 'চট্টোপাধ্যায়' ব্যবহার করুক সে।

বিচারপতি কৌশিক চন্দ ওই ব্যক্তির আর্জি মেনে রায় দেন, আইনি পদ্ধতি মেনে সৎ বাবা ওই কিশোরকে দত্তক নেবেন। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে দু'সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা পুরসভায় জন্ম শংসাপত্রে প্রয়োজনীয় বদল চেয়ে আবেদন করা যাবে। তার পর দু'সপ্তাহের মধ্যে পদক্ষেপ করবে পুরসভা।

হেরিটেজ স্বীকৃতির পথে প্রথম বিধবা বিবাহের ঠিকানা

কলকাতা, ২২ মে : ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রথম ৪৮-এ কৈলাস বোস স্ট্রিটের এই বাড়ি থেকেই বিধবা বিবাহ শুরু করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রথম বিধবা বিবাহের সাক্ষী এই বাড়িটিকেই এবার হেরিটেজ তকমা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। ইতিমধ্যেই পুরসভা হেরিটেজ কমিশনের কাছে এই বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, ঐতিহ্যশালী

এই বাড়িতেই প্রথম বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

বাড়ির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভবিষ্যতে এই বাড়ি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহায়তা পাওয়া যাবে।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কৈলাস বোস স্ট্রিটের এই বাড়িটি থেকে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত করেন বিদ্যাসাগর। স্থানীয়দের দাবি, আগে এই বাড়ির ঠিকানা ছিল ১২ সুকেশ স্ট্রিট। পরবর্তীকালে ৪৮ ও ৪৮-এ কৈলাস বোস স্ট্রিট নামে নামকরণ করা হয়। প্রাচীন এই বাড়িটি বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে। ভবনের অধিকাংশ অংশই পরিত্যক্ত। বর্তমানে বাড়িতে একজন পরিচারিকা, পুরোহিত, নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন দেখভালের জন্য। বাড়ির বর্তমান মালিক বাইরে রয়েছেন। বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়ার পর কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (হেরিটেজ) স্বপন সমাদ্দার এই বাড়িটিকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব রাখেন। এদিন তিনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'বিষয়টি হেরিটেজ কমিশনের নজরে আনা হয়েছে। সেখানে অবজারভেশন কমিটি রয়েছে। তাঁরা বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন। বিষয়টি আমাদের নজরে আসতে দ্রুততার সঙ্গে আমরা উদ্যোগী হয়েছি।'

পরবর্তী ছবি 'মা'-এর প্রচারে কলকাতায় এসেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল। পুজো দেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। ছবি : আবির চৌধুরী

সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া নজরদারির নির্দেশ নবান্নের

কলকাতা, ২২ মে : সীমান্তবর্তী এলাকায় সংবাদমাধ্যম পরিচয় দিয়ে উসকানিমূলক প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই রাজ্যের সমস্ত সীমান্তবর্তী জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে এই নিয়ে নজরদারি চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বুধবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকের পরই রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, গোয়েন্দা ইনপুট থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, সংবাদমাধ্যমের কর্মী পরিচয় দিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় সমীক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক উসকানি দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে জনপ্রতিনিধিদের তখনই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়ে রাজ্য সরকার যে কড়া মনোভাব নিচ্ছে, তাও ওই বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছিলেন মমতা। এরপরই মুখ্যসচিব এদিন সমস্ত জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। সরকার যে কোনওরকম উসকানিমূলক কাজে প্রশ্রয় দেবে না, তা পুলিশ সুপারদের জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'বিষয়টি আমাদের কানেও এসেছে। শামুকতলায় একজনকে এইরকম প্রচারের অভিযোগে পুলিশ আটকও করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো এই ধরনের ঘটনা কোথাও ঘটলে আমরা পুলিশকে জানাব।'

মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা যথাযথ ছিল না বলে রাজ্যকে তুলোধোনা করেছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের 'পরিকল্পিত চক্রান্ত' যে আগামীদিনেও ঘটতে পারে, তা নিয়েও নবান্ন থেকে সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরকন্যায় বৈঠকেও প্রসঙ্গ তোলেন মমতা। এদিন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকদের একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, উপযুক্ত পরিচয়পত্র ছাড়া এলাকায় কেউ সমীক্ষা করতে এলে বা কোনওরকম প্ররোচনামূলক প্রচার চালালে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক কোনও প্রচার এলাকায় হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ছে কি না, তা জানতে পুলিশকে আরও গভীর জনসংযোগ বাড়াতে হবে।

১২ বছরের উমঙ্গের কিডনি, চোখে প্রাণের আলো

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২২ মে : কতই বা বয়স, মাত্র ১২। এই সময়টুকুতেই অনেক কিছু করে ফেলতে চেয়েছিল উমঙ্গ। উমঙ্গ শব্দের অর্থ আনন্দ, উচ্ছলতা, উৎসাহ। সেসব কিছুর কোনও অভাব ছিল না তার মধ্যে। সেই সঙ্গে ছিল অসাধারণ প্রতিভা। তবু জীবনের পথে অনেক লড়াই করে ছোট অবস্থাতেই দাঁড়ি টানতে হল তাকে। কিন্তু যে ছেলের জন্য কিডনির সন্ধানে মা জ্যোতি গালাদা আকাশ-পাতাল খুঁজে বেরিয়েছেন, সেই ছেলেই মৃত্যুর পর লিভার ও চক্ষুদানের মাধ্যমে ৩ জনকে বাঁচার আলো দেখিয়ে গেল।

রাজস্থানের বাসিন্দা গালাদা পরিবার বহু বছর ধরেই কলকাতায় রয়েছেন সাউথ সিটিতে। ছেলে উমঙ্গকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল মা-বাবার চোখে। তার মিষ্টি ব্যবহারে সে যে সবাইকে মাত করে রাখত তাই নয়, তবলা বাজানো থেকে খেলাধুলো অথবা এআইএর সাহায্যে নানা মডেল বানানো সবকিছুতেই তাক লাগিয়ে দিত সে। কিন্তু হঠাৎই গালাদা পরিবারে নেমে এল ঘোর দুঃসময়। দেখা গেল ছোট্ট উমঙ্গের পায়ে ব্যথা হচ্ছে। শরীরে নানারকম র‍্যাশ বেরোচ্ছে, হুটহাট করে সর্দিকাশি হচ্ছে। ডাক্তার দেখে বললেন, ছেলে রক্তাল্পতায় ভুগছে। পরীক্ষা করাতেই চক্ষু চড়কগাছ। সাধারণভাবে মানব শরীরে ক্রিয়েটিনের স্বাভাবিক পরিমাণ ০.৬ থেকে ০.৮। উমঙ্গের রিপোর্টে লেখা রয়েছে ১১.৯। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরে ডায়ালিসিস করা যায় না। মা জ্যোতিকে ডাক্তারবাবুরা বললেন, কিডনি প্রতিস্থাপনই একমাত্র পথ। সাধারণভাবে বাবা-মায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সন্তানদের সঙ্গে খাপ খায় ভালো। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। বাবার রক্তের গ্রুপ মিললেও তাঁর কিডনির হাল তত মজবুত নয়। মায়ের কিডনির হাল ভালো হলেও রক্তের

গ্রুপ ছেলের সঙ্গে মিলছে না। চতুর্দিকে পাগলের মতো কিডনির সন্ধান করে বাবা-মা বুঝলেন টাকা থাকলে চিকিৎসা হয়তো করানো যায়, কিন্তু অঙ্গ পাওয়া যায় না। শেষে মা জ্যোতির কিডনি কোনওমতে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা হল। কলকাতার একবালপুরের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ১৫ মে এই জটিল অস্ত্রোপচার হল। কিন্তু পরের দিন ডাক্তারি পরিভাষায় 'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট' হয়ে 'ব্রেন ডেথ' হল ২০ মে উমঙ্গের।

উমঙ্গের মা জ্যোতির আক্ষেপ, 'আমাদের দেশে বয়স্কদের মধ্যে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার চল থাকলেও শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টি অবহেলা করি। আমরা যদি আগেভাগে পরীক্ষা করাতাম তাহলে হয়তো উমঙ্গকে বাঁচাতে পারতাম। সব বাবা-মাকে আমার অনুরোধ, বাচ্চাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অভ্যাস গড়ে তুলুন।' পরিবার সূত্রে জানা গেল, গত বছরই গোটা রাজ্যে নিজের গ্রুপে তবলায় প্রথম হয়েছে উমঙ্গ। খুব ভালো অভিনয় করত। অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রিতে একশোয় একশো পেত। অসুস্থতার জন্য বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই ল্যাপটপে এআইএর মাধ্যমে অ্যাপ বানাতে শুরু করেছিল উমঙ্গ। নানা বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল বানাতো ঘরে বসেই। ডায়ালিসিস চলাকালীন বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া বইয়ে গভীরভাবে ডুব দিত সে। জ্যোতি বললেন, 'মা বলে বলছি না, আমার ছেলে সত্যিই ভগবানদত্ত প্রতিভার অধিকারী। সেজন্য ওর অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিই। গ্রিন করিডর করে ওর লিভার মুম্বইতে নিয়ে গিয়ে একজনের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ওর চক্ষুদানে কলকাতার দু'জন পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে। আমার ছেলে থামতে জানত না। তাই আমরাও ওর পথই অনুসরণ করেছি। এযেন নব্য যুগের দধীচির কাহিনী।'

আইপ্যাক কর্মী পরিচয়ে প্রতারণা

নেতাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২২ মে : গত কয়েকদিন ধরে বুনিয়াদপুর ঘুরে বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার সঙ্গে দেখা করেছে তারা। ভুয়ো আইপ্যাক প্রতিনিধির পরিচয় দিয়ে নেতাদের কাছ থেকে দলীয় তথ্য আদায় করছে। পাশাপাশি দলীয় পদ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থও সংগ্রহ করছিল বলে অভিযোগ। বুধবার ফের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের দুই নেতাকে দেখা করার জন্য ডাকলে তাদের কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর অভিযোগের ভিত্তিতে বুনিয়াদপুরের এক লজ থেকে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা মুফতি মোহাম্মদ শরিফ খান (৩৬) ও তারিক আজিজ (৩১)। তারা চাঁচল থানার মহারাজনগর, কালিয়াচকের গোবিন্দগঞ্জের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার তাদের জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তবে ওই ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওই দুই তরুণ ঠিক কোথা থেকে পেল তৃণমূল নেতাদের নম্বর? এর পিছনে আরও বড় কোনও চক্র রয়েছে কি না তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে।

অভিযোগ

- ১৮ মে কুশমণ্ডিতে গিয়ে ওই দুই তরুণ তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের কাছে আইপ্যাক সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেয়
- দলীয় তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে
- তাদের দলীয় পদ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে বলে অভিযোগ
- বুধবার বুনিয়াদপুরের এক লজে দলের শ্রমিক সংগঠনের দুই নেতাকে ডাকলে কথাবার্তায় সন্দেহ হয়
- পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাদের

বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

এদিকে, এক সপ্তাহ আগেই আইপ্যাক থেকে এই নিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের সাবধান করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। তাঁর কথায়, 'কয়েকজন তরুণ আইপ্যাক প্রতিনিধির পরিচয় দিয়ে জেলায় ঘুরে আমাদের কর্মী ও নেতাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে বলে আমাদের বলা হয়েছিল। আমরা সমস্ত কর্মীদের এ বিষয়ে সজাগ করেছিলাম। ওই দুই তরুণ ভুয়ো পরিচয় দিয়ে অনৈতিক কাজ করছিল। খবর পেয়ে প্রশাসনের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে।'

গত ১৮ মে কুশমণ্ডিতে গিয়ে ওই দুই তরুণ তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের কাছে নিজেদের আইপ্যাক সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেয়। এরপর দলীয় তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। তাদের দলীয় পদ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে বলে অভিযোগ। পরদিন তারা ফের কুশমণ্ডির তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সহ সভাপতি রুহুল আমিনের সঙ্গে দেখা করে। ওই সংগঠনের সভাপতি প্রান্তিক সরকারকে সঙ্গে নিয়ে বুনিয়াদপুরের একটি লজে আসতে বলে। সেইমতো বুধবার দুজনে ওই তরুণদের সঙ্গে দেখা করতে যান। তবে তাদের কথাবার্তায় সন্দেহজনক মনে হলে প্রান্তিক আইপ্যাক সংস্থার প্রতিনিধি ও তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের কথামতো ওই তরুণদের সঠিক পরিচয় জানতে চান। চাপে পড়ে তারা স্বীকার করে যে, তারা ইন্ডিকা রিসার্চ কোম্পানির হয়ে কাজ করে। এমনকি, আইপ্যাক সংস্থার নাম করে দলীয় গোপন তথ্য সংগ্রহ ও টাকাপয়সা তোলার কাজে লিপ্ত ছিল। দুই নেতা ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাদের প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে সুভাষ ও আইপ্যাকের প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁদের নির্দেশে অভিযুক্ত দুই তরুণকে বংশীহারী পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অতীত ভুলে বেপরোয়া কারবার, পুলিশের জালে ১

চেঁচু মোড়ে ফের সক্রিয় কাটা তেলচক্র

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২২ মে : অবৈধ তেল ব্যবসা হোক বা অগ্নিকাণ্ড, মালদার চেঁচু মোড় যেন পরিচিত হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে এখানেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি অবৈধ তেলের গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই বিপর্যয়ের স্মৃতি এখনও দগদগে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে সেই একই এলাকায় ফের সক্রিয় হয়েছে একটি কাটা তেলচক্র। তবে এবার তারা পুলিশের কড়া নজর এড়াতে পারেনি। বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে মালদা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৫০ লিটার ডিজেল এবং ১৫০ লিটার পাম অয়েল। এই ঘটনায় পুরাতন মালদায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চেঁচু মোড়ে অভিযানে পুলিশ। - সংবাদচিত্র

মালদা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত স্বপন সাহার বাড়ি চেঁচু মোড় এলাকাতেই। অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ তেল মজুত এবং বিক্রির অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ফুলকুমার রাজবংশীর কথায়, 'আমাদের এলাকায় পুলিশের নজর এড়িয়ে তেল চুরি চলে, এটা সবাই জানে। তাও পুলিশি তৎপরতায় যে দুষ্কৃতী ধরা পড়েছে সেটা অবশ্যই ভালো। কিন্তু শুধু এই একটি গ্রেপ্তারিতেই সব শেষ হয়ে যাবে না। পুলিশের ধারাবাহিক নজরদারি থাকা দরকার। নইলে এধরনের অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ হবে না, বরং আরও বাড়বে।'

যদিও জেলার অ্যাডিশনাল এসপি (গ্রামীণ) আবু আলি বাক্কার বলেন, 'কাটা তেলচক্র নিয়ে তদন্ত চলছে। আমরা এবিষয়ে এখনই কিছু প্রকাশ্যে আনতে চাইছি না।'

চেঁচু মোড়ের গত বছরের অগ্নিকাণ্ড শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা ছিল না, এটি ছিল অবৈধ তেল ব্যবসার চরম পরিণাম। দাহ্য পদার্থের অবৈধ মজুত এবং অনিয়ন্ত্রিত কারবারের কারণেই সেবার আগুন ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে মালদা কোর্ট স্টেশন সংলগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার ভেতর থেকে প্রায় ১৫০০ লিটার তেল চুরির ঘটনা ঘটে। পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে সেই চোরাই তেল সুজাপুর গ্রাম থেকে বাজেয়াপ্ত করে। এছাড়াও অভিযোগ ওঠে, তেল সংস্থার বাইরে বালতিতে বা তেলের জারে চলতি গাড়ি থামিয়ে তেল চুরি হয়। একের পর এক এমন ঘটনার পর থেকেই মালদা পুলিশ এই কাটা তেলচক্রের ওপর নজর রাখছিল।

ঘটনাক্রম

- চেঁচু মোড়ে বুধবার রাতে অভিযান
- বাজেয়াপ্ত ৫০ লিটার ডিজেল এবং ১৫০ লিটার পাম অয়েল
- গ্রেপ্তার চক্রের সদস্য স্বপন সাহা
- আর কারা জড়িত, জানতে চলছে তদন্ত

সেইমতো গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে ওই অবৈধ গোডাউনে হানা দেয় তারা। অভিযানের সময়ই ধৃতকে হাতেনাতে ধরা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই চক্র চোরাপথে আসা ডিজেল এবং পাম অয়েল খোলাবাজারে বিক্রি করত। জ্বালানি থেকে ভোজ্য তেল চুরি করে ওই জায়গাতে রাখা হত।

এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তাদের খুঁজে বের করতে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পাশাপাশি বেআইনি তেল মজুত এবং এর থেকে সৃষ্ট বিপদ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে সমাজমাধ্যমেও প্রচার চালানো হচ্ছে।

পুরাতন মালদার এমন অবৈধ কার্যকলাপে মানুষজন রীতিমতো আতঙ্কিত। শুধু গ্রেপ্তার নয়, এই চক্রের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন পুরাতন মালদাবাসী।

টাঙনের ভাঙন পরিদর্শনে সেচ দপ্তর

বামনগোলা, ২২ মে : বামনগোলার জামডাঙ্গা এলাকায় টাঙনের ভাঙন কতটা, খতিয়ে দেখল সেচ দপ্তর। টাঙনের ভাঙন নিয়ে বৃহস্পতিবারই উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়েছে। আর এদিনই সেচ দপ্তরের একটি দল এলাকায় পৌঁছোয়। সেচ দপ্তরের প্রতিনিধি দলের কাছে ভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এলাকার মানুষ। মালদা জেলা সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার দীপক হাজারি বলেন, 'টাঙনের ভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শন করা হল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশ করা হবে। এরপরই দপ্তরের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' বর্ষা শুরু না হলেও গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জলস্ফীতি ঘটেছে টাঙনে। শুরু হয়েছে ভাঙন। ইতিমধ্যে কৃষিজমির বড় অংশ গ্রাস করেছে নদীটি। বসতভিটে নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার মানুষজন।

জামিন অধ্যাপকের

হেমতাবাদ, ২২ মে : স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে কাশিমপুর এলাকার বাসিন্দা এক অধ্যাপককে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জামিন পেয়ে গেলেন তিনি। ধৃতকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিলেন রায়গঞ্জ মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক। অভিযোগকারী বধূ একটি গ্রামীণ হাসপাতালে কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে কর্মরত। তাঁর অভিযোগ, পণ দিতে অস্বীকার করায় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর ওপর শারীরিক নিগ্রহ চালায়। এখন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য বিভাগে চিকিৎসা চলছে তাঁর। তিনি বলেন, 'মাত্র তিন মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়েতে ৯ লক্ষ টাকা পণ দেয় আমার পরিবার। এখন ওরা গাড়ি চাইছে। দিতে পারব না বলায় আমাকে মারধর করেছে।'

ট্যাংক থেকে পড়ে মৃত শ্রমিক

মালদা, ২২ মে : জলের ট্যাংকের কাজ করার সময় পড়ে গিয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হল। মৃত শ্রমিকের নাম আবেদ খান (৫৫)। বাড়ি কালিয়াচকের বাখরপুর এলাকায়। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মৃতের পরিবারের লোকজন পুলিশকে জানিয়েছে, বুধবার আবেদ একজন ঠিকাদারের অধীনে মানিকচকে পিএইচই-র জলের ট্যাংকের কাজ করতে যান। ট্যাংকের ওপরে উঠে কাজ করার সময় হঠাৎ ৫০-৬০ ফুট উচ্চতা থেকে নীচে পড়ে যান। সহকর্মীরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

প্রৌঢ়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু

কুমারগঞ্জ, ২২ মে : কুমারগঞ্জের ভোঁওরের মাঝিয়ান এলাকার বাসিন্দা এক প্রৌঢ়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম ধনেক টুডু (৫৫)। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পরিবার জানিয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, দিনতিনেক আগে ওই প্রৌঢ় কীটনাশক খেয়ে ফেলেন। পরিবারের তরফে প্রথমে তাঁকে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলেও অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বৃহস্পতিবার সেখানেই ওই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
রংবাহারি।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

কঠিন লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা কৌশিকের

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২২ মে : নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল আগেই। তাই চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সিপিএমের জেলা সম্মেলন হলেও, ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারায় নির্বাচিত করা যায়নি জেলা সম্পাদক। ফলে জেলা সম্মেলন পরবর্তী সময় রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে জেলা সম্পাদকের পদ সামলান বিদায়ি সম্পাদক অম্বর মিত্র। দীর্ঘ টালবাহানা শেষে বৃহস্পতিবার জেলা কমিটির সভা থেকে ওই পদে নির্বাচিত করা হল তরুণ নেতা কৌশিক মিশ্রকে। যদিও তিনি মালদার মানুষের কাছে সাহেব নামে পরিচিত। দলীয় সূত্রেই খবর, রাজ্য কমিটির হস্তক্ষেপে এদিন ভোটাভুটি এড়ানো গিয়েছে। দলের জেলা সদর দপ্তর মিহির দাস ভবনের বৈঠকে জেলা কমিটির ৫১ জন সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ছাড়াও শতরূপ ঘোষ ও সুমিত দে।

সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর কৌশিক বলেন, 'লড়াইটা অত্যন্ত কঠিন হলেও এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ, ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা। দুটি শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে আমাদের। একটি কেন্দ্রের সরকার, অপরটি রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল। বিজেপি ধর্ম নিয়ে যে রাজনীতি শুরু করেছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অপরদিকে তৃণমূলের হয়ে ময়দানে নেমেছে প্রশাসন। পাশাপাশি, আমাদের লড়াই সাধারণ মানুষের রুজিরুটির দাবি নিয়েও।' সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হননি দলের রাজ্য সম্পাদক সেলিম।

'২১-এর ভোটে রাজ্যে খাতা খুলতে পারেনি বামেরা। স্বাভাবিকভাবে জেলার ১২টি আসনের মধ্যে একটিতেও হাসতে পারেননি বাম প্রার্থীরা। ১২টির মধ্যে ৮টিতে তৃণমূল এবং বাকিগুলি দখল করে বিজেপি। এমন পরিস্থিতিতে গত লোকসভা নির্বাচনে জেলার দুটি আসনের মধ্যে কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বামেরা। তবে দক্ষিণ মালদা আসনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করে। ওই আসনে জেতেন কংগ্রেস প্রার্থী

ইশা খান চৌধুরী। লোকসভা ভোটের আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪৩টি জেলা পরিষদ আসনের একটিতেও জয়ী হতে পারেনি সিপিএম-কংগ্রেস জোট। ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে মাত্র ১টিতে জয়ী হয় জোট। ১৪৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে জোটপ্রার্থীরা দখল করে মাত্র ৭টি। শুধু তাই নয়, একসময় মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত বরিন্দ এলাকা গাজোল, হবিবপুর ও বামনগোলায় সিপিএমের আধিপত্য থাকলেও, খগেন মুর্মু বিজেপিতে চলে যাওয়ায় সেখানে ফুটেছে পদ্ম। মুখ ঘুরিয়েছেন মুসলিম ভোটাররাও। জেলার সংগঠনকে নতুনভাবে গড়ে তোলা যে নবনির্বাচিত জেলা সম্পাদকের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ, তা আর বলার অপেক্ষা থাকে না।

ছাতিনতোরে দুর্ভোগে কয়েকশো গ্রামবাসী

ভাঙল সাঁকো, তিন গ্রামে বন্ধ যোগাযোগ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২২ মে : চরম ভোগান্তির শিকার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের দিওর পঞ্চায়েতের ছাতিনতোর, পোড়াঝাড় ও উত্তরপাড়া গ্রামের কয়েকশো মানুষ। সেখানে আত্রেয়ী নদীর শাখা পার হয়ে, কলাবাড়ি যাওয়ার একমাত্র ভরসা ছিল একটি বাঁশের তৈরি সাঁকো। কিন্তু, দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে সেই অস্থায়ী সাঁকোটি ভেঙে পড়েছে। স্থানীয়রা পারাপার করতে না পারায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এই ৩টি গ্রামে কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বাঁশের তৈরি এই সাঁকোটি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ধরে রাখার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রতিদিন শতাধিক গ্রামবাসী এই সাঁকোর ওপর দিয়েই র‍্যাশন তুলতে যেতেন। সাপ্তাহিক হাটে যেতে কিংবা কৃষিকাজের জন্যও এই সাঁকোটির ব্যবহার হত। সাঁকোটি ভেঙে পড়ায় এখন তাঁদের ৫ কিলোমিটার ঘুরে বিকল্প পথ ধরতে হচ্ছে। যা তাঁদের পক্ষে সময় ও শ্রমসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় কৃষক রহমত আলি বলেন, 'সাঁকোটি ভেঙে যাওয়ায় আমরা এই গ্রাম থেকে ওই গ্রাম পারাপার করতে পারছি না। চাষের কাজে মাঝেমধ্যেই আমাদের এই গ্রাম থেকে ওই গ্রাম যেতে হয়। এই অবস্থায় চাষ করব কীভাবে? ৫ কিলোমিটার তো আর ঘুরে যাওয়া সম্ভব না! এবার তো নদীর শাখা পার করার জন্যে সাঁতার কেটে চাষবাসের কাজ করতে হবে!'

টানা বৃষ্টিতে ভেঙেছে কলাবাড়ি যাওয়ার সাঁকো। বৃহস্পতিবার।

স্থানীয় বাসিন্দা ইনজামাম উল হক বলেন, 'আমরা বহুবছর ধরে একটি পাকা সেতুর দাবি জানিয়ে আসছি। আগে এখানে একটি কাঠের সেতু ছিল। ২০১৭ সালের বন্যায় কাঠের সেতুটি ভেঙে যাওয়ার পর আমরা টাকা তুলে বাঁশের সাঁকোটি বানিয়েছিলাম। প্রশাসনকেও বারবার বিষয়টি জানিয়েছি। এমনকি, ২ মাস আগেও পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। এবার বৃষ্টিতে সেই সাঁকোও ভেঙে গেল।' দিওর পঞ্চায়েতের প্রধান খান মুর্মু বলেন, 'বিষয়টি জানি। আমাদের পক্ষে তো পাকা সেতু বানানো সম্ভব না। আমরা ওপরমহল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি।'

এই বিষয়ে কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানিয়েছেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

প্রতিবাদ মিছিল

কালিয়াচক, ২২ মে : রাজ্য সরকারের গড়িমসিতে ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে না কালিয়াচকের কালিকাপুর রেলগেটে। এই অভিযোগে বৃহস্পতিবার মোথাবাড়িতে একটি প্রতিবাদ মিছিল করে মালদা জেলা ছাত্র পরিষদ ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সদস্য সায়েম চৌধুরী, রাজ্য ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক আসিফ শেখ প্রমুখ।

জেলা পরিষদের সদস্য সায়েম চৌধুরী বলেন, 'কালিয়াচক রেলগেটের সমস্যা দীর্ঘদিনের। কালিকাপুর রেলগেটে ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস না থাকায় সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে।' তিনি জানান, প্রাক্তন সাংসদ আবু হাসেম খান কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ করিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকার সম্মতি না দেওয়ায় কাজটি হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। দ্রুত ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস তৈরির কাজ শুরু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দেন তিনি।

জলের দাবিতে পথ অবরোধ

তপন, ২২ মে : গরম পড়তেই তপন ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় তীব্র জলসংকট দেখা দিয়েছে। বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। তাই পানীয় জলের দাবিতে সেখানকার বাসিন্দারা বৃহস্পতিবার পথ অবরোধ করেন।

এদিন স্থানীয়রা তপন ব্লকের ৩ নম্বর হজরতপুর পঞ্চায়েতের ঢেলপির এলাকার তপন-গঙ্গারামপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধকারী নাঈম মিয়াঁ বলেন, 'এখানে নলকূপ দিয়ে জল বের হচ্ছে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে পথ অবরোধে নেমেছি।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় তপন থানার পুলিশ। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ঘটনাস্থলে প্রতিনিধিদল আসে। এরপর বিক্ষোভকারীদের ৪ জনপ্রতিনিধির সঙ্গে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা বৈঠক করেন। সমস্যা মেটার আশ্বাস পেলে অবরোধ ওঠে।

টুকরো খবর

জলসংকট

সামসী, ২২ মে : চাঁচল-২ ব্লকের পুরাতন খানপুরে শতাধিক পরিবার পানীয় জলের সংকট নিয়ে সরব হলেন। বুধবার দুপুরে পানীয় জলের দাবিতে তাঁরা রাস্তায় কলসি, বালতি রেখে বিক্ষোভ দেখান।

পুরাতন খানপুর গ্রামের বাসিন্দা এমাদুর রহমান জানালেন, খানপুর গ্রামে পিএইচই প্রকল্প রয়েছে। কিন্তু পুরাতন খানপুর গ্রামের একাধিক জায়গায় পাইপলাইন বিকল। তা মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। চাঁচল মহকুমার পিএইচই'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ বলেন, 'শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তৃণমূলের দখলে

বুনিয়াদপুর, ২২ মে : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আলো মহিলা কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি দখল করল তৃণমূল। পরিচালন কমিটির নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষদিন ছিল বৃহস্পতিবার। ৪৪টি আসনে একমাত্র তৃণমূলের প্রার্থীরা মনোনয়ন দাখিল করেন। ফলে নির্বাচন আর হচ্ছে না। ব্লক সমবায় পরিদর্শক ময়ূখ চক্রবর্তী বলেন, '৪৪টির অধিক মনোনয়ন জমা না পড়ায় নির্বাচন হচ্ছে না। ওই ৪৪ জনকে নিয়ে পরিচালন কমিটি গঠিত হবে।'

মৃত মৎস্যজীবী

মালদা, ২২ মে : পুকুরে জল দেওয়ার জন্য মোটর চালাতে গিয়ে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম রাম মণ্ডল (৫০)। বাড়ি মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাগরদিঘি এলাকায়। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের মহদিপুর এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জয়সলমেরের বেলুনওয়ালারা হরিশ্চন্দ্রপুরে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২২ মে : সত্যজিৎ রায় ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনীর 'সোনার কেল্লা' চলচ্চিত্রায়ন করেছিলেন রাজস্থানের জয়সলমেরের পটভূমিকায়। সেখানে কিন্তু বাস্তবে রয়েছে সোনার কেল্লা। তবে সেই কেল্লাটি কিন্তু সোনা দিয়ে তৈরি নয়। লাইমস্টোন দিয়ে তৈরি। কিন্তু কেল্লাটিকে দূর থেকে মনে হবে সোনার তৈরি। আর এই সোনার কেল্লার দেশ জয়সলমের থেকে প্রতিবছর গ্রীষ্মে বাংলায় পোকেমন বেলুন বিক্রি করতে আসেন সেখানকার কিছু বাসিন্দা।

এই বেলুনওয়ালারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বেলুন বিক্রি করেন। শুধু নিজেরাই আসেন, এমনটা কিন্তু নয়। সঙ্গে তাঁদের পরিবারও চলে আসে সুদূর রাজস্থান থেকে। গরম পড়ার আগেই তাঁরা বাংলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরেও ছড়িয়ে পড়েন। হাতে বাঁশে বাঁধা প্লাস্টিকের বেলুনের বোঝা। বাংলার অন্য প্রান্তের মতো হরিশ্চন্দ্রপুরে পৌঁছে গিয়েছেন বেলুনওয়ালারা। ঘুরতে শুরু করেছেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাড়া।

বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সামনে হাটখোলা দুর্গা মন্দিরের সামনে দেখা হয়ে গেলে এরকমই এক বেলুনওয়ালা অযোধ্যাপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে। অযোধ্যার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁর বাড়ি জয়সলমের শহরে। সোনার কেল্লা দুর্গের পাশেই তাঁর বাড়ি। বছরের অন্য সময় পর্যটকদের কাছে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে সংসার চলে তাঁর। কিন্তু গরম পড়তেই বাংলায় চলে আসেন। অযোধ্যার কথায়, 'দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে প্রায় জগদ্ধাত্রী, ছটপুজো পর্যন্ত বাংলায় থাকি। বিভিন্ন মেলা ও গ্রামে গ্রামে বেলুন বিক্রি করি। তারপর আবার দেশে ফিরে যাই।'

রাজস্থানের বেলুনওয়ালারা হরিশ্চন্দ্রপুরে বেলুন বিক্রি করছেন। সঙ্গে রয়েছে পরিবার।

আরেক বেলুনওয়ালা রাজেন্দ্র কুমার জানালেন, প্রতি বছর জয়সলমের থেকে পরিবার নিয়ে আসেন। জয়সলমেরের দুর্গ নিয়ে বাংলা সিনেমা তৈরি হয়েছে। যখন ওখানে ফিল্মের কাজ হয় তখন তিনি অনেক ছোট ছিলেন। তবে কিছু স্মৃতি মনে আছে। বিভিন্ন মেলা ও গ্রামে ঘুরে বেলুন বিক্রি করেন। যা রোজগার হয়, তা দিয়ে তাঁর পেট চলে যায়।

এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক রফিকুল আলমের প্রতিক্রিয়া, 'প্রতি বছর হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েক হাজার মানুষ কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকেও বিভিন্ন পেশার মানুষ বাংলার নানা প্রান্তে পেটের টানে আসছেন। যার জলজ্যান্ত প্রমাণ রাজস্থানের বেলুন বিক্রেতারা। প্রকৃতপক্ষে গোটা দেশ জুড়ে চলছে কর্মসংকট।'

ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা বলতে গিয়ে লেখক আবদুল ওয়াহাব বললেন, 'শুধু বাংলাকেই গোটা দেশের পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের রাজ্য বলা হয়। কিন্তু কথাটা অনেক ক্ষেত্রে ভুল। কাজের খোঁজে বাংলার মানুষ যেমন অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন। অন্য রাজ্য থেকেও মানুষ এই রাজ্যে আসছেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিখ্যাত মাখনা প্রক্রিয়াকরণের জন্য আমাদেরকে পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দাদের উপরে ভরসা করতে হয়।' তাঁর আরও সংযোজন, প্রতি বছর প্রায় কুড়ি হাজার লোকের কর্মসংস্থান তৈরি করছে হরিশ্চন্দ্রপুর।

নেই কেন সেই পাখি

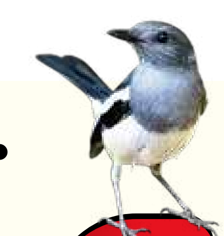

বর্তমান প্রজন্মের অনেকে দোয়েল, ঘুঘু, টুনটুনি, কাঠঠোকরা, ডাহুক, বাবুই, মাছরাঙা, প্যাঁচা সহ অনেক পাখির সঙ্গেই পরিচিত নয়। এসব পাখির ডাকও তারা কোনওদিন শোনেনি। অথচ একটা সময় সকালে বাবুই, চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শব্দে ঘুম ভাঙত শহরবাসীর। জীববৈচিত্র্য দিবসে বালুরঘাটের হারিয়ে যাওয়া পাখি, মাছ আর গাছে চোখ রাখলেন **পঙ্কজ মহন্ত**।

বালুরঘাট, ২২ মে : শহর নয়, গ্রামগঞ্জের মানুষেরও আর বৌ-কথা-কও পাখির ডাক শুনে ঘুম ভাঙে না। কোকিলের সুমধুর ডাকে আর পাগল হন না গ্রাম বাংলার মানুষ। এসব এখন অতীত। বাংলার পাখি আজ শুধু গানেই সীমাবদ্ধ। শহরের পাশাপাশি গ্রাম থেকেও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে দেশি পাখি।

বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবসে বালুরঘাটে সমীক্ষামূলক আলোচনায় সামনে এল পাখি সহ জীবজগৎ সম্পর্কে ভয়ংকর তথ্য। আলোচনায় পরিবেশপ্রেমীদের পাশাপাশি ছিলেন প্রবীণ নাগরিকরাও। আলোচনায় উঠে এসেছে শহর থেকে বাবুই পাখি ও শকুনের হারিয়ে যাওয়ার কথা। শুধু পাখি নয়, গাছ আর মাছও তার সঙ্গে শহরে এখন প্রায় অমিল হয়ে উঠছে। মাদার, আতা ও বাবলার মতো গ্রাম বাংলার একাধিক গাছ আর দেখা যাচ্ছে না। এমনকি আত্রেয়ী নদীতেও আর রিঠা ও বাঘা মাছেরও দেখা মেলে না।

এই আলোচনার উদ্যোক্তা ছিল পরিবেশপ্রেমী সংস্থা দিশারি সংকল্প। নাম দেওয়া হয়েছিল জীববৈচিত্র্য আড্ডা। বালুঘাটের হারিয়ে যাওয়া পাখি, মাছ ও গাছ নিয়ে এদিন মৃণাল চক্রবর্তী, দুর্গাশংকর সাহা, ভক্তগোপাল ভট্টাচার্যের মতো প্রবীণ নাগরিকরা তথ্য দিয়ে আলোচনা করেন। শহরের তাল গাছে একসময় দেখা মিলত বাবুই পাখির ও তাদের নিপুণ কারিগরি কলায় তৈরি শৈল্পিক বাসার। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মাঠে দেখা যেত প্রচুর শকুন। আলোচনায় শকুনের হারিয়ে যাওয়ার পেছনে ডাইক্লোফেনাকের কথা উঠে এসেছে। যা মূলত গোরুর খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। শকুনের অভাবে প্রাণীদের মরদেহ পরিষ্কার হয় না। মোবাইল নেটওয়ার্কের রেডিয়েশনের কারণে বিলুপ্তির পথে বাবুই ও চড়ুই পাখি। এছাড়া পাখি কমে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বনজঙ্গল নিধন ও পাখি শিকার এর জন্য দায়ী। ফলে ফসলের জমি থেকে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ আর ধ্বংস হচ্ছে না।

বালুরঘাটে একসময় প্রচুর গাব, মাদার, জিগা, আতা, বাবলা গাছ দেখা যেত। দেখা যেত বনবাঁশ বা বেড়িবাঁশ। চেকেন্দা, শিসল, ঝিটকিনি, অ্যালানের মতো ছোট ছোট গাছ। এগুলো থেকে শাক, ফুলের মধু পাওয়া যেত। বালুরঘাটেই বিলের ধারে একধরনের ঘাস দেখা যেত। যার নীচের দিকে মাটির তলায় থাকত কেশর জাতীয় ফল। খেতে মিষ্টি। শহর ঘুরলে এখন কিছুরই দেখা মেলে না। আত্রেয়ী নদীতে দেখা মিলত বাঘা মাছের। শুশুক মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলত। জলে ডুব দিয়ে আবার উঠত।

কিন্তু কেন হারিয়ে যাচ্ছে এসব? কেউ বললেন, নির্বিচারে গাছ কাটা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা। কারও মতে, আগাছা নাশ। কারও কথায়, আমরা ভুলে যাচ্ছি প্রকৃতির কথা, কীটনাশক অতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে। যার জেরে জীববৈচিত্রের বসবাসযোগ্য পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের ভারসাম্য। পরিবেশ তাই বিপদে পড়ছে।

কীভাবে জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার সম্ভব? প্রকৃতির অন্য সন্তানদের জন্য বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরির কথা আলোচনা হয়েছে এদিন। সমাধানের পথে হাঁটতে প্রচুর পরিমাণে দেশি ফুল ও ফলের গাছ লাগানো, নদী ও জলাভূমি ভালো রাখা প্রয়োজন। বালুরঘাট বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টারে এসব উঠে আসবে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

বালুরঘাটের দীর্ঘদিনের নাগরিকরা বলে উঠলেন, বালুরঘাটে ছিল জীববৈচিত্র্যের সম্ভার। কিন্তু পরিকল্পনা ও সচেতনতার অভাবে তা ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। এই নিয়ে নতুন প্রজন্মকে সচেষ্ট হতে হবে।

পরিবেশপ্রেমী তুহিন শুভ্র মণ্ডল বলেন, 'বালুরঘাট বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টার তৈরি করছি। প্রথম পর্বে আমরা এই জীববৈচিত্র্য সমীক্ষার আড্ডা করলাম। বালুরঘাটে দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের কাছ থেকে অনেক গাছ, মাছ, পাখির কথা জানা গিয়েছে। যেগুলো এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না।'

গাছ আর মাছও

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভারসাম্য রক্ষায় পাখির ভূমিকা অনস্বীকার্য

খেতে কীটনাশকের ব্যবহার ও জনসংখ্যার চাপে বন-জঙ্গল নিধনে পাখি কমছে

শহরের পাশাপাশি গ্রাম থেকেও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে দেশি পাখি

শুধু পাখি নয়, গাছ আর মাছও তার সঙ্গে শহরে এখন প্রায় অমিল হয়ে উঠছে

মাদার, আতা ও বাবলার মতো গ্রাম বাংলার একাধিক গাছ আর দেখা যাচ্ছে না

আত্রেয়ী নদীতে রিঠা ও বাঘা মাছেরও আর দেখা মেলে না

কী পদক্ষেপ

সমাধানে প্রচুর পরিমাণে দেশি ফুল ও ফলের গাছ লাগানোর ভাবনা

নদী ও জলাভূমি ভালো রাখতে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে প্রচার

জলকেলি।। *মালদা শহরের আমবাজার সংলগ্ন পুকুরে ছবিটি তুলেছেন হরষিত সিংহ।*

ড্রোন রুখতে আসরে পুলিশ

অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে রিলস-শুটিং

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২২ মে : বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, কৃষিক্ষেত্র, নদীর গতিবিধি, রাজ্য কিংবা দেশের সীমানা নির্ধারণ, ক্রীড়াক্ষেত্র, এমনকি বিয়েবাড়িতেও যথেচ্ছভাবে ড্রোনের ব্যবহার চলছে। মালদার মতো ছোট শহরের আকাশেও পুজো কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে উড়তে দেখা যাচ্ছে একাধিক ড্রোন। বুধবারই কলকাতার অন্তত ১০টি জায়গায় আকাশে ড্রোনের দেখা মিলেছে। সেই জায়গাগুলি আবার হাই অ্যালার্ট জোনের মধ্যে পড়ে। পুলিশের তরফে বিষয়টি সেনাবাহিনীকেও জানানো হয়েছে। বুধবার রাতেই গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দিরের ওপর ড্রোনের গতিবিধি নজরে এসেছে। বিষয়টি চিন্তায় ফেলেছে প্রশাসনকে। জানা যাচ্ছে, লালবাজারের তরফে এখন থেকে গোটা রাজ্যে ড্রোন ওড়ানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ হতে চলেছে। খুব দ্রুত সেই নির্দেশিকা জেলায় জেলায় চলে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব স্পষ্ট বলেছেন, 'অনেকেই জানেন না, ড্রোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। ড্রোন কোথায় ব্যবহার করা যাবে, কোথায় যাবে না তা নিয়েও একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। কিছু এলাকায় পুরোপুরি নিষিদ্ধ, আবার কিছু এলাকায় অনুমতি নিয়ে ড্রোন ব্যবহার করতে হয়। যাঁরা ড্রোন ব্যবহার করেন বা ভাড়া দেন, তাঁদের আমরা নিয়মগুলি জানিয়ে দেব।'

পুলিশ সুপার আরও বলেন, 'আমরা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি, ড্রোন ব্যবহারের আগে পুলিশের কাছে অনুমতি নিতে হবে। সমস্তরকম গাইডলাইন মেনে চলতে হবে, যাতে কোনও গুজব না ছড়ায়।'

সতর্কতা

- ঘণ্টা প্রতি ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ড্রোন ভাড়া
- অথচ মালদা শহর থেকে মাত্র সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ সীমান্ত
- ড্রোন দিয়ে বিয়েবাড়ির ভিডিও শুট ও রিলস তৈরি
- ড্রোন ব্যবহারের আগে পুলিশের কাছে অনুমতি নিতে হবে

হাজারো বছর আগে গুরু দ্রোণাচার্যের শিক্ষায় ধনুর্ধর হয়েছিলেন মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন। তখন দ্রোণ নামটাই অস্ত্রবিদ্যায় ছিল যথেষ্ট। যে কারণে শুধুমাত্র গুরু দ্রোণের মূর্তি গড়ে তির ছোড়ার অভ্যাস শক্তিশালী তিরন্দাজ করে তুলেছিল একলব্যকে। এভাবেই দ্রোণ হয়ে ওঠেন অস্ত্রবিদ্যার প্রতীক। আর এই বিজ্ঞানের যুগে কোনও যুদ্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ড্রোন। মানবহীন এই উড়ান যানে ভরে দেওয়া হয় বিস্ফোরক। যা শত্রুর ঘাঁটিতে আছড়ে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আবহেও ড্রোনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

এতদিন মালদার ক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহারে কোনও নজরদারি ছিল না। মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড় থেকে রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, আবার সুকান্ত মোড় থেকে রূপকথা সিনেমা হল পর্যন্ত হাঁটলেই ড্রোন ভাড়া দেওয়ার বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখা যাবে। এমনই এক ব্যবসায়ী জানালেন, এই মুহূর্তে মালদায় ঘণ্টা প্রতি ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ড্রোন ভাড়া পাওয়া যায়। অথচ মালদা শহর থেকে মাত্র সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ সীমান্ত। তাই কেন এতদিন ড্রোন ব্যবহারে পুলিশের নজরদারি ছিল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জন্মদিন পালন

বালুরঘাট, ২২ মে : বৃহস্পতিবার বালুরঘাট পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির তরফে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন পালন করা হল। উপস্থিত ছিলেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও এমসিআইসি মহেশ পারখ এবং ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মুনমুন দত্ত। স্থানীয় বাসিন্দারাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এদিন রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত সকলে। পাশাপাশি তাঁর অবদানকে স্মরণ করে বক্তারা নারীশিক্ষার প্রসার, সতীদাহ প্রথা রদ সহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের কথা তুলে ধরেন।

রক্তদানে উৎসাহ

বালুরঘাট, ২২ মে : রক্তসংকট দূর করতে রক্তদানে এগিয়ে আসা দরকার সকলের। রক্তদান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে আতঙ্ক দূর করতেই একদিনের একটি সার্টিফিকেট কোর্স হল বালুরঘাটের একটি বেসরকারি বিএড কলেজে। দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই সার্টিফিকেট কোর্স হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক দুলাল বর্মন সহ অন্যরা।

মানবিক পুলিশ

গঙ্গারামপুর, ২২ মে : শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাই নয়, পুলিশের মানবিক মুখ মুগ্ধ করল সবাইকে। আহত ষাঁড় ও গোরুকে উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। বুধবার রাতে গঙ্গারামপুর থানার কেশবপুর ও কলেজ রেলগেট এলাকায় যথাক্রমে একটি ষাঁড় ও একটি গোরু আহত হয়ে পড়ে ছিল। সেই খবর পায় পুলিশ। এরপর আহত ষাঁড় ও গোরুকে উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশের এই ভূমিকায় খুশি স্থানীয়রাও।

নতুন কমিটি

রায়গঞ্জ, ২২ মে : তৃণমূল প্রভাবিত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নতুন জেলা কমিটি তৈরি হল উত্তর দিনাজপুর জেলায়। নতুন কমিটিতে জেলা সভাপতি হিসেবে সুবীর মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন পীতাম্বর হুই ও সহ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন সুব্রত চক্রবর্তী। এছাড়াও জেলা কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নবীনকুমার দাসকে।

ভবঘুরেদের ভবন নির্মাণ থমকে

কালিয়াগঞ্জ, ২২ মে : ভবঘুরেদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে ভবন নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। তবে কালিয়াগঞ্জে সেই ভবঘুরেদের জন্য সরকারি ভবন নির্মাণে জটিলতা দেখা দিল। বর্তমানে সেই কাজ বন্ধ রয়েছে। এছাড়া গত ছয় মাস ধরে একটুও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। ওই ভবন তৈরির তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট বিভাগের। দপ্তরের দাবি, বিল্ডিং নির্মাণে সরকারি অর্থ প্রদানে প্রতিকূলতার জেরেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা কাজ বন্ধ রেখেছে। মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অসীম মণ্ডল এবিষয়ে বলেন, '২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কালিয়াগঞ্জে ওই ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। নির্মাণকাজ শেষ করতে এক বছর সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। কাজ শেষ হয়নি। ঠিকাদারি সংস্থাটিকে শোকজও করা হয়েছিল। অর্থের অভাবেই কাজ শেষ করতে পারেনি বলে জানিয়েছে।'

অন্যদিকে, ৫৫ শতাংশ নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৫ শতাংশ সরকারি অর্থ হাতে পেয়েছে ঠিকাদারি সংস্থাটি। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কালিয়াগঞ্জ শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতাল মোড় এলাকায় ৫০ বেডের ওই ভবনটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। রাজ্য সরকারের শেলটার ফর আরবান হোমলেস প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনতলা ভবন নির্মাণের কথা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়েই আশ্রয়হীনদের জন্য ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

অর্ধনির্মিত বাসস্থান। ছবি : অনির্বাণ চক্রবর্তী

তবে এমইডি জানাচ্ছে, শুধুমাত্র কালিয়াগঞ্জে নয়, গোটা রাজ্যজুড়েই এই ছবি দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদান বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই আশ্রয়হীনদের ভবন নির্মাণের কাজ থমকে রয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ফের কবে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে? উত্তর নেই কালিয়াগঞ্জ পুর কর্তৃপক্ষের কাছেও। কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'বসবাসের পাশাপাশি ভবনে লিফট সহ বিল্ডিং-এর সামনে সৌন্দর্যায়ন, আশ্রয়হীন বসবাসকারীদের জন্য চিকিৎসা, সুষম আহারের ব্যবস্থা থাকবে। তবে অর্থবরাদ্দ না হওয়ায় কাজ থমকে গিয়েছে। আমরাও সম্পূর্ণভাবে এবিষয়ে কোনও নির্দেশিকা পাইনি।' অন্যদিকে, কলকাতা সুডা-র এক আধিকারিকের কথায়, 'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কথা বলবেন।'

পথ অবরোধ

রায়গঞ্জ, ২২ মে : রাস্তায় জমছে রায়গঞ্জ মেডিকেলের আবর্জনাযুক্ত জল। দুর্গন্ধে নাভিশ্বাস অবস্থা বাসিন্দাদের। দিনের পর দিন এভাবেই চলে আসছে। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দুপুরে রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়ায় পথ অবরোধ করেন সেখানকার মহিলারা। আর এই বিক্ষোভের জেরে চরম সমস্যায় পড়েন সাধারণ পথচারী থেকে রোগীরা। আটকে দেওয়া হয় একাধিক রোগী ও রোগীর পরিবারকে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রায়গঞ্জ মেডিকেলের নোংরা জলে রাস্তা ভরে যাচ্ছে। দুর্গন্ধের পাশাপাশি বাড়ছে মশার উপদ্রব। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সমস্যা মেটেনি। অগত্যা রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে বলে তাঁদের দাবি। তবে আন্দোলনের নামে রোগীদের এইভাবে হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। ইকবাল মণি নামে এক প্রসূতির আত্মীয় বলেন, 'নিরুপায় হয়ে হেঁটে রাস্তা পার করতে হয়েছে প্রসূতিকে। কোনও কথাই আন্দোলনকারীরা শোনেননি।' বয়স্ক রোগীরাও একই অভিযোগ করেছেন।

আন্দোলনকারীদের পক্ষে সম্পা দাস বলেন, 'রোগীদের সমস্যা হচ্ছে বটে, কিন্তু আর কোনও উপায় ছিল না।' রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি প্রিয়ংকর রায় বলেন, 'মেডিকেলের জল পুরসভার নিকাশিনালায় পড়ে। জল কেন উপচে পড়ছে সেটা পুরসভাই ভালো বলতে পারবে। যদিও, আমাদের বিকল্প সমাধানের কথা বলা হয়েছে। আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা বিষয়টি দেখছেন।'

ধর্ষণের 'হুমকি'

রায়গঞ্জ, ২২ মে : এক মহিলা নিরাপত্তারক্ষীকে ধর্ষণ করিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধে। এই মর্মে উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিসার অমিত কুমার মণ্ডল বলেন, 'সিকিউরিটি এজেন্সির তরফে দেওয়া আবেদনের কপি পেয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত করবে।'

অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে প্রায় ১০ মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী তথা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির জেলা সভাপতি তপন নাগকে সাসপেন্ড করে কর্তৃপক্ষ। তদন্ত কমিটিও গঠন করে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তও শুরু করা হয়। গত ১৪ মে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে শুনানির জন্য হাজির হয়েছিলেন তপন। শুনানি শেষে তপন নাগ ও তাঁর অনুগামী দুই ওই মহিলা নিরাপত্তারক্ষীকে ধর্ষণ করানোর হুমকি দেন বলে অভিযোগ। মহিলা নিরাপত্তারক্ষী বলেন, 'ওইদিন কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় তপনবাবুর দুই সঙ্গী আমাকে দেখিয়ে মন্তব্য করেন, এই মহিলা যদি সাক্ষী দিয়ে দেয় তাহলে কী হবে! তখনই তপনবাবু ও তাঁর দুই সঙ্গী আমাকে রাস্তায় রেপ করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন।' তপন এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

পুলিশের দ্বারস্থ

বালুরঘাট, ২২ মে : সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশাত্মবোধক কথা পোস্ট করায় হুমকির মুখে পড়লেন বালুরঘাটের এক গৃহশিক্ষক। অবশেষে বৃহস্পতিবার সাইবার ক্রাইমের দ্বারস্থ হলেন বালুরঘাটের বিশ্বাসপাড়ার বাসিন্দা পেশায় গৃহশিক্ষক সৌরভ রায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসেজের মাধ্যমে তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও মারধরের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সৌরভকে আক্রমণ করেন ওই অভিযুক্ত। যদিও সৌরভ জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না। লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তাঁর শাস্তির দাবি তুলেছেন তিনি।

বচসা

বালুরঘাট, ২২ মে : বৃহস্পতিবার সকালে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বালুরঘাট পুরসভার আবর্জনা ফেলার গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারে একটি টোটো। ঘটনায় টোটোর সামনের অংশ বেঁকে গিয়ে কাচ ভেঙে যায়। এ নিয়ে বচসা বাধে গাড়িচালক ও টোটোচালকের মধ্যে। বিষয়টি নজরে আসতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বালুরঘাট সদর ট্রাফিকের পুলিশকর্মীরা। বচসার জন্য কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশের উদ্যোগে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

স্মারকলিপি

বালুরঘাট, ২২ মে : ছয় দফা দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে বালুরঘাটে জেলা স্কুল পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) কাছে একটি স্মারকলিপি দিল আদিবাসী সমাজ শিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সংস্থা 'আসেকা।' দাবি পূরণ না হলে আগামীতে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন বলে জেলা সম্পাদক মদন মুর্মু জানিয়েছেন।

রেললাইন পারাপার রুখতে গার্ডওয়াল তৈরি

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২২ মে : রেললাইনে ঝুঁকির পারাপার রুখতে গার্ডওয়াল তৈরির কাজ শুরু করল রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। মালঞ্চপল্লি রেলগেট থেকে মালদা টাউন স্টেশন পর্যন্ত রেলপথ গার্ডওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হবে। আপাতত রথবাড়ি আন্ডারপাস থেকে মালদা টাউন স্টেশন পর্যন্ত রেললাইনের দু'ধারে গার্ডওয়াল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

মালদা রেল প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে শহরজুড়ে। অনেকে ওই সিদ্ধান্তকে প্রশংসা করছেন আবার অনেকে ভোগান্তি হিসেবে দেখছেন।

শহরের এক নম্বর গভঃ কলোনি এলাকার বাসিন্দা মনোজ ভকত বললেন, 'রেললাইনের ওপারে থাকা মানুষদের অনেকে বাইপাস দিয়ে ঘুরে এদিকে আসতে চান না। ঝুঁকি নিয়ে রেললাইনের ওপর দিয়ে আসতে গিয়ে দুর্ঘটনা হয়ে থাকে। তাই গার্ডওয়াল দেওয়ার সিদ্ধান্ত একদম সঠিক।'

আবার শহরের বুড়াবুড়িতলা এলাকার বাসিন্দা বুবাই প্রামাণিক বলেন, 'গার্ডওয়াল দেওয়ায় আমাদের ভোগান্তি বাড়ল। আমাদের রেললাইনের ওপারে যেতে হলে কৃষ্ণপল্লি সাবওয়ে অথবা রথবাড়ি আন্ডারপাস দিয়ে যেতে হবে।'

মালঞ্চপল্লি থেকে রথবাড়ি আন্ডারপাস পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে ৮ থেকে ১০ জন রেলে কাটা পরে। অনেক সময় সিগন্যালের জন্য স্টেশনে ঢোকার আগে ট্রেনগুলিকে ওই জায়গায় আটকে রাখা হয়। এতে রেলযাত্রীরা স্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার সময় বাঁচাতে সেখানে নেমে শহরে চলে যান। এতে অনেক সময় পাশের রাস্তা দিয়ে আসা ট্রেনে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হয়। এছাড়াও আত্মহত্যার ঘটনা তো রয়েছে।

রেলের উদ্যোগে বসবে গার্ডওয়াল।

রেলের সিদ্ধান্ত

- ঝুঁকির পারাপার রুখতে গার্ডওয়াল তৈরির সিদ্ধান্ত রেলের
- মালঞ্চপল্লি রেলগেট থেকে মালদা টাউন স্টেশন পর্যন্ত গার্ডওয়ালের সিদ্ধান্ত
- আপাতত রথবাড়ি আন্ডারপাস থেকে কাজ শুরু হয়েছে
- রেল প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শহরবাসীর

এসব নিয়ে রেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। তাই চলতি বছরের শুরুতে শহরের ওই জায়গায় গার্ডওয়াল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মালদা রেল ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। ফলে কোনও মানুষ ওই জায়গায় ট্রেন থেকে নেমে শহরে যাওয়া বা রেললাইন পারাপার করতে পারবে না।

মালদা ডিআরএম মণীশ গুপ্তা বলেন, 'বিপজ্জনকভাবে রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে অনেকের মৃত্যু হয়। বারংবার সচেতনতার বার্তা দেওয়া সত্ত্বেও কেউই পারাপারের জন্য আন্ডারপাস বা রেলের ক্রসিং গেট ব্যবহার করেন না। তাই এসব রুখতে আমরা রেললাইনের দু'ধারে গার্ডওয়াল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

দুর্ভিক্ষের অভিশাপ

অবরুদ্ধ গাজায় মানুষকে দীর্ঘদিন অভুক্ত রেখে তিলেতিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে যুদ্ধজয়ের কৌশল বেছে নিয়েছে ইজরায়েল। হামাসের সঙ্গে দু'মাসের যুদ্ধবিরতি শেষ হতেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গাজা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। হালে ইজরায়েলের অভিযানের তীব্রতা আরও বেড়েছে। বিধ্বংসী আক্রমণে ধূলিসাৎ একের পর এক হাসপাতাল, স্কুল। গত কুড়ি মাসে গাজায় ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় ও বোমাবর্ষণে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩০০০।

একদিকে অভিযান চালাচ্ছে, অন্যদিকে গাজায় ত্রাণ পৌঁছানোর সবক'টি রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ইজরায়েল। ত্রাণবাহী ট্রাক ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না। ইজরায়েলি বাধায় রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ পড়ে থাকছে গাজার বাইরে। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকেই গাজায় ইজরায়েল সৃষ্ট এই খাদ্যসংকট চলছে। গত জানুয়ারিতে প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি হলে অন্তত কিছুদিনের জন্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল।

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ফুরোনো মাত্র গাজায় তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর। তেল আভিভের যুক্তি, হামাস আটক করা ইজরায়েলের বন্দিদের ছাড়ছে না বলেই এই সামরিক অভিযান। হামাস কিন্তু ইজরায়েলের এই দাবি অস্বীকার করেছে। দু'পক্ষের এই দাবি-পালটা দাবির মধ্যে গাজায় খাদ্যসংকট চরমে পৌঁছেছে।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য নিরাপত্তা মূল্যায়ন বিষয়ক সংস্থার (আইপিসি) সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, গাজার ২১ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে পাঁচ লক্ষই অনাহারে ধুঁকছেন। বাকিরা ভুগছেন তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায়। কার্যত দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি। অকল্পনীয় শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতার দিন কাটছে। মানুষের মাথার ওপরে ছাদ নেই, খোলা আকাশের নীচে অগণিত পরিবার। ত্রাণ পৌঁছাচ্ছে না, অভুক্ত অবস্থায় রয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। বহু জায়গায় পানীয় জলটুকু পর্যন্ত নেই।

কোথাও সামান্য ত্রাণ বিলি হলে কাতারে কাতারে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন বুভুক্ষু মানুষ। সবথেকে দুরবস্থা অন্তঃসত্ত্বা এবং দুধের শিশুদের। অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে মৃত্যুর দোরগোড়ায় তাঁরা। একদিকে চরম অপুষ্টি, অন্যদিকে প্রোটিন নেই, ভিটামিন নেই। এভাবে প্রতিদিন কত শিশু, কত মহিলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন, তার হিসেব নেই। গাজার নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আহমেদ আল-ফাররা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, 'এতদিন পাঠ্যপুস্তকে যা পড়েছি, এখন সেসব দেখছি চোখের সামনে।'

তাঁর কথায়, 'উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে অপারেশন টেবিলেই মারা যাচ্ছে রোগী। উত্তর গাজায় একটাও সরকারি হাসপাতাল আস্ত নেই। যদি কারও বুকে ব্যথা শুরু হয়, তাহলে তাঁকে বাঁচানোর উপায়ই নেই।' ইজরায়েলের হিসেব খুব পরিষ্কার, প্রতিদিন শয়ে-শয়ে শিশুনিধন হলে ভবিষ্যতে কোনও প্যালেস্তিনীয় পরিবারে কেউ জঙ্গি হবে না। হামাস বলে আর কিছু থাকবে না।

ইজরায়েলের নৃশংস, অমানবিক ভূমিকার নিন্দা করেছে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও কানাডা। এই তিন দেশ গাজায় ত্রাণ পাঠানোর কথা ভাবছে। ইজরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য বৈঠক স্থগিত রেখেছে ব্রিটেন। কিন্তু একটা দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, একটা জাতি নির্মূল হয়ে যাচ্ছে, তবুও যেন নীরব দর্শক বাকি বিশ্ব। যুদ্ধবিরোধী মিছিল, প্রতিবাদ সভা কোথাও যে হচ্ছে না, তা নয়। বহু দেশের বহু শহরে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' স্লোগান দিয়ে মিটিং-মিছিল হচ্ছে। কিন্তু আমেরিকা এবং ইজরায়েলের দাদাগিরির সামনে বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্র যেন নেহাতই লিলিপুট।

নেতানিয়াহুর দাবি, গাজায় সামরিক অভিযান থেকে শুরু করে তাঁরা যা যা করছেন, তার সবই আমেরিকার সম্মতি নিয়ে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক আদালত, রাষ্ট্রসংঘ থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি দেশ পৃথিবীতে যা খুশি তাই করছে। প্রতিরোধ করার সত্যিই কেউ নেই। গাজার ওই চিকিৎসক বলেছেন, 'আমরা মিরাকল কিছু চাইছি না। চাইছি শুধু খাবার।' এই ভয়াবহ পরিস্থিতি চলতে থাকলে আর কিছুকালের মধ্যে দুর্ভিক্ষেই উজাড় হয়ে যাবে গাজা।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

'যুদ্ধে' ঘণ্টায় ১০০ কোটি ডলার খরচ

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাসখানেক 'যুদ্ধ' হলে খরচ হত ৫০ হাজার কোটি ডলার। ভারতের খরচ পড়ত ৪০ হাজার কোটি ডলার।

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাকিস্তানি গোলাগুলিতে ভীত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। বারামুল্লায়। -ফাইল ছবি

যুদ্ধের শেষে আয়ব্যয়ের হিসাব কি হয়?

সমর বিশেষজ্ঞরা বলেন, হয়। তবে একটু অন্যভাবে। ব্যয়ের দিকটা প্রথম নজরে আসে। আয় যদি আদৌ কিছু হয় তবে তা বুঝতে সময় লাগে।

সরকারিভাবে, ভারত-পাক লড়াইকে যুদ্ধ বলা যাবে না। তবু অনেকেই তা যুদ্ধ বলে চালাচ্ছেন। যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক ইন্দো-পাক 'যুদ্ধ'কেও আতশকাচের তলায় ফেললে মোটামুটি একই আদল মিলছে। ক্ষতি বা খরচের দিকটা প্রথমেই দৃশ্যমান।

এক তথ্য বলছে মোট ৮৭ ঘণ্টার এই যুদ্ধে প্রতি ঘণ্টায় আনুমানিক ১০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে দুই দেশের। প্রতিদিন গড়ে ২০ ঘণ্টা সংঘর্ষ চলার হিসাব ধরলে সংখ্যাটা দিনে ২ হাজার কোটি ডলারে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মাসখানেক যুদ্ধ চললে ব্যয় হতে পারত ৫০ হাজার কোটি ডলার, এর মধ্যে ভারতের হতে পারত ৪০ হাজার কোটি ডলার। ব্যয়ের দিকের পাল্লাটা ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। পাকিস্তান মূলত অপেক্ষাকৃত সুলভ (একইসঙ্গে মধ্যম বা নিম্ন কার্যকরী) তুর্কি ও চিনা ড্রোন ব্যবহার করেছে। ইসলামাবাদ যেসব চিনা ক্ষেপণাস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে তাও আন্তর্জাতিক বাজারে অপেক্ষাকৃত সুলভ। আর ভারতের সমরাস্ত্র হল উচ্চ প্রযুক্তির উচ্চ কার্যকরী। স্বভাবতই তা সুলভ নয়। এখানে এই ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে শুধু গোলাগুলি, ড্রোন মিসাইল ছোড়া ও সেনা চলাচলের ব্যাপারটাই নেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধে ভারতের দিকটা বিশদে দেখা যাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, অপারেশন সিঁদুর নাম দিয়ে এই যুদ্ধটা দিল্লি লড়েছে মূলত দুটো স্তরে। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করে আর শত্রু ঘাঁটি ধ্বংস করে।

প্রথমে আকাশ প্রতিরক্ষায় আসা যাক। দিল্লি পাক ড্রোন আর ক্ষেপণাস্ত্রকে বিনষ্ট করতে যে উচ্চ প্রযুক্তির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই কাজে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি এস ৪০০-এর পাশাপাশি ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর তৈরি রাজেন্দ্র রাডার, ত্রিমাত্রিক ছবি পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিক্ষম মধ্য পাল্লার রোহিণী রাডার, নিম্ন উচ্চতার আসা ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র চিহ্নিত করে ধ্বংস করতে সক্ষম তো রয়েছেই, সঙ্গে ছিল পরিবহণযোগ্য হালকা রাডার। যা প্রয়োজন বোধে স্থানান্তর করা যায়।

এছাড়া এই আকাশ প্রতিরক্ষা ঢালকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে শত্রু ড্রোন আর ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার জন্য ডিআরডিও-র তৈরি সমর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাও এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে (সারফেস টু এয়ার মিসাইল ফর অ্যাশিওর্ড রিটালিয়েশন বা সংক্ষেপে সমর)। এমনকি বিমান ধ্বংসী বোফর্স কামানকেও কিছুটা রদবদল করে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর।

শত্রুঘাঁটি ধ্বংসের বিষয়টা আরও উচ্চ প্রযুক্তির। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিআরডিও-র জাতক ব্রহ্মস বা আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র যে শত্রুঘাঁটি ধ্বংসে কতটা ভয়ংকর এবার পাক জেনারেল আসিম মুনিরের সেনা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। আর এই ভয়ংকরতা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরোর তৈরি কার্টোসাট, রিসাট, ইয়স-এর মতো সিরিজের উপগ্রহগুলির সহায়তায় লক্ষ্যবস্তুর ঠিক স্থান নির্ধারণ করে ন্যাভআইসি (নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন) ব্যবস্থার আওতায় আসায়। এতটাই এই ব্যবস্থা দক্ষ যে ১০ থেকে ২০ সেমির লক্ষ্যবস্তুও ধ্বংস করতে পারে। এর প্রমাণস্বরূপ বলা হচ্ছে যেসব জঙ্গিঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল কেবলমাত্র সেই জায়গাগুলোতেই আঘাত হানা হয়েছে। আশপাশের বাড়ির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি।

বলে নেওয়া ভালো ১৯৯৯ সালের ৩রা মে থেকে ২৬শে জুলাই পর্যন্ত কার্গিল যুদ্ধে ভারতের আনুমানিক ব্যয় ছিল ১০ হাজার কোটি টাকা। এই ছোট্ট পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় ধারে ও ভারে যুদ্ধ কতটা ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।

এই যুদ্ধের সব দিক পর্যালোচনা করতে গেলে কয়েকটা নির্দিষ্ট দিক মাথায় রাখা জরুরি।

এই প্রথম দক্ষিণ এশিয়া ড্রোন যুদ্ধ দেখল। ডিজিটাল গেমসের মতো উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাতের আকাশে পাকিস্তানি ড্রোনকে দেখা গেল। জানা যাচ্ছে, প্রায় হাজার খানেক পাক ড্রোন হানা দিয়েছিল ভারতের আকাশে। (যেগুলোকে এস-৪০০ ট্রাম্ফ মিসাইল সিস্টেম, বারাক-৮ সিস্টেম আর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়)।

পাক যে ড্রোনগুলি পাঠায় বিশেষজ্ঞরা সেগুলোকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছে। ভিডিও করতে ও হামলা চালাতে পারদর্শী তুর্কি ড্রোন আসিসগার্ড সোঙ্গার পাঠানো হয়েছিল। চিনা সিএইচ ৪ আর উইং লুং ২ ড্রোনও পাঠায় ইসলামাবাদ। এরাও ছবি তোলা আর হামলা করতে সক্ষম। এছাড়া চিন থেকে লাইসেন্স নিয়ে বানানো বুরাক আর শাপার সিরিজের ড্রোনও পাঠায় পাক সেনা। ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করে নিজের কাজ করার জন্য অনেক সময়ই একঝাঁক সাধারণ ড্রোনের ভিড়ে হামলাকারী আর গোয়েন্দা ড্রোন পাঠায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা হামাসের কায়দায় হামলা। ২০২৩-এ ইজরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যই হাজার তিনেক ড্রোন দিয়ে হামলা চালায় হামাস।

বিশ্বের ড্রোন বাজারে এইসব ড্রোন হাজার দশেক টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার হল, কয়েক হাজার টাকার ড্রোন হামলা ঠেকাতে কয়েক হাজার কোটি টাকার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করতে হয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন ড্রোন যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতও এই ড্রোন প্রযুক্তিতে জোর দেওয়া শুরু করেছে। কোথায় কোন পরিস্থিতিতে ড্রোন ব্যবহার করা যাবে তা ঠিক করার জন্য ২০২১ সালে ড্রোন নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। দিল্লির থিংকট্যাংক অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন জানাচ্ছে, দেশে ড্রোন তৈরির কাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য ২০২২ সালে ড্রোন শক্তি মিশন চালু করা হয়। আর বছর দুয়েকের মধ্যে তার ফলও মেলে। ২০২৪ সালে ৪২ কোটি ডলার মূল্যের আড়াই হাজার ড্রোন সেনাবাহিনীর জন্য নেওয়া হয়। এছাড়া নজরদারি চালানোর জন্য ইজরায়েলের আইএআই সার্চার আর হেরন, হামলা করার জন্য হার্পি আর হ্যারপও রয়েছে সেনার অস্ত্রাগারে। বস্তুত, এই ভারত-পাক সংঘর্ষে এই চার ধরনের ড্রোন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে সেনাবাহিনী। এছাড়াও রয়েছে আমেরিকা থেকে ৪০০ কোটি ডলারে কেনা ৩১ এমকিউ ৯বি প্রিডেটর ড্রোন।

সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধ কিন্তু বিভিন্ন মারণাস্ত্রের কার্যকারিতা দেখানোর এক উপায়ও। বস্তুত, এই ভারত-পাক এই স্বল্প সময়ের যুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। সারা দুনিয়ার অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত খুঁটিয়ে যুদ্ধের প্রতিটা পর্যায় দেখছিলেন। যেভাবে পাক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা ভারতীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে তাতে এই ব্যবস্থার প্রতি বিশ্ব আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। রুস্তম, আর্চারের মতো ভারতীয় ড্রোনেরও বাজার বাড়ছে। ফলে বিশ্বের অস্ত্র বাজারে ভারত অদূরভবিষ্যতে বড় বিক্রেতা হওয়ার পথে। এসব কিন্তু যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদি লাভ।

২০২৩-'২৪ সালে ভারতের প্রতিরক্ষাখাতে রপ্তানি হয়েছে ২১ হাজার ৮৩ কোটি টাকা। গত এক দশকে এই রপ্তানি বেড়েছে ৩০ গুণ। ২০২৯-এর মধ্যে দিল্লি এই রপ্তানিকে ৫০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চাইছে তাতে ব্রহ্মস ও আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ইতিমধ্যেই এই দুই ক্ষেপণাস্ত্রের ক্রেতা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোও আগ্রহী হচ্ছে।

যুদ্ধ কেউই চায় না। কিন্তু চাপানো যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হলে তার লাভের কড়ি থাকেই।

আজ

১৮৯৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী নিখিলরঞ্জন সেন।

১৯৩০

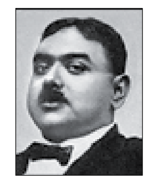

প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

পৃথিবী দেখল, সিঁদুর যখন বারুদে পরিণত হয়, তখন কী পরিণতি হয়! আমার শরীরে রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে। ২২ তারিখ যারা মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল, তাদের ২২ মিনিটে বদলা নিয়েছি। যারা সিঁদুর মুছতে এসেছিল, তাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

কেরলের দমকলকর্মীর বিদায় সংবর্ধনা। সহকর্মীদের সঙ্গে এক পথকুকুরও মুহূর্তটির সাক্ষী। লেজ নাড়িয়ে, কোলে উঠে হাত-পা চেটে দিচ্ছে। কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। লোকটিও সারমেয়কে স্নেহ চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছেন। দুই ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর আবেগঘন মুহূর্ত ভাইরাল।

ভাইরাল/২

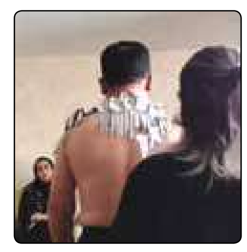

খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ইরানের 'ম্যাগনেট বাবা'। এক মহিলা স্টিলের চা-চামচ তাঁর পিঠে, কাঁধে, বুকে লাগানো মাত্র চুম্বকের মতো শরীরে আটকাচ্ছে। ৯৬টি চামচ লাগিয়ে পুরোনো রেকর্ড ভেঙে আবার গিনেস বুকে নাম তুললেন।

জনমন
জনমত

রবীন্দ্রনাথকে কতটুকু জানি!

আমরা যে কতটা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল পঁচিশে বৈশাখের আগে সোশ্যাল মিডিয়ার ছোট্ট একটি পোস্টে। সেখানে দুই সারিতে দু'তিনটি উদাহরণে দেখানো হয়েছে কোন গানটা রবীন্দ্রসংগীত আর কোনটা রবীন্দ্রসংগীত নয়। ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ খারাপ লাগলেও এটা সত্যি যে, আমরা সঠিকটা জানার চেষ্টা করি না। আর এই ত্রুটি একজনের নয়।

যে মহান মানুষটিকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট দিবস উদযাপন, তাঁকে আমরা কতটা জানতে পেরেছি? কতটা পড়াশোনা করেছি তাঁকে নিয়ে? বছরের বাকি দিনেই বা আমরা কতটা স্মরণ করি তাঁকে? দৈনন্দিন যাপনে বা অনুশীলনে কতটাই বা শ্রদ্ধায় থাকেন তিনি? এগুলো শুধু আমাদের প্রশ্ন নয়, বিশাল বড় বিস্ময়ের জায়গা। আমরা আয়নার সামনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করি না। আমাদের প্রয়োজন বোধহয় মোবাইলের স্ক্রিনটুকু।

শুধুমাত্র মঞ্চে উঠে নাচ, গান, কবিতা প্রভৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক বলে দাবি করছি। অথচ নিজস্ব সংস্কৃতির থেকে আমাদের দূরত্ব কয়েকশো মাইল। বিশ্বায়নে গা ভাসিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। কিন্তু যে মাটিতে আমাদের জন্ম, যে মাটি আমাদের বেঁচে থাকার রসদ তাকেই যেন ব্যাকফুটে ঠেলে দিই আমরা। সেলফি-সুন্দর-পোশাক এবং স্ট্রিট স্মার্ট হাবভাবে লুকিয়ে রাখি আমাদের অন্তঃসারশূন্যতা।

বাংলা একটি আঞ্চলিক ভাষা। সেই ভাষার যে সংস্কৃতি তাকে দলনেতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ- একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে কি সেই দলে আর কোনও মহান পুরুষ বা মহীয়সী নারী নেই? আমরা তাঁদের ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি না তো? এখনও সময় আছে শাখা নদী বা উপনদী ধরে না হেঁটে প্রধান নদীতে মনঃসংযোগ করার। চৌকো চর্চার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বৃত্তের পরিধি বিস্তৃতি প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে, কৃত্রিম আলোতে নয়, সংস্কৃতি বাঁচে সাদা-পৃষ্ঠার কালো অক্ষর-চর্চা এবং অনুশীলনের আলোতে, যে আলো আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

উদয় সাহা
কামেশ্বরী রোড, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সন্ত্রাস আবহে শান্তির নয়, যুদ্ধেরই বাজার

২০১৪ থেকে ২০১৯ সালে প্রায় ৩০,০০০ তরুণ আইএসে যোগ দিয়েছে, যাদের অধিকাংশ দারিদ্র্যপীড়িত পরিবেশ থেকে।

শেখর সাহা

"বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসের নেপথ্যে অস্ত্র ব্যবসার খেলা, শান্তির বাজার নেই, যুদ্ধের বহু বিক্রেতা আছে।"

আজকের বিশ্বে ধর্মীয় উগ্রতা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং যুদ্ধ যেন পরস্পরের সহযাত্রী হয়ে উঠেছে। এগুলোর পেছনে কাজ করছে একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চক্র—যার উদ্দেশ্য ক্ষমতা, প্রভাব ও অর্থলাভ। সংঘাতকে দীর্ঘস্থায়ী করাই তাদের মূল কৌশল।

রাষ্ট্রসংঘের (২০২৩) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালে প্রায় ৩০,০০০ তরুণ আইএসে যোগ দিয়েছে, যাদের অধিকাংশই দারিদ্র্যপীড়িত ও দিশাহীন পরিবেশ থেকে। এদের ধর্মীয় উন্মাদনায় জড়িয়ে মগজধোলাই করা হয়। সত্যজিৎ রায়ের "হীরক রাজার দেশে" চলচ্চিত্রের মতোই, যেখানে চিন্তাশীল মানুষ পরিণত হন অন্ধ অনুসারীতে। এই তরুণদেরও তৈরি করা হয় 'যোদ্ধা' হিসেবে। কিন্তু এই যোদ্ধারা অস্ত্র হাতে নিলে হারিয়ে ফেলে মানবিকতা।

এই প্রক্রিয়ায় মূল লক্ষ্যবস্তু হয় সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির তরুণরা-যাদের ধর্মের নামে, পরিচয়ের নামে বিভ্রান্ত করে কাজে লাগানো হয় রাজনৈতিক খেলার অংশ হিসেবে। অথচ যারা এই সন্ত্রাসী কাঠামো সৃষ্টি করে, অর্থায়ন করে ও পরিচালনা করে, তারা থাকে নিরাপদ আশ্রয়ে।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বৈশ্বিক অস্ত্রবাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চিন, ফ্রান্স ও জার্মানি মিলে ৭৫%-এরও বেশি অস্ত্র রপ্তানি করে। যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হয়, অস্ত্রের চাহিদা তত বাড়ে এবং বাড়ে মুনাফা।

এটা একটা অমোঘ বাস্তবতা : যত বেশি সংঘাত, তত বেশি লাভ এই মুষ্টিমেয় উৎপাদকের। তারা চায় সংঘাত চলুক, যুদ্ধ থামবে না-এই নীতিতেই টিকে থাকে অস্ত্র বাজার।

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেডক্রস-এর তথ্য অনুসারে, আধুনিক যুদ্ধ ও সন্ত্রাসে নিহতদের ৯০ শতাংশই সাধারণ নিরীহ নাগরিক। পালটা হামলায় প্রাণ হারান বহু সেনাসদস্য, যাঁরা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। অথচ যারা সংঘাতের সিদ্ধান্ত নেয়—তারা কখনোই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে না।

ভারতের ইতিহাসেও সন্ত্রাসবাদের নির্মম প্রভাব স্পষ্ট। ইন্দিরা ও রাজীব হত্যা তার প্রমাণ।

সন্ত্রাসের পেছনে প্রকৃত ধর্ম নয়, বরং ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যবহারই মূল চালিকাশক্তি। কিছু সাম্প্রতিক উদাহরণ : ১) মধ্যপ্রাচ্যে, তালিবান নারীদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে ধর্মের নামে। ২) মায়ানমারে, রোহিঙ্গাদের নিধনে ধর্মীয় উসকানিকে হাতিয়ার করা হয়েছে। ৩) ভারতে, সম্প্রতি ধর্মীয় বিভাজনের ফলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেড়েছে।

এই উত্তেজনা সৃষ্টি করে সমাজে ঘৃণা, অনিশ্চয়তা ও বিভাজনের বাতাবরণ। এই বৈশ্বিক সংঘাত ও সন্ত্রাসচক্র থেকে উপকৃত মূল তিনটি পক্ষ । ১) অস্ত্র প্রস্তুতকারী কর্পোরেশনগুলো। যুদ্ধ চলাকালীন বিপুল পরিমাণে অস্ত্র বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। ২) উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী ও নেতা– সহজলভ্য জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে। ৩) রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা। ভোটের আগে 'সন্ত্রাস' ও 'জাতীয় নিরাপত্তা'কে ইস্যু করে জনমত প্রভাবিত করে।

এই দুষ্টচক্র থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন বহুমাত্রিক উদ্যোগ। ১) মানবিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিস্তার, যাতে যুক্তিবোধ ও সহনশীলতা গড়ে ওঠে। ২) তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, যাতে তারা বিভ্রান্তির শিকার না হয়। ৩) মগজধোলাই রোধে সচেতনতা কর্মসূচি ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক প্রচারমাধ্যমের প্রসার।

বিশ্ব যদি সত্যিই শান্তি চায়, তবে অস্ত্র নয়, বিনিয়োগ করতে হবে মানুষের উন্নয়নে। শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন যুদ্ধ আর পণ্য হয়ে উঠবে না।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৭

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। কবিতায় অনাবশ্যক ভূমিকা ৩। বিনাশ, ধ্বংস ৫। অত্যল্প পরিমাণ, সামান্য অংশ বা কণা ৬। বিয়ের জন্য উপযুক্ত ঘর ৮। হোঁচট, ঠোকর, ধাক্কা, প্রতিযোগিতা ১০। সংকোচ, লজ্জা ১২। পাকা হাতের টানা লেখা ১৪। দীপ্তি, আভা, শকুন, প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারবিশেষ ১৫। সোনা রুপোর ওজনের মাপবিশেষ ১৬। পুত্র।

উপর-নীচ : ১। জটিল ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ২। মান্যগণ্য, ধনী, ওস্তাদ, লায়েক ৪। প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, অর্গল বা হুড়কো ৭। আওয়াজ, ধ্বনি, গুজব ৯। দড়ি, জমি জরিপের শিকল বা চেন ১০। ধনুক ১১। মাঠ, অবারিত স্থান, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষেত্র ১৩। হাতির বাচ্চা।

সমাধান ■ ৪১৪৬

পাশাপাশি : ১। গরজ ৩। শতপদী ৪। গতিক ৫। টায়টায় ৭। সিজ ১০। কাতি ১২। জনশ্রুতি ১৪। গণ্ডক ১৫। ইতিউতি ১৬। মদত।

উপর-নীচ : ১। গড়িমসি ২। জগৎ ৩। শকটারি ৬। টাটকা ৮। জমিন ৯। মতিগতি ১১। তিরপিত ১৩। রকম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মোদির সিঁদুর প্রচারে ভোটের অঙ্ক

অপারেশন সিঁদুরে মোদিকে জড়িয়ে প্রচারের পোস্টার।

নয়াদিল্লি, ২২ মে : প্রথমে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। তারপর বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুটি অভিযান নিয়েই অতীতে নির্বাচনি প্রচারের সুর বেঁধেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুটি অভিযানের প্রমাণ চাওয়ায় বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে অপমান করার অভিযোগও তুলেছিলেন তিনি এবং বিজেপি নেতৃত্ব। অপারেশন সিঁদুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

পাকিস্তানকে জানিয়ে সেনাবাহিনী হামলা চালিয়েছিল বলে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের মন্তব্য ঘিরে শাসক-বিরোধী তর্জা চলছিলই। কিন্তু এবার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ভরা জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর ধারালো ভাষণ থেকে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল, তাঁর আমলের নতুন ভারতের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর পরাক্রমও ভোট বৈতরণী পেরোনোর নয়া হাতিয়ার। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরের পালানার একটি সমাবেশে মোদি যেভাবে ফিল্মি কায়দায় 'আমার শিরায় রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে' বা 'সিঁদুর এখন বারুদে পরিণত হয়েছে' বলে গা-গরম বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে তাঁর ও বিজেপি নেতৃত্বের প্রচারকৌশল স্পষ্ট।

অপারেশন সিঁদুর ও তার জেরে ভারত-পাক সংঘর্ষের পর এটাই ছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রথম জনসমাবেশ। ইতিমধ্যে ট্রেনের টিকিটে অপারেশন সিঁদুর এবং প্রধানমন্ত্রীর স্যালুটরত ছবি ছাপা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। মোদির ছবি সহ কাটআউটও রাখা হয়েছে রাস্তার ধারে। সেনাবাহিনীকে রাজনীতি করা উচিত নয় বলে বিরোধীদের প্রায়ই নীতিবাক্য শোনান বিজেপি নেতানেত্রীরা। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যকে সামনে রেখে বিজেপি ইতিমধ্যে দেশজুড়ে তিরঙ্গা যাত্রা বের করেছে। তাতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা প্রচার করা হচ্ছে। বস্তুত, এমনটাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল। করোনা টিকাকরণের সার্টিফিকেটেও মোদির ছবি দিয়ে প্রচারের আলো কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রী এদিন যেভাবে মরুরাজ্য থেকে 'সিঁদুরে প্রচার'-এ শান দিয়েছেন, তাতে ভোট রাজনীতির অঙ্ক স্পষ্ট।

ঘটনা হল, পহলগাম হামলার পর সন্ত্রাসবাদীদের কল্পনাতীত প্রত্যাঘাতের বার্তাটাও বিহারের মাটি থেকেই দিয়েছিলেন মোদি। সেখানে চলতি বছর অক্টোবর, নভেম্বরে বিধানসভা ভোট। বছর ঘুরলে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসমের মতো রাজ্যগুলিতে বিধানসভা ভোট। রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদ সবসময়ই বিজেপির কোর অ্যাজেন্ডা। দুটিকে সামনে রেখে বারবার ভোটারদের মন পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে তারা। সাফল্যও জুটেছে চোখে পড়ার মতো। পহলগাম ও অপারেশন সিঁদুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম করতে নারাজ গেরুয়া শিবির।

বিজেপির এহেন কৌশলে প্রশ্ন উঠেছে পর্যবেক্ষকদের একাংশের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, বিরোধী দল বা সাধারণ মানুষ যুদ্ধ কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নিয়ে প্রশ্ন করলেই তাঁদের দেশদ্রোহী এমনকি পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন বলে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। বারবার বলা হচ্ছে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে বা যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে কোনও রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না। অথচ বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুর নিয়ে দেদার প্রচার করছেন, পোস্টার, ব্যানার তৈরি করছেন। কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'আজ বিকানেরে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আরও একবার ফিল্মের অন্তঃসারশূন্য সংলাপের আশ্রয় নিয়েছেন তার থেকে আরও জরুরি হল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। দেশ জানতে চাইছে, পহলগাম হামলার নিষ্ঠুর হত্যাকারীরা এখনও কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে? আপনি এখনও পর্যন্ত একটি সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করেননি কেন? কেনই বা সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকলেন না? আমেরিকা ভূমিকা নিয়ে কেন চুপ করে আছেন?' অপরদিকে কংগ্রেস সাংসদ প্রণীতি শিন্ডে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রণীতি শিন্ডে বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জবাবদিহি নয়, শুধুমাত্র প্রচার এবং আত্মপ্রশংসার দিকে নজর দিয়েছেন। লোকদেখানো প্রচার নয়, দেশের মানুষ জবাব চাইছেন।'

কাশ্মীরের পুঞ্চে পাক গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। ডানদিকে, টোকিওয় গান্ধিমূর্তিতে শ্রদ্ধা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার।

ডেরেকদের কাছে বাংকারের আর্জি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ মে : কাশ্মীর উপত্যকার গভীরে যেখানে ভয় আর ভরসা প্রতিনিয়ত হাত বদল করে, সেখানে পৌঁছেছে তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল। শ্রীনগর থেকে সাড়ে চার ঘণ্টার দীর্ঘ সড়কযাত্রা শেষে বৃহস্পতিবার সকালে তারা পৌঁছায় জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে। একের পর এক ক্ষতবিক্ষত পরিবার, বিধ্বস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর আতঙ্কে থাকা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। তৃণমূলের দাবি, অসহায় পরিবারগুলির আবেদন,'আমাদের জন্য বাংকার তৈরি করুন।'

প্রতিনিধি দলে ছিলেন মানস ভুঁইয়া, ডেরেক ও' ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর ও নাদিমুল হক। তাঁরা পৌঁছোন প্রাক্তন সেনাকর্মী অমরজিৎ সিংয়ের বাড়িতে। যিনি সম্প্রতি জঙ্গি হামলায় শহিদ হন। তাঁর পরিবার তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে জানায়, আহত অবস্থায় তাঁকে যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, সেখানে আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পুঞ্চের মতো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় এই অব্যবস্থা নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেতারা।

এরপর জিয়াউল উল্লাহ মাদ্রাসায় যান তাঁরা। এই মাদ্রাসার শিক্ষক কারি মহম্মদ ইকবাল নিহত হয়েছেন সাম্প্রতিক হামলায়। খ্রিস্টান স্কুলেও পৌঁছোন প্রতিনিধিরা। যেখানে দুই শিশু-শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে জঙ্গি হামলায়। তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তৃণমূল নেতারা।

স্থানীয় ঠাকুর পরিবারের বাড়ির ছাদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বিস্ফোরণে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে আসে নিরাপত্তার ঘাটতির কথা।

পুঞ্চ সফরের আগের দিন তৃণমূল প্রতিনিধিরা শ্রীনগরে বৈঠকে বসেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে প্রতিনিধি দল পাঠানোয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ওমর। দুই রাজ্যের মধ্যে উন্নয়ন ও সহযোগিতার নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার ইঙ্গিত দেন দু'পক্ষ।

এদিন ডেরেক ও' ব্রায়েন জানান, ''কাশ্মীরবাসীর যে ভালোবাসা পেয়েছি, তাতে আমরা অভিভূত। আমরা দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেশ করব। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতের রোডম্যাপ তৈরি হবে, যেখানে দুই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নই থাকবে অগ্রাধিকারে।' বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূল প্রতিনিধি দল পৌঁছে গিয়েছে রাজৌরিতে। শুক্রবার সকালে সেখানে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাদের।

ভারতের দৌত্যে সাড়া জাপানের

টোকিও ও দুবাই, ২২ মে : পাকিস্তানকে কূটনৈতিক পথে প্রত্যাঘাত করা শুরু করল ভারত। জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে কেন্দ্রের তরফে পাঠানো দুটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলই দুই দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইতিবাচক বার্তা পেয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রতিনিধি দলটি টোকিও পৌঁছেই প্রথমে গান্ধিমূর্তিতে শ্রদ্ধা জানায়। সেখান থেকে জাপানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সিবি জর্জের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সাংসদ প্রতিনিধিরা। রাষ্ট্রদূত তাঁদের বলেন, 'যে সমস্ত দেশ পহলগাম হামলার পর শোকপ্রকাশ করেছিল, জাপান তাদের অন্যতম। আগামী দিনেও আমরা সন্ত্রাসবাদের রমরমা রুখতে জাপানের সাহায্য প্রত্যাশা করছি।'

সেখান থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিরা জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইয়াওয়ার সঙ্গে দেখা করেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লির লড়াই এবং অবস্থানের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। যারা দোষী তাদের কঠোর সাজা দেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। পরে জাপানের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস কমিটির চেয়ারম্যান তাকাশি এন্ডোর সঙ্গেও প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করেন। সমস্ত বৈঠকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় ও সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরেন তাঁরা। পরে রাইসিনা টোকিও ২০২৫ উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন সাংসদরা। সেখানে জাপান সহ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাপানের সমর্থনের প্রশংসা করেন তাঁরা। জাপানের পর সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াতেও যাবে এই প্রতিনিধি দলটি। অন্যদিকে শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডের নেতৃত্বাধীন দলটির দৌত্যে সাড়া দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সমস্ত রকমের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছে আমিরশাহি। এই দলটি এরপর কঙ্গো, লাইবেরিয়া এবং সিয়েরা লিওন যাবে।

তুরস্ক, চিনের সমালোচনা কেন্দ্রের : অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানকে ঘিরে তুরস্ক ও চিনের অবস্থানকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করল ভারত। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানঘনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণের জন্য নয়, বরং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভারত প্রতিবেশীদের সহযোগিতা চায় । তিনি বলেন, 'আমরা আশা করি, তুরস্ক যেন পাকিস্তানকে কঠোরভাবে সীমান্তপারের সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করতে এবং দীর্ঘদিন ধরে লালিত সন্ত্রাসের পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য ও যাচাইযোগ্য পদক্ষেপ করতে অনুরোধ করে। সম্পর্ক গড়ে ওঠে একে অপরের উদ্বেগকে সম্মান করার ভিত্তিতে।' বেজিংয়ের অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারত-চিন সম্পর্কের ভিত্তি হল পারস্পরিক আস্থা, সম্মান এবং সংবেদনশীলতা।

নৃশংসতার বলি বাঘ

গুয়াহাটি, ২২ মে : অসমে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে একটি পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে। বৃহস্পতিবার সকালে গোলাঘাট জেলার ডুমুখিয়া গ্রামের কাছে বাঘটির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। বাঘপ্রেমী বন্যপ্রাণ সংস্থা 'শের' মৃত বাঘটির পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে নখ, দাঁত, চামড়া উপড়ে ফেলা হয়েছে।

বন আধিকারিক জানিয়েছেন, সকাল খবর আসে, গ্রামবাসীরা একটি বাঘকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সেটিকে মেরে ফেলা হয়। বনকর্মীদের আসতে দেখে দ্রুত পালিয়ে যান গ্রামবাসীরা। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও বন আধিকারিকদের অনুমান, বাঘটিকে মানুষখেকো ভেবেই গণপিটুনিতে হত্যা করেছেন গ্রামবাসীরা। যদিও প্রশ্ন উঠছে চোরাশিকারিদের ভূমিকা নিয়ে। বাঘ-বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডু বলেন, 'সাধারণ মানুষ বাঘটিকে হত্যা করলে নখ, দাঁত, চামড়া কাটবে কেন? এর অর্থ চোরাশিকারিদের কাজকে গণপিটুনির তকমা দেওয়া হচ্ছে অথবা গণপিটুনিতে বাঘটির মৃত্যুর পর কেউ বা কারা ঠান্ডা মাথায় কাজটি করেছে।'

গুলি বিনিময়ে শহিদ সেনা, হত ২ জঙ্গিও

শ্রীনগর, ২২ মে : বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলার সিংপোরা ছত্রু এলাকায় নতুন করে অভিযান শুরু করেছে ভারতের যৌথ বাহিনী। এদিন সেনা-জঙ্গি গুলি বিনিময়ের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে দুই জঙ্গির। এই নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় গত দু'সপ্তাহে হত্যা করা হল আট জঙ্গিকে। এই যৌথ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন ত্রাশি'।

বৃহস্পতিবার জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান। হোয়াইট নাইট কোরের বিবৃতি অনুযায়ী, জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন এক জওয়ান গুরুতর জখম হন এবং পরে তাঁর মৃত্যু হয়। শহিদ জওয়ানের নাম সিপাহি সন্দীপ পান্ডুরঙ্গ গায়কর। তিনি মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার আকোলে তালুকের করান্ডি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, 'অভিযানে জঙ্গিদের সঙ্গে প্রচণ্ড গুলি বিনিময়ের সময় আমাদের এক সাহসী যোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।'

সেনাবাহিনীর ১১ রাজপুতানা রেজিমেন্ট, ২ প্যারা স্পেশাল ফোর্স, ৭ অসম রাইফেলস ও কিস্তওয়ারের এসওজি-র যৌথ দল এই অভিযান চালাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, সইফুল্লাহ সহ ৩ থেকে ৪ জন জঙ্গি এখনও ওই জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে বিএসএফের ডিআইজি এসএস মাঁদের দাবি, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পরই জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা সেক্টর দিয়ে অন্তত ৫০ জন জঙ্গিকে ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। যদিও সেই চেষ্টা ভেস্তে দেয় বিএসএফ।

আমেরিকায় খুন ২ ইজরায়েলি দূতাবাসকর্মী

ওয়াশিংটন, ২২ মে : ইহুদি বিদ্বেষের এক ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থাকল ওয়াশিংটন ডিসি। বুধবার আততায়ীর গুলিতে খুন হলেন এখানকার ইজরায়েলি দূতাবাসের দুই কর্মী। ইহুদি জাদুঘরের বাইরে গতকালের গুলিবৃষ্টিতে জখম হয়েছেন আরও কয়েকজন।

খাস মার্কিন রাজধানীতে বিদেশি দূতাবাসের বাইরে গুলিচালনার ঘটনায় মুখ পুড়ল ট্রাম্প সরকারের। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের কড়া নিন্দা করে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে বলেছেন, 'এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড স্পষ্টতই ইহুদি বিদ্বেষের ওপর ভিত্তি করে। এখনই তা বন্ধ করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘৃণা ও মৌলবাদের কোনও জায়গা নেই।'

ইজরায়েলি দূতাবাসের নিহত দুই কর্মী কিছুদিনের মধ্যে দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করতেন। আগামী সপ্তাহে জেরুজালেমে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। দূতাবাসের তরুণ কর্মী একটি আংটি কিনেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ইয়েচিয়েল লেইটার বলেছেন, 'ওঁরা চমৎকার দম্পতি হতেন। সেদিন একটি সুন্দর সন্ধ্যা ওঁরা উপভোগ করছিলেন।' অভিযুক্ত একজন প্যালিস্তানীয়। নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে আটক করলে সে 'প্যালেস্তাইন মুক্ত' বলে চিৎকার করতে থাকে। ধৃতের নাম ইলিয়াস রডরিগেজ।

'আপনারা সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন'

নয়াদিল্লি, ২২ মে : সবকিছুরই একটা সীমা থাকে। কিন্তু এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অতিসক্রিয়তার যেন কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে বেপরোয়াভাবে কাজ করার জন্য ফের সুপ্রিম কোর্টের কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল ইডিকে।

ইডি-কে ফের সুপ্রিম ভর্ৎসনা

> একটা সংস্থার বিরুদ্ধে কী করে মামলা দায়ের হতে পারে, তাও আবার ফৌজদারি মামলা? কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়া উচিত ছিল। আপনাদের ইডি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
>
> **বিআর গাভাই**
> *প্রধান বিচারপতি*

তামিলনাড়ুর একটি সরকারি সংস্থার সদর দপ্তরে ইডির হানা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার বলেছে, 'ইডি সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একটি সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা মানে তো সংবিধান এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর তোয়াক্কা না করা।' ইডির সমালোচনা করার পাশাপাশি ওই সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্তেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

'তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশন' (তাসম্যাক)-এর বিরুদ্ধে ওঠা প্রায় একহাজার কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তভার সম্প্রতি ইডির হাতে তুলে দেয় মাদ্রাজ হাইকোর্ট। এরপরই সংস্থার দপ্তরে হানা দেয় ইডি। এর বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তামিলনাড়ু সরকার। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়।

শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি বলেন, 'একটা সংস্থার বিরুদ্ধে কী করে মামলা দায়ের হতে পারে, তাও আবার ফৌজদারি মামলা? কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়া উচিত ছিল। আপনাদের ইডি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

শীর্ষ আদালতে তামিলনাড়ু সরকারের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিবাল। তিনি জানান, ২০১৪ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে রাজ্য সরকার তাসম্যাকের বেশ কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৪১টি এফআইআর দায়ের করেছে। এদিকে ইডি সদ্যই তদন্তভার হাতে পেয়ে দপ্তরে হানা দিয়েছে। সকলের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। সিবালের মন্তব্য, 'এটা ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়।' একই কথা বলেন তাসম্যাকের আইনজীবী মুকুল রোহতগিও।

এরপরই ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তার কী কী প্রমাণ ইডির হাতে এসেছে, সেই বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থাকে হলফনামা জমা দিতে বলে বেঞ্চ। ইডির হয়ে আদালতে সওয়াল করেন কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু। তিনি জানান, এই বিষয়ে তাঁরা হলফনামা জমা দেবেন।

রাজ্যের ডিএমকে সরকারের অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে ইডিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে তামিলনাড়ুর ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই এই অভিযান চলছে।

ভাইজানের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে ধৃত ২

মুম্বই, ২২ মে : নিরাপত্তার চক্রব্যূহে থেকেও মোটে শান্তি নেই 'ভাইজান' সলমন খানের। একে তো নায়কের পিছনে খলনায়কের মতো সেঁটে রয়েছে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের বন্দুকবাজরা। তার ওপর নাছোড় অনুরাগীদের দৌরাত্ম্য। গত দু'দিনে দু'বার নায়কের বান্দ্রার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। ঘটনায় গ্রেপ্তার

করা হয়েছে অভিযুক্ত দু'জনকেই। প্রথম ঘটনাটি ২০ মে-র সকালে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেন ছত্তিশগড়ের জিতেন্দ্র কুমার সিং নামে এক তরুণ। বাধা পেলে উত্তেজিত হয়ে নিজের ফোন ভেঙে ফেলেন। পরে সন্ধ্যায় ফের ঢোকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পুলিশ কনস্টেবল বান্দ্রা থানার হাতে তুলে দেন। জেরায় তরুণ বলেন, 'আমি সলমনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। পুলিশ বাধা দিচ্ছিল, তাই লুকিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছি।' এরপর ২১ মে ৩৬ বছর বয়সি এক মহিলা ইশা ছাবড়া নয়ককে দেখতে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যান।

দিশেহারা পর্যটন, সংকটে ভূস্বর্গের অর্থনীতি

পহলগাম হামলার এক মাস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি,২২ মে : এক মাস পেরিয়ে গেল ২২ এপ্রিলের সেই ভয়াবহ দিনের। জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ২৬ জন নিরীহ পর্যটক, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়াল এবং স্থানীয় ঘোড়সওয়ার সৈয়দ আদিল হুসেন। আততায়ীরা আজও অধরা, তদন্ত এগোলেও শেষ সাফল্যের মুখ দেখা যায়নি। তবে এরইমধ্যে পালটে গিয়েছে কাশ্মীরের চেহারা, একসময়ের পর্যটনস্বর্গ আজ পর্যটকশূন্য এক আতঙ্কের ছায়াপথ।

হামলার পর কয়েকদিনের মধ্যেই জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার নিয়ে নেয় এনআইএ। ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান সব দিকেই চলছে তল্লাশি। প্রায় ১৫০ জন স্থানীয়, বিশেষ করে ঘোড়সওয়ার, দোকানদার, ফোটোগ্রাফার এবং অ্যাডভেঞ্চার গাইডদের জেরা করা হয়েছে। সন্দেহের তালিকায় এক ব্যক্তি, যিনি হামলার কিছুদিন আগে দোকান খোলেন এবং ঠিক হামলার দিন তা বন্ধ রাখেন। কিন্তু এখনও অধরা আততায়ীরা।

জানা গিয়েছে, হামলায় অংশ নেয় চার জঙ্গি। তিনজন পাকিস্তানি এবং একজন স্থানীয়, আদিল হুসেন ঠোকার, যে একসময় স্কুলশিক্ষক ছিল। পরে পাকিস্তানে গিয়ে লস্কর-ই-তৈবার ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ নেয়। স্কেচ প্রকাশ হয়েছে 'হাশিম মুসা' ও 'আদিলভাই' নামে দুই জঙ্গির। প্রত্যেকের মাথায় ২০ লক্ষ টাকার পুরস্কার।

এই হামলার ঠিক পরেই ভারত চালায় 'অপারেশন সিঁদুর'। ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় বিমানবাহিনী গুঁড়িয়ে দেয় ৯টি জঙ্গিঘাঁটি। পালটা জবাবে পাকিস্তান চালায় গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলা। প্রাণ হারান ১৯ জন নিরীহ নাগরিক, যাঁদের মধ্যে ছিল শিশুরাও।

যদিও তার পরেই ডাল লেকের নীরবতা যেন আজও সেই বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি হয়ে বেঁচে আছে। হামলার আগের ছবিটা ছিল একেবারে আলাদা। রোজ গড়ে ১০-১৫ হাজার পর্যটকে মুখরিত হত কাশ্মীর। এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ২ হাজারে। বুকিং বাতিল, হোটেল বন্ধ, কর্মী ছাঁটাই, সর্বত্র চলছে হাহাকার।

এলাকার শিকারা চালক ফৈয়াজ আহমদ জানান, 'আগে ডাল লেকে লাইন পড়ে যেত শিকারা রাইডের জন্য। এখন শুধু নীরবতা।' শ্রীনগরের হোটেল মালিক জহুর আহমদ জানান,'মে-জুন তো আমাদের পিক সিজন। এখন একটা বুকিংও নেই।'

জম্মু-কাশ্মীর সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যের জিডিপি-তে পর্যটনের অবদান প্রায় ১৬-১৮ হাজার কোটি টাকা। কেবল হোটেল ইন্ডাস্ট্রির পরিমাণই ৬,৯০০-৯,২০০ কোটি। ২০১৯ সালের পর থেকে কাশ্মীরে ঘুরেছেন ৯২ লক্ষেরও বেশি পর্যটক। ২০২৪ সালেই এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ, যা ছিল বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জানিয়েছেন, 'আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই, যেন মানুষ ফের বিশ্বাস নিয়ে কাশ্মীরে আসেন।'

ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া শুরু করেছে 'চলো কাশ্মীর' অভিযান। দেশের ২,৪০০-এর বেশি ট্র্যাভেল সংস্থাকে যুক্ত করে তারা পর্যটকদের মনোবল ফেরাতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাসও এসেছে। ২০ মে-র উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

তবে এত কিছুর পরেও পহলগাম হামলা শুধু ২৬টি প্রাণই কেড়ে নেয়নি, ভেঙে দিয়েছে হাজার হাজার মানুষের রুটিরুজির স্বপ্ন। শান্তির পথে ফেরার এই লড়াইয়ে কাশ্মীর আজ দেশের মানুষের সমর্থন আর সরকারের সংহতির অপেক্ষায়। পাহাড়-ঝরনার সৌন্দর্য নয়, জীবিকার আশ্রয় হিসেবেই আজ কাশ্মীর নিজেকে প্রমাণ করতে চায়।

ট্রাম্প-দাবি না জয়শংকরের

কোপেনহেগেন, ২২ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে মার্কিন হস্তক্ষেপের দাবি খারিজ করে দিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তাঁর সাফ কথা, নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সংঘর্ষ বিরতি হয়েছে। এখানে অন্য কোনও দেশের কোনও ভূমিকাই নেই।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব নিয়েছেন। বুধবারও ওভাল অফিসে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসাকে পাশে বসিয়ে ট্রাম্প ফের দাবি করেন, বাণিজ্যের মাধ্যমে তিনি ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত বন্ধ করিয়েছেন। বৃহস্পতিবার নেদারল্যান্ডসে এক সাক্ষাৎকারে জয়শংকর বলেন, 'আমেরিকা তো আমেরিকাতেই ছিল। ভারত এবং পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে সরাসরি দর কষাকষির মাধ্যমে সংঘর্ষ বিরতি করেছে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সমস্ত দেশকে বলেছি, পাকিস্তান যদি কোনও বোঝাপড়া চায়, তাহলে তাদের উচিত সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলা।' বিদেশমন্ত্রীর সাফ কথা, 'যে সমস্ত দেশ আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল, তাদের সবাইকে আমরা একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম।

ভারত-পাক কথাতেই সংঘর্ষ বিরতি

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, সমস্ত দেশকে। সেটা হল, পাকিস্তানিরা যদি লড়াই থামাতে চায়, তাহলে তাদের উচিত সেটা আমাদের বলা। আমরা এটা ওদের থেকে শুনতে চাই। ওদের জেনারেলকে আমাদের জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

জয়শংকর জানিয়েছেন, সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব প্রথমে পাকিস্তানের তরফেই এসেছিল। ভারত শুধু সেই প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে। তবে ভারত-পাক উত্তেজনা কমাতে মার্কিন প্রশাসন যে চেষ্টা চালিয়েছিল, সেই কথা স্বীকার করেছেন বিদেশমন্ত্রী। জয়শংকর বলেন, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিও কথা বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের উদ্বেগের বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার নেপথ্যে যে অধুনা পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের ধর্মীয় চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী, সেই কথা জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পহলগামে যে সন্ত্রাসবাদীরা ২৬ জন নাগরিককে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে খুন করেছিল, তারা প্রত্যেকেই আসিম মুনিরের চরম ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত ছিল।'

ক্ষতিপূরণের প্রচারে প্রশ্ন

তথ্যের গেরোয় পরিযায়ীদের পরিবার

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ২২ মে : মালদা জেলার বহু শ্রমিক পেটের দায়ে ভিনরাজ্যে কাজ করেন। অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুও হয় পরিযায়ীদের। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মালদার কুড়িজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিবারের লোকেরা সরকারের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণও পেয়েছেন। তবে সরকারি তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের বিস্তর ফারাক। সূত্রের খবর, এক বছরে জেলার পঞ্চাশের বেশি পরিযায়ীর মৃত্যু হয়েছে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে। শ্রম দপ্তরের পোর্টালে নাম নথিভুক্ত না থাকায় অনেক পরিযায়ীর পরিবার আজও কোনও ক্ষতিপূরণ পায়নি। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও বৃহস্পতিবার চাঁচল মহকুমা শাসকের ভবনে শ্রম দপ্তরের নতুন অফিস উদ্বোধন এবং মৃত পরিযায়ীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অনুষ্ঠানে সাফল্যের ঢাকই পেটালেন মন্ত্রী এবং আধিকারিকরা। মালদার ডেপুটি লেবার কমিশনার তানিয়া দত্ত জানিয়েছেন, এদিন সবমিলিয়ে একশো মৃত শ্রমিকের পরিবারকে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ভিনরাজ্যে দুর্ঘটনায় মৃত তিন শ্রমিকের পরিবারকেও সাহায্য করা হয়েছে।'

সরকারি হিসেবে মালদার ২,৮৬,৩৪৩ জন শ্রমিক ভিনরাজ্যে কর্মরত। কিন্তু বাস্তবে সংখ্যাটা ১০ লক্ষের বেশি বলে সূত্রের খবর। যাঁদের নাম পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শুধুমাত্র তাঁদের তথ্য দিচ্ছে জেলা শ্রম দপ্তর। কিন্তু সেই তথ্যের বাইরে বহু শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করছেন, যাঁদের নাম পোর্টালে নথিভুক্ত নেই। এদের মধ্যে অনেক নাবালকও রয়েছে। সেক্ষেত্রে জেলায় পরিযায়ীর সঠিক সংখ্যা কত, সেটাই বড় প্রশ্ন।

বাস্তব চিত্র

সরকারি হিসেবে মালদার ২,৮৬,৩৪৩ জন শ্রমিক ভিনরাজ্যে কর্মরত

কিন্তু বাস্তবে সংখ্যাটা ১০ লক্ষের বেশি

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মালদার কুড়িজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে

তবে সূত্রের খবর, এক বছরে জেলার পঞ্চাশের বেশি পরিযায়ীর মৃত্যু হয়েছে

গত এক বছরে চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতীপুর, রতুয়া, কালিয়াচকের মতো এলাকা থেকে অনেক পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। তাঁদের অনেকেরই পরিবার সরকারের তরফে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পায়নি বলে অভিযোগ। কিন্তু এদিন চাঁচলের অনুষ্ঠান থেকে শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা দাবি করেন, শ্রমিকদের সরকারি সুরক্ষা প্রদানে মালদা এগিয়ে। যদিও বাস্তব বলছে অন্য কথা। নভেম্বর মাসে দিল্লিতে মারা যান চাঁচলের পরিযায়ী শ্রমিক সাকরাতু। তাঁর স্ত্রী মাতন বিবি বলেন, 'আমাদের বাড়িতে না এসেছেন কোনও জনপ্রতিনিধি। না পেলাম সরকারি ক্ষতিপূরণ।'

মার্চে ছত্তিশগড়ে কাজ করতে গিয়ে ট্র্যাক্টর উলটে মৃত্যু হয় রতুয়ার কাহালার পরিযায়ী শ্রমিক নাজির আলির। তাঁর স্ত্রীর কথায়, 'এদিন শুনলাম মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারকে প্রশাসন ক্ষতিপূরণ দিল। কিন্তু আমাদের তো ডাকল না।'

মকদুমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাণ্ডব দাস প্রায় দেড় বছর আগে জয়পুরে কাজ করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সুকুমার দাসের বক্তব্য, 'আমাদের বাড়িতে কেউ আসেনি। আমরা ক্ষতিপূরণও পাইনি। শ্রম দপ্তর কি আমাদের খবর রাখে না।'

এবিষয়ে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর দাবি, '১০ লক্ষের বেশি শ্রমিক বাইরে কাজ করছেন।' তাঁর কটাক্ষ, 'রাজ্য সরকার কর্মসংস্থান করতে পারছে না। খবরও রাখছে না পরিযায়ীদের।'

রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের পালটা বক্তব্য, 'আমাদের রাজ্যেও ভিনরাজ্য থেকে অনেকে কাজ করতে আসছেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোয় বাংলার শ্রমিকরা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন।'

রেশমশিল্পের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ

মালদার সিল্ক পার্ক পরিদর্শনে রাজ্যের প্রতিনিধিদল

হরষিত সিংহ ও সেনাউল হক

মালদা ও কালিয়াচক, ২২ মে : মালদার রেশমশিল্পের নানা সমস্যা ও তার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এমএসএমই টি ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল সেক্রেটারি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ এক প্রতিনিধিদল মালদা জেলায় এসেছে। তারা কালিয়াচকের রেশম বাজার সহ সিল্ক পার্ক ঘুরে দেখেছেন। পরিদর্শনের পর জেলা প্রশাসনিক ভবনে একটি বৈঠক হয়। সেখানে রেশমশিল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মালদা জেলা শিল্পকেন্দ্রের আধিকারিক মানবেন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এসেছিলেন। তাঁরা রেশম বাজার সহ সিল্ক পার্ক ঘুরে দেখেছেন। দ্রুত সিল্ক পার্ক চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

রেশম সুতোর মান দেখছেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। কালিয়াচকে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর দুই বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও মালদার সিল্ক পার্ক এখনও চালু হয়নি। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজারের মধুঘাট এলাকায় তৈরি ওই সিল্ক পার্কে ৫৬টি স্টল রয়েছে, প্লট রয়েছে ১৯টি। তার মধ্যে ১২টি স্টল ও ৫টি প্লট বিতরণ হয়েছে। কিন্তু সেই পার্কই এখনও চালু হয়নি। অন্যদিকে, কালিয়াচকের রেশম মার্কেটেও একাধিক সমস্যা রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে প্রায় সাড়ে

> রাজ্যের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এসেছিলেন। তাঁরা রেশম বাজার সহ সিল্ক পার্ক ঘুরে দেখেছেন। দ্রুত সিল্ক পার্ক চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে।
>
> **মানবেন্দ্র মণ্ডল**
> শিল্পকেন্দ্রের আধিকারিক

তিন কোটি টাকা ব্যয়ে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে। এর পাশাপাশি রেশম সুতোর মান যাচাইয়ের জন্য এখানে গুটি পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরির দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'আমরা মালদা জেলার রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা রাজ্যের প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরেছি। আশা করছি দ্রুত সিল্ক পার্ক চালু হবে।' বৃহস্পতিবার কালিয়াচকের শেরশাহী এলাকার কয়েকটি রেশম কাটাই ইউনিটও পরিদর্শন করেছেন প্রতিনিধিরা।

২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে মালদা জেলায় ১,৫৫০ মেট্রিক টন রেশম সুতো উৎপাদন হয়েছে। বর্তমানে এক কেজি ভালো মানের রেশম সুতো বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকায়। মালদায় রেশম চাষে উৎসাহ বাড়াতে রাজ্য সরকারের তরফে সবরকম সহযোগিতা করা হবে বলে এদিন প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন।

রেশম সুতো উৎপাদনকারী মাহাবুল শেখের কথায়, 'আমরা উন্নত মানের সুতো প্রস্তুত করে থাকি। কিন্তু ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারছি না। এবিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

ফসল কাটার ব্যস্ততা।। পুরাতন মালদায় অরিন্দম বাগের ক্যামেরায়।

বজ্রপাতে ট্রেনের কামরায় আগুন

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২২ মে : ট্রেনের কামরার ওপর বাজ পড়ে জ্বলতে শুরু করল দাউদাউ করে। বুধবার রাতে বহরমপুরের রেজিনগর লাগোয়া দাদপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আপ শিয়ালদা-লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রীরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। দমকলবাহিনী ও প্রশাসনের কর্তারাও সেখানে আসেন। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আপ শিয়ালদা-লালগোলা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বুধবার রেজিনগর স্টেশন ছেড়ে এগোতেই ১০৫ নম্বর রেলগেটের কাছে মহিলা কামরার উপর বিকট শব্দে বাজ পড়ে। কামরার ছাদে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন। যাত্রীরা আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করে দেন। বৃহস্পতিবার সকালে যাত্রীদের অনেকে লালগোলায় এসে পৌঁছান। দুর্যোগের কবলে পড়া ট্রেনটিকে বৃহস্পতিবার সরিয়ে নিয়ে যান রেলকর্মীরা। শরিফুল শেখ নামে ট্রেনের এক যাত্রী বলেন, 'ট্রেন ছাড়ার পরই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। তবে কামরার ভিতর থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। রাত বাড়তেই রেজিনগরের কাছে ঘটে বিপত্তি। একটি কামরায় বিকট শব্দে বাজ পড়ে। থেমে যায় ট্রেন। জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখি, কামরার ছাদে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আতঙ্কে লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে নীচে নেমে পড়ি। কোনওরকমে এদিন বাড়ি ফিরেছি।' লালবাগের বাসিন্দা চামেলি বিবির চোখেমুখে এদিন সকালেও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'মুহূর্তের মধ্যে কীভাবে আগুন ধরে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রাণে যে বেঁচে গিয়েছি এটাই উপরওয়ালার কৃপা।'

প্রচুর অস্ত্র সহ ধৃত পাচারকারী

ফরাক্কা, ২২ মে : মুর্শিদাবাদ স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বহরমপুর থানার পুলিশ বুধবার সকালে বহরমপুর থানার অন্তর্ভুক্ত নওদাপাড়া রেলগেটের কাছে যৌথ অভিযান চালিয়ে এক অস্ত্র কারবারিকে গ্রেপ্তার করে। হাবুল শেখ নামে ওই ব্যক্তি ফরাক্কার দক্ষিণ রামরামপুরের বাসিন্দা। তার কাছ থেকে সাতটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, ১০ রাউন্ড গুলি, ১৩টি ম্যাগাজিন এবং মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃত ব্যক্তিকে বিকেলে বহরমপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে নয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। হেপাজতে নিয়ে তদন্তকারীরা ওই ব্যক্তিকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। চার-পাঁচদিন আগে বিহারের মুঙ্গের থেকে হাবুল ওই অস্ত্র জোগাড় করেছিল বলে তদন্তকারীদের জানিয়েছে। সেগুলি সে এক সহযোগীর হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

পরে মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) মজিদ ইকবাল খান, ডিএসপি সুশান্ত রাজবংশী ও বহরমপুর থানার আইসি উদয়শংকর ঘোষ একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) বলেন, 'প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি ওই ব্যক্তি জলঙ্গির আরেক কারবারির কাছে ওই অস্ত্র পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল। ওই ব্যক্তি তার ভাইয়ের মোটর সাইকেল ব্যবহার করছিল।'

হাবুল পেশায় একজন গাড়িচালক। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্রের কারবার চালিয়ে আসছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র পাচার সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। অস্ত্র নিয়ে ধরা পড়ে এর আগেও সে বেশ কয়েকবার জেলও খেটেছে। পুলিশ সবই খতিয়ে দেখছে।

ছাদ থেকে পড়ে হত

বহরমপুর, ২২ মে : বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে বহরমপুরে মৃত্যু হল দ্বিতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়ার। মৃতের নাম রিয়াদ শেখ। বৃহস্পতিবার প্রথমে তাঁকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় স্থানান্তর করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার বিষধর সাপের ছোবলে মুর্শিদাবাদের আন্দুলবেড়িয়ায় এক মহিলার মৃত্যু হয়। মৃতার নাম কবিতা মণ্ডল (৩৩)। ওই মহিলা বাড়ির পাশের জমিতে সবজি তুলতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা তাঁর পায়ে ছোবল মারে একটি সাপ। আতঙ্কে ওই মহিলা দ্রুত বাড়ি চলে আসেন। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

শিরায় সিঁদুর

প্রথম পাতার পর

দেশজুড়ে যুদ্ধের সাফল্য প্রচারে বিজেপি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তিনিও নিয়েছেন বোঝা গেল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যারা এতদিন ভাবত, ভারত চুপ করে থাকবে, তারাই আজ ঘরে ঢুকে গিয়েছে। আমাদের সরকার তিন বাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। তারা একসঙ্গে এমন একটি ফাঁদ তৈরি করেছিল যে, পাকিস্তান হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে।'

তাঁর কথায়, 'পরমাণু হামলার হুমকি দিয়ে ভারতকে আর ভয় দেখানো যাবে না। এবার থেকে দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে উচিত জবাব দেওয়া হবে। সেই প্রত্যাঘাতের পন্থা এবং সময় আমাদের বাহিনী ঠিক করবে।' সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায় ভারতের অবস্থান তুলে ধরতে ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল।

কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, এক মাস কেটে গেলেও এখনও কেন পহলগাম হামলার সন্ত্রাসবাদীদের হদিস পাওয়া গেল না কেন? পাকিস্তানকে না হয় সবক শেখানো গিয়েছে। কিন্তু দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া গেল না কেন? এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। বারবার দাবি তোলা সত্ত্বেও এখনও সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকেনি কেন্দ্র সরকার। এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। বিকানেরে মোদির বৃহস্পতিবারের ভাষণকে তিনি সিনেমার মতো অন্তঃসারশূন্য সংলাপ বলে কটাক্ষ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এসব সমালোচনায় কর্ণপাত করেননি। বরং অপারেশন সিঁদুরকে সামনে রেখে তিনি যে প্রচারের সুর সপ্তমে নিয়ে যাবেন, তার আভাস দিয়েছেন।

বিকানেরের সমাবেশে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান বিকানেরে আমাদের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের রহিম ইয়ার খান বায়ুসেনা ঘাঁটি আবার কবে খুলবে, কেউ জানেন না। সেটা এখন আইসিইউয়ে আছে।' তারপরই মোদির স্পষ্ট আস্ফালন, 'পাকিস্তান কখনও ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জিততে পারবে না। যতবার তারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নামবে, ততবারই হারবে।'

ধর্ষণের মিথ্যা মামলায় ধৃত ২

ডোমকল, ২২ মে : বক্সিপুর গ্রামের এক তরুণের বিরুদ্ধে শাহজাদপুর গ্রামের এক নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ দিনকয়েক আগে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তারও করে। এরপর সেই তরুণ ও অভিযোগকারী ওই নাবালিকাকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার সময় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। তাকে ধর্ষণ করা হয়নি বলে নাবালিকা স্বীকার করে। তার মা ও প্রতিবেশী এক কাকুর কথায় সে ওই তরুণের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করেছিল। বুধবার নাবালিকার মা ও ওই প্রতিবেশী ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নাবালিকার সঙ্গে ওই তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক ভাঙতে ধৃত দুজন নাবালিকাকে দিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণের মিথ্যে মামলা করিয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

ঘরে ঝুলন্ত দেহ বধূর

কুমারগঞ্জ, ২২ মে : কুমারগঞ্জের চকবড়ম এলাকায় এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। মৃতের নাম লক্ষ্মী প্রসাদ।

বৃহস্পতিবার সকালে ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।

সংস্থার বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। শোকজ করা হয়েছে সেচ দপ্তরের উত্তরবঙ্গের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকেও। রাজ্যের সেচ দপ্তরের তরফে একটি ভিজিলেন্স কমিটি গঠন করে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। সেচ দপ্তরের দক্ষিণ দিনাজপুরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত ভৌমিক বলেন, 'নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বাঁধ মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে।'

চিনের মদতে আত্রেয়ীতে তৈরি বাংলাদেশের রাবার বাঁধ নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বালুরঘাটের মানুষ জল পাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে আত্রেয়িতে জল আটকাতে বালুরঘাটে একটি স্বল্প উচ্চতার বাঁধ তৈরির জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওই বাঁধই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরকালে সোমবার ভেসে যাওয়ায় প্রশ্ন ওঠে। নিম্নমানের কাজের জন্য ৩২ কোটি টাকা জলে গেল অভিযোগ তুলে সরব হন বিরোধীরা। প্রকাশ্যে অন্য দেশের হাতের কথা বললেও, ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেই বার্তা পেয়ে নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর, বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করে সেচ দপ্তর। যে পাঁচজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, পদ মর্যাদায় তাঁদের মধ্যে দুজন নির্বাহী বাস্তুকার, দুজন জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার এবং বাকি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। বাঁধ নির্মাণের সময় প্রত্যেকেই দায়িত্বে ছিলেন। এদিকে, সেচ দপ্তরের লিখিত অভিযোগ পেয়ে তৎপর হয়েছে পুলিশও। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। মামলা শুরু হয়েছে।'

সোমবার গভীর রাতে বালুরঘাট শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকরা এলাকার স্বল্প উচ্চতার বাঁধের কংক্রিটের স্ট্রাকচার জলের তোড়ে ভেসে যায়। গত ফেব্রুয়ারিতে ড্যামের ডানদিকে থাকা লোহা স্ট্রাকচার ভেঙে পড়েছিল, ভেসে গিয়েছিল কংক্রিটের সিড়িও। এবার নির্মাণের দেড় বছরের মধ্যে নদীগর্ভের কংক্রিটের স্ট্রাকচার ভেসে যাওয়ায় গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। গত জানুয়ারি মাসে নবনির্মিত বাঁধের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শরিকি সংঘর্ষ

পতিরাম, ২২ মে : দক্ষিণ দিনাজপুরের গোপালবাটি পঞ্চায়েতের মনুইল এলাকায় বুধবার দোকানঘর নিয়ে দুই শরিকের মধ্যে বিবাদ থেকে মারপিট হয়। শরৎরঞ্জন সরকার ও মনোরঞ্জন সরকার দুজনে নিজেদের একটি দোকানঘরের মালিক বলে দাবি করেন। শরতের পরিবারের দাবি, মনোরঞ্জন ওই দোকানঘরে তালা লাগিয়ে রেখেছেন। সেই তালা খুলতে গেলে শরতের ওপর হামলা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনায় তাঁর ছেলে রকি সরকার থানায় মনোরঞ্জনের পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। মনোরঞ্জনের স্ত্রী সান্ত্বনা সরকার পালটা অপরপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ উভয়পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

মালদার লিচু

প্রথম পাতার পর

এ বিষয়ে উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, 'এবার বিদেশে লিচু পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে মুম্বই, দিল্লি সহ দেশের একাধিক বড় বড় রাজ্যে লিচু পাড়ি দিচ্ছে। এবছর লিচুর ফলন কিছুটা কম হয়েছে।'

এই বিষয়ে মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'প্রায় ১৫ বছর আগে মালদাকে লিচু রপ্তানি জোন হিসাবে ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তারপর কোনও পরিকাঠামোর উন্নতি করা হয়নি। জেলায় লিচুর ফলন ভালো হলেও বিদেশে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টা সরকারের দেখা উচিত।'

থানায় তরুণী

প্রথম পাতার পর

এক তরুণী স্বাভাবিকভাবেই মজে গিয়েছিলেন। আট মাস আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় দুজনের পরিচয়। 'আইপিএস-ছোঁয়াচ'-এ সেই প্রেমের বাড়বাড়ন্ত। মাসছয়েক আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে ওই তরুণী ওই ব্যক্তিকে বিয়ে করেন।

বিয়ের পর রায়গঞ্জ শহরের বীরনগরে বাড়িভাড়া নিয়ে দুজনের একসঙ্গে থাকা শুরু।

প্রথম প্রথম সবকিছু ঠিকই ছিল। তারপরই রহস্য ফাঁস। স্বামী কোনও আইপিএস অফিসার তো ননই, কোনও সরকারি আধিকারিকই নন বলে ওই তরুণী জানতে পারেন। অভিযোগ, এনিয়ে হৃদয়কে প্রশ্ন করার পর থেকেই ব্যাপক অশান্তি শুরু হয়। ওই তরুণী বললেন, 'স্বামী আইপিএস অফিসার বলে বিয়ের আগে আমাকে পরিচয় দিয়েছিলেন। বসিরহাটে পোস্টিং বলেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর ওঁকে কোনওদিন কোনও কাজকর্ম করতে দেখতাম না।' তরুণীর দাবি, 'এনিয়ে বেশি প্রশ্ন করা হলে উত্তর আসত, আমি বেতন পাচ্ছি, তুমি খেতে পাচ্ছ, আর এর থেকে বেশি কিছু জানতে চেও না।'

বেশ কয়েকদিন ধরে চলা বাকবিতণ্ডা গত তিনদিনে বেশ বেড়ে গিয়েছিল। অভিযোগ, ওই তরুণ বুধবার রাতে ওই তরুণীকে বেধড়ক মারধর করেন। বাসিন্দারা ওই তরুণীকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। ওই তরুণী বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে। রায়গঞ্জ থানার এক আধিকারিক বলেন, 'তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে এক তরুণকে আটক করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে বহু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

স্বাস্থ্যে নজরদারি

প্রথম পাতার পর

তাহলে সমস্যার সমাধান কী? এ প্রসঙ্গে সিএমওএইচের বক্তব্য, 'নিয়মিত অভিযান চালিয়েই এই সমস্যা থেকে বেরোনো সম্ভব হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মালদা জেলায় শতাধিক নার্সিংহোম রয়েছে। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা আরও বেশি। ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্সের ছোট একটা টিম আছে। তার পক্ষে একসঙ্গে সর্বত্র নজরদারি চালানো সম্ভব নয়। নজরদারি বাড়াতে আমরা ব্লক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের চিন্তাভবনা করছি। আমি নিজেও স্বাস্থ্য ভবনে সিই লাইসেন্সের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার বিষয়ে কথা বলেছি।'

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৩ মার্চ সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চলতে থাকা পিপিই মডেলের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ল্যাবে হানা দেয় ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম। শুনানির পর গত ৭ মে সেই পিপিই ল্যাব বন্ধের নির্দেশিকা জারি হয়। কিন্তু সেই নির্দেশিকা অমান্য করেই কাজ চলতে থাকে। অবশেষে বুধবার রাতে সরকারি হাসপাতালের ওই পিপিই মডেলের ল্যাব সিল করে দেওয়া হয়।

মোহনবাগান নির্বাচনেও পিসি-ভাইপো

প্রথম পাতার পর

আগে যা ছিল কার্যত নিয়ম। আজ আসবেন কেন? তাঁরা জানেন, মোহনবাগান চলে মোমিনপুরে ডায়মন্ড হারবার রোডে গোয়েঙ্কাবাবুর অফিস থেকে। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সঙ্গে মোহনবাগান কর্তাদের যোগাযোগের মাধ্যম বিনয় চোপড়া। দেবাশিসরা কেউ নন।

এত কথা লিখতে হচ্ছে মোহনবাগানের হাস্যকর নির্বাচনি নাটক দেখে। জলসাঘরের ছবি বিশ্বাস হয়ে বেঁচে কর্তারা। তবু এঁদের যে কাজের জন্য কালিদাস অপেরার যাত্রাপালা বলা হত, সেই পালাগানে অভিনয়ের ক্ষমতা এঁরা হারাননি।

এই মোহনবাগান নির্বাচনের সামগ্রিক গুরুত্ব কী আছে? কিছু নেই। শুধু জনাচারেক মানুষের ব্যক্তিগত প্রচার ও ব্যবসায় কাজে লাগানো। যে মোহনবাগানের প্রেসিডেন্ট-সচিব ছিলেন ধীরেন দে, টুটু বসু এবং অঞ্জন মিত্র, তা এখন কালের গর্ভে।

গুরুত্ব অন্য জায়গায়। মোহনবাগানের দুই গোষ্ঠীর কর্তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তৃণমূলের দুই প্রধান নেতাকে কাজে লাগানোর। এক পক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিচ্ছেন। অন্য পক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মমতা-অভিষেকের নাম করে, তাঁদের ব্যক্তিগত ঝামেলার কথা খোলা হাটে বুঝিয়ে রাজ্যের বহু জায়গায় তাঁদের নামে টাকা তোলেন এক শ্রেণির তৃণমূল নেতা। দুর্নীতিতে টলমল রাজ্য। অথচ হয়তো মমতা বা অভিষেক জানতেই পারেননি।

আজকের শূন্যগর্ভ ফুটবলহীন মোহনবাগানের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটতে পারে। আবার নাও খাটতে পারে। হয়তো মমতা, অভিষেক দুজনেই জানেন কর্তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। বন্ধু সেজে আখের গুছিয়ে পরে ছুরি মারামারির কথা। তবু এই কর্তাদের তোল্লাই দিয়ে যাচ্ছেন। কালীঘাটের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ফাটল, বালিগঞ্জের বসু পরিবারের ফাটল কাজে লাগিয়ে চলেছেন তাঁদেরই তথাকথিত সুহৃদরা। ফাটল আরও উসকে দিয়ে। যত ফাটল থাকে, তাতে এই ময়দানি কর্তাদের লাভ।

এই ধরনের কাজ অতীতে দেখেছি ময়দানের বিখ্যাত দত্ত, ডালমিয়া, গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারে। ফারাক একটাই। এই কালিদাস নেতারা কখনও কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যবহার করার সাহস দেখাতে পারেননি। সাহস পাননি অভিষেকের নাম ব্যবহার করতে। এখন পারছেন।

এই যে ইস্টবেঙ্গলের দেবব্রত আগে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট মহাকরণের অন্দরে ঘুরে বেড়াতেন। এই যে দেবাশিস একটা সময় উপরে ওঠার মই হিসেবে ব্যবহার করেছেন অঞ্জন মিত্রকে। টুটু-অঞ্জনের ঝামেলা মেটানোর বদলে সৃঞ্জয়কে ধরেছেন মই করবেন বলে। এখন মই আবার অন্য। দেবব্রত-দেবাশিস--দুই দেব এখন ক্ষমতা ধরে রাখতে মমতাকে ধরেছেন।

মমতার বহু ভালো দিক আড়ালে চলে যায় এমন ক্ষমতালোভীদের আশকারা দেওয়ায়। তাঁকে বোঝানো হয়, আমাদের লোকেরা আপনারই ভোটার হবে। এই করে করে টালিগঞ্জে স্বরূপ বিশ্বাস হিটলারি কাজে ইন্ডাস্ট্রি শেষ করছেন। মমতা নির্বাক। মোহন-ইস্টেও তাই।

নবান্নকে বোঝানো হয়, প্রচুর পরিবার নাকি এদের সঙ্গে জড়িত। ভোট আসবে প্রচুর। কত ভোট? এদের একনায়কতন্ত্রে বরং প্রবল ক্ষোভে বহু সমর্থক ভোটই দেন না শাসককে। মিথ্যে বোঝালে হবে? স্বরূপের আবার সবই চাই। সিনেমা, ফুটবল, রাজ্য গেমস। সব জায়গায় ডোবানোয় তিনি ইদানীং নাম কিনেছেন।

অতীতে সব পার্টির নেতারাই মোহন-ইস্ট মাঠে আসতেন। সেখানে রাজনৈতিক পরিচয় বিসর্জন দিয়ে। স্বপ্নের মোহনবাগানে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়-সুব্রত মুখোপাধ্যায়-যতীন চক্রবর্তীরা একসঙ্গে বসে আড্ডা দিতেন। এখন সেসব কয়েক আলোকবর্ষ দূরের ব্যাপার।

আজকের মোহনবাগান আবার তৃণমূলের সম্পত্তি হয়ে উঠেছে যেন। একে তো মমতা-অভিষেককে কাজে লাগানো হচ্ছে। নেমে পড়েছেন অনেক নেতা, মন্ত্রী, মেয়র, ডেপুটি মেয়র। কেউ জানেন না, এই নির্বাচনের কোনও গুরুত্ব নেই ফুটবলের প্রেক্ষাপটে। এত বোকা হন নেতারা? বাংলার এজন্যই দুরবস্থা। সৃঞ্জয় মমতার আশীর্বাদ পাচ্ছেন শুনে দেবাশিস ধরেছেন অভিষেক-ঘনিষ্ঠদের। সিপিএমের কিছু কচি নেতাকেও দেখা যাচ্ছে প্রচারে। মোহনবাগান বিক্রি হয়ে যাওয়ার সময়, নাম বদলের সময় এঁদের কাউকেই প্রতিবাদ করতে দেখিনি। মমতার দাদা ও ভাই পর্যন্ত মাথা ঘামানো অভ্যাস করে ফেলেছেন ময়দানে। যেখানে তাঁদের হাত, সেখানেই ব্যর্থতা। তাঁরাও প্রতিবাদে যাননি।

কতজন তৃণমূল নেতা এখন ক্লাবের পদে, ভাবুন! তাঁদের দু-একজনের নজর, এককালের হরিহর আত্মা সৃঞ্জয়-দেবাশিস কুৎসিত ঝামেলা কাজে লাগিয়ে ক্লাব প্রেসিডেন্ট হয়ে যাওয়া। দু'পক্ষের ঝামেলা বরং বাড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁরা। তারপর হঠাৎ সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন। অম্লান যুক্তি দেবেন, সব পক্ষই তো আমাকে চাইছে ভাই, কী করব...। ডায়ালগ এখন থেকেই তৈরি।

প্রশ্ন হল, ফুটবলহীন মোহনবাগানে কে ক্ষমতায় এল, কে এল না, তাতে সমর্থকদের কি আদৌ কিছু এসে যায়? শুধু হাতেগোনা কিছু স্বার্থান্বেষীর লাভ। যাঁরা শেষ জীবনে অঞ্জনকে চরম হেনস্তা করে চোখের জল ফেলার জন্য দেবাশিসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন, তাঁরা এখন আবার দেবাশিসের সঙ্গে। অঞ্জন-কন্যা সোহিনী পর্যন্ত। একটা সময় সোহিনী ও তাঁর স্বামী কল্যাণ চৌবেকে তাড়ানোর চেষ্টা হত কল্যাণ বিজেপি নেতা বলে। আজ তাঁরা সবাই মিলেমিশে একাকার। স্বর্গে বসে অঞ্জন নিশ্চয়ই বুঝে পাচ্ছেন না, কাঁদবেন না হাসবেন। বাম আমলে তিনি একাই যুবভারতীর এলাকায় পাঁচতারা হোটেল তৈরির বিরোধিতায় নেমেছিলেন। সমর্থন পাননি কারও।

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের সদস্যদের অধিকার নেই। তাহলে এই ভোটের লাভটা কি? ভোটে নাকি ফুটবল সচিরের পদ থাকবে। কীসের ফুটবল সচিব? ফুটবল তো চালান গোয়েঙ্কার লোকজন।

আন্তর্জাতিক খেলার নিয়মনীতি তুড়ি মেরে উড়িয়ে টাকার পাহাড়ের শৃঙ্গে থাকা সিএবিতে মমতা বসিয়ে দিয়েছিলেন সৌরভ ও অভিষেককে। পরে স্নেহাশিসকে। সব নবান্নতে বসে সিদ্ধান্ত। জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এ খেলা খেলেছেন শচীন সেন বা প্রসূন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে। মোদি-শা এ খেলা চালিয়েছেন জয় শা বা রোহন জেটলিকে কুর্সিতে বসিয়ে। এখন মমতা বনাম অভিষেক হাওয়া ওঠে। নেতারা ফায়দা তুলতে যান। তারপর হঠাৎ দেখেন, পিসি-ভাইপো এক। মোহনবাগানেও হয়তো এমন হবে। বিশ্বাসঘাতকরা গড়াগড়ি খাবে চোখের জলে।

এবং... এবং তৃতীয় পক্ষের কোনও সমীকরণ প্রিয় বলিয়ে কইয়ে মুখ দুই দলের সমঝোতায় নেমে, নিজেই টুক করে সিংহাসনে বসবেন নবান্নের অলিন্দে।

অনুশীলন শুরুর আগে বিরাট কোহলির সঙ্গে হর্ষল প্যাটেল। বৃহস্পতিবার।

পালটা দিতে প্রস্তুত অভিষেকরা

বিরাট শোয়ের অপেক্ষায় নবাবের শহর

লখনউ, ২২ মে : ম্যাচটা ঘরের মাঠে খেলার কথা ছিল।

যদিও আবহাওয়ার চোখ রাঙানিতে বিধি বাম। ঝুঁকি এড়াতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ বেঙ্গালুরু থেকে সরানো হয়েছে লখনউয়ে। বদলে যাওয়া সূচিতে শুক্রবার যে ম্যাচে নবাবের শহরে মুখোমুখি দুই দল। হায়দরাবাদ (১২ ম্যাচে ৯) ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে। আরসিবি (১২ ম্যাচে ১৭) সেখানে প্লে-অফে নিশ্চিত।

বিরাট কোহলিদের লক্ষ্য এবার প্রথম দুইয়ে থাকা। লিগ টেবিলে গুজরাট টাইটান্সের ঠিক পিছনেই আরসিবি। তবে পিছু ধাওয়া করছে প্লে-অফে থাকা পাঞ্জাব কিংস (১২ ম্যাচে ১৭) ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও (১৩ ম্যাচে ১৬)। ব্যবধান বাড়িয়ে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে জয় ছাড়া কিছু ভাবছে না আরসিবি।

আইপিএলে আজ
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

হায়দরাবাদের কিছু হারানোর নেই। বিদায়ের ক্ষতে প্রলেপ দিতে বাকি দুই ম্যাচ জিতে সমর্থকদের মুখে কিছুটা হাসি ফোটানো গুরুত্ব পাচ্ছে। গত ম্যাচে যে ভাবনার সামনে ভেঙে চুরমার লখনউয়ের প্লে-অফের স্বপ্ন। অভিষেক শর্মা, প্যাট কামিন্সরা চাইবেন আগামীকাল বিরাটদের পার্টি মুড়ে জল ঢালতে।

যদিও নবাবের শহরে বিরাটদের বিন্দাস মেজাজকে বিগড়ে দেওয়া সহজ হবে না। বিশেষত যেখানে প্রথম আইপিএল ট্রফির লক্ষ্যে বিরাট (৫০৫ রান) 'রোলস রয়েসের' গতিতে ছুটছেন। ফিল সল্ট, রজত পাতিদাররা মোটামুটি ছন্দে। টিম ডেভিডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে ট্রফির স্বপ্নপূরণ করতে হলে নিজেদের সেরাটা বের করে আনতে হবে সল্ট, পাতিদারদের।

হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার আশ্বস্ত করলেন, অসুস্থতা এবং চোট কাটিয়ে সল্ট (জ্বর), পাতিদার (আঙুলের চোট) দুইজনেই প্রস্তুত। হোম ম্যাচ লখনউয়ে খেলতে হওয়ায় সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগলেও, অ্যাওয়ে ম্যাচে সাফল্যের গ্রাফের কথাও মনে করিয়ে দিলেন বিরাটদের কোচ।

দেবদত্ত পাডিক্কালের অনুপস্থিতিতে ব্যাটিংকে ধারালো করতে নিউজিল্যান্ডের টিম সেইফার্টকে (জেকব বেথেলের পরিবর্তে দলে অন্তর্ভুক্তি) নিয়েছে আরসিবি। সেইফার্টের বিগহিট নেওয়ার ক্ষমতা টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দেবে। অবশ্য ২৪ মে-র আগে সেইফার্টকে খেলাতে পারবে না আরসিবি। ফলে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়ে কাজ চালানোর চ্যালেঞ্জ।

বাকিরা অবশ্য ফুরফুরে মেজাজে। প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর অনেকটাই চাপমুক্ত। হায়দরাবাদ ছিটকে গেলেও গতবারের ফাইনালিস্ট। দলে একঝাঁক ম্যাচ উইনার। তবে চলতি লিগে যার সুফল মেলেনি। যে কোনও পরিস্থিতিতে ব্যাটিং বিস্ফোরণ ঘটাতে গিয়ে নিজেরাই সবকিছু ঘেঁটে দিয়েছে। তবে অভিষেক, ঈশানদের ব্যাটিং মানসিকতায় পরিবর্তনের আশা করা বৃথা। ফলে আগামীকালও সেই 'বল দেখো আর ব্যাট ঘুমাও' স্ট্র্যাটেজি।

আরসিবি বোলিং কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জ সামলায় চোখ থাকবে। জোশ হ্যাজেলউডের পরিবর্ত লুঙ্গি এনগিডি ভরসা জোগাচ্ছেন। আছেন অভিজ্ঞ ভুবনেশ্বর কুমারও। একানা স্টেডিয়ামের স্পিন ফ্রেন্ডলি পিচে ক্রুণাল পান্ডিয়া ঘাতক হতে পারেন। সবমিলিয়ে এগিয়ে আরসিবি। তবে অতীত পরিসংখ্যানে পাল্লা ভারী হায়দরাবাদের (১৩-১১)।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের প্রস্তুতিতে অভিষেক শর্মা।

বুমরাহর হাত পরিষ্কার করালেন নীতা

সেরার পুরস্কার স্ত্রীকে উৎসর্গ সূর্যকুমারের

মুম্বই, ২২ মে : দিল্লি ক্যাপিটালসকে বল হাতে ধুয়ে দিয়েছেন।

দলকে প্লে-অফে তোলার পর নিজের সেই হাত পরিষ্কার করেও নিলেন। তাও আবার স্যানিটাইজার দিয়ে! ম্যাচের পর মালকিন নীতা আম্বানির সঙ্গে করমর্দনের পালা। দলের তারকা পেসারের সঙ্গে হাত মেলানোর আগে জসপ্রীত বুমরাহর হাতে স্যানিটাইজার ঢালেন দলের মালকিন। তারপর হাতে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা! সৌজন্যে ফের করোনার রক্তচক্ষু।

শুধু বুমরাহ নয়, বাকিদের হাত স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করে তারপর করমর্দন। দুরন্ত জয়, প্লে-অফের টিকিট পাওয়ার আবেগের মাঝে এই দৃশ্য বেমানান হলেও করোনা নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিল নীতা আম্বানির যে পদক্ষেপ।

স্লো স্টার্টার এবং শেষ পর্বে ভয়ংকর মুম্বই। শুরুতে টানা হারের পরও একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির রয়েছে আম্বানি ব্রিগেডের। এবারও তেমন কিছু ঘটতে চলেছে, মনে করছে ক্রিকেটমহল। গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, পাঞ্জাব কিংসের পর চতুর্থ দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত (এগারো বার)। শেষ ম্যাচ (২৬ মে, পাঞ্জাব কিংস) জিতলে লিগ টেবিলে প্রথম দুইয়ে থাকার হাতছানিও রয়েছে।

প্লে-অফ নিশ্চিত করার পর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ঘুরে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

> যে কোনও সময় বুমরাহ ও স্যান্টনারের হাতে বল তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। ওদের দক্ষতা ও নিখুঁত বোলিং আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। ব্যাটিংয়ে সূর্য ও নমন দারুণ ফিনিশ করল।
>
> -হার্দিক পান্ডিয়া

জয়ের পর হার্দিক পান্ডিয়া, বুমরাহদের নিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাসে যেন সেই লক্ষ্যের প্রতিফলন। কাপ জিতে তবেই পুরোদস্তুর সেলিব্রেশনের ভাবনা। মাঠ ছাড়ার আগে দলের পতাকা হাতে ওয়াংখেড়েতে হার্দিকদের ভিকট্রি ল্যাপ রং ছড়াল। সমর্থকরাও চেটেপুটে যার স্বাদ নিলেন। ডাগআউটে নীতা আম্বানি পুত্র সহ স্বাগত জানালেন তাঁর সেনাদের।

প্রথমে ব্যাটিং করে দ্রুত রোহিত শর্মা (৫), রায়ান রিকেলটন (২৫), উইল জ্যাকসদের (২১) উইকেট হারায় মুম্বই। দিল্লির স্পিন জুটি কুলদীপ যাদব, বিপরাজ নিগমের সঙ্গে মুস্তাফিজুর রহমানের নিয়ন্ত্রিত পেস বোলিং রানের গতি আটকে দেয়। একসময় দেড়শো স্কোরও দূর অস্ত মনে হচ্ছিল। সেখান থেকে সূর্যকুমার যাদব (৪৩ বলে অপরাজিত ৭৩), নমন ধীরের (৮ বলে অপরাজিত ২৪) দাপটে ১৮০/৫ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া।

মুম্বইয়ে বাড়ছে করোনা। তাই হাত মেলানোর আগে সূর্যকুমার যাদবকে স্যানিটাইজার দিচ্ছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি।

যে পুঁজি নিয়ে বাকি কাজটা সারেন বুমরাহ (১২/৩) ও মিচেল স্যান্টনার (১১/৩)। শেষপর্যন্ত ১২১ রানেই দৌড় শেষ ফাফ ডুপ্লেসির দলের (নিয়মিত অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল খেলেননি)। প্লে-অফের টিকিট পকেটে পুরে হার্দিক বলছিলেন, 'যে কোনও সময় বুমরাহ ও স্যান্টনারের হাতে বল তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। ওদের দক্ষতা ও নিখুঁত বোলিং আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। ব্যাটিংয়ে সূর্য ও নমন দারুণ ফিনিশ করল।'

ম্যাচের সেরা সূর্য মজার সুরে বলেছেন, 'স্ত্রী বলত, সবকিছু পাচ্ছ, কিন্তু ম্যাচের সেরা পুরস্কার কোথায়? ১৩ ম্যাচ পর পেলাম। তাই একটু বেশি স্পেশাল এই পুরস্কার। এটা স্ত্রীর জন্য থাকল। দলগত সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলতে পারায় খুশিটা দ্বিগুণ। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছি। নমন শেষদিকে বিক্রম দেখাল। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, প্রয়োজনীয় স্কোরের থেকে ১৫-২০ রান বেশি পেয়ে গিয়েছি।'

লাল রঙা পিচে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের 'রক্তাক্ত' করার উচ্ছ্বাস ধরা পড়ল স্যান্টনারের গলাতেও। সাফল্যের রহস্য ফাঁস করে নিউজিল্যান্ডের তারকা স্পিনার জানান, কিছুটা মন্থর উইকেট ছিল। চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব উইকেটের সোজা বল রাখতে। তাতেই সাফল্য।

জয়ে ফিরতে আশাবাদী সন্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : ফুটবল কখনও আনন্দ দেয় আবার কখনও যন্ত্রণা। লম্বা সময় খেলার পর এটাই উপলব্ধি সন্দেশ ঝিংগানের।

দিন কয়েক হল ভারতীয় দলের শিবির শুরু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এখন বারবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ভারত কেন জয়ে ফিরতে পারছে না এবং কবে জয়ে ফিরবে। এদিন দলের অন্যতম সিনিয়ার ফুটবলার সন্দেশ প্রশ্ন উঠতেই বলেছেন, 'সবথেকে সহজ উত্তর হল ফুটবল এরকমই তবে এটুকু বলি নিজেদের দায় এড়ানো যায় না। হ্যাঁ, আমরা হয়তো ভালো খেলতে পারছি না। ২০২৩ সালের পর কতগুলো ম্যাচ খেলেছি সেটা মনে করতে পারছি না। তবে আমাদের ফর্ম যে খারাপ গেছে সেটা মানছি। আমরা পরপর দুইটি এশিয়ান কাপে খেলেছি যা অবশ্যই বড় ব্যাপার ছিল। অথচ একটা সময় ছিল যখন আমরা ১৭৩ নম্বরে ছিলাম। সেসময় এটা কেউ কল্পনাও করেনি। তবে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে জয় পাওয়াটা জরুরি। আশা করছি, এই খারাপ সময়টা কেটে যাবে।' হংকং ম্যাচের আগে ব্যাংককে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। এই দুই ম্যাচ কে কীভাবে দেখছেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন, 'আমাদের কাছে এই দুই ম্যাচেরই গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা এর আগে এক প্রীতি ম্যাচে মালদ্বীপকে ৩-০ হারাই। তারপরে বাংলাদেশ ম্যাচটা জিততে পারিনি। কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে। সেগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের দেখে নেওয়াটা খুব জরুরি ছিল। সেই ব্যবস্থাই করেছেন কোচ। আশা করছি হংকংয়ের বিরুদ্ধে আমরা ভালো খেলে জয়ে ফিরতে পারব।'

বাংলাদেশের বিপক্ষে ডিফেন্ডাররা নিজেদের কাজ ঠিকঠাক করে ক্লিনশিট রাখলেও স্ট্রাইকাররা গোল পাচ্ছেন না। এটাই কি ভোগাচ্ছে দলকে? সন্দেশের উত্তর, 'আসলে এভাবে তো হয় না। আমরা যখন গোল আটকাই তখন তাতে নম্বর এইট এবং নম্বর সিক্স আগে ট্যাকলে যায় বলেই আমরা গোল আটকাতে পারি। তেমনি একইভাবে আমাদের থেকে খেলাটা শুরু হচ্ছে না বলেই হয়তো স্ট্রাইকাররা গোল করতে পারছে না।' এই মুহূর্তে দলে চোট-আঘাত সমস্যা নেই। কোনও অঘটন না ঘটলে অনেকদিন পর সন্দেশ-আনোয়ার আলি জুটিকে একসঙ্গে মাঠে নামতে দেখা যেতে পারে। সন্দেশ বলেছেন, 'কোচই ঠিক করবেন কাকে কীভাবে ব্যবহার করবেন। তবে আনোয়ার সত্যি অসাধারণ ফুটবলার। ওর পাশে খেলতে ভালো লাগে। ডিফেন্সে শুভাশিস বসুও গোল পাচ্ছে। সবমিলিয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী।' এই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে তাঁরা যদি হংকংয়ের বিপক্ষে জিতে ফিরতে পারেন তাহলেই হয়তো কিছুটা হলেও তাজা বাতাস ফিরবে ভারতীয় ফুটবলে।

অনুশীলনেও বরিস সিংকে বল কাড়তে দিতে রাজি নন সন্দেশ ঝিংগান।

রিয়াল ছাড়ছেন মডরিচ

মাদ্রিদ, ২২ মে : চলতি মরশুম শেষে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ছেন লুকা মডরিচ। ক্লাব বিশ্বকাপের পর তাঁকে আর লস ব্লাঙ্কোসের হয়ে দেখা যাবে না। শনিবার স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে শেষবার মাঠে নামবেন মডরিচ। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে রিয়াল ছাড়ার ঘোষণা করে মডরিচ বলেছেন, 'রিয়ালে আমার যাত্রা শেষ হচ্ছে। এই দিনটা আসুক আমি কোনওদিন চাইনি। কিন্তু এটাই ফুটবল। ক্লাব বিশ্বকাপের পর আমাকে রিয়ালের জার্সিতে দেখা যাবে না।'

শেষ আটে শ্রীকান্ত, হার প্রণয়ের

কুয়ালালামপুর, ২২ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বৃহস্পতিবার পুরুষদের সিঙ্গলসে শ্রীকান্ত ২৩-২১, ২১-১৭ পয়েন্টে হারিয়েছেন নাহাট নাগুয়েনকে। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি মুখোমুখি হবেন ফ্রান্সের টোমা জুনিয়ার পোপোভের বিরুদ্ধে। শ্রীকান্ত জিতলেও বিদায় নিয়েছেন এইচএস প্রণয়। তিনি জাপানের উসি তানাকার কাছে ৯-২১, ১৮-২১ পয়েন্টে হেরেছেন। মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো। তাঁরা ফ্রান্সের লিয়া পালেরমো-জুলিয়ান মাইয়োকে ২১-১৭, ১৮-২১, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন।

ফিট ওকস

লন্ডন, ২২ মে : ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের আগে চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন জোফ্রা আর্চার। তাঁর ছিটকে যাওয়ার পরদিনই ইংল্যান্ড দলের জন্য এসেছে সুখবর। ইসিবি-র তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্রিস ওকস ফিট। তিনি ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে খেলবেন। সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনও শুরু করেছেন ওকস। পাশাপাশি আজ ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে সিরিজের জন্য ইংল্যান্ড লায়ন্স দল ঘোষণা হয়েছে। ১৫ সদস্যের ইংল্যান্ড লায়ন্স দলের অধিনায়ক জেমস রিউ।

যুব দলের ইংল্যান্ড সফরে আয়ুষ, বৈভব

নয়াদিল্লি, ২২ মে : ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলে সাফল্যের পুরস্কার। জুন মাসে ইংল্যান্ড সফরে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন আয়ুষ মাত্রে। ২৪ জুন থেকে ২৩ জুলাই, মাসখানেকের লম্বা সফরে পাঁচটি ওডিআই এবং চারদিনের দুইটি ম্যাচে ইংল্যান্ড যুব দলের মুখোমুখি হবে ভারত। এদিন যে দল ঘোষণা করা হয়। নেতৃত্বে সুপার কিংসের হয়ে মেগা লিগে খেলা আয়ুষ।

১৬ জনের ঘোষিত দলে রয়েছেন বাংলার উদীয়মান পেসার ডেল স্টেইনের ভক্ত যুধাজিৎ গুহ। গত বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও যুব দলে

দলে বাংলার যুধাজিৎ

ছিলেন যুধাজিৎ। ধারাবাহিকভাবে সাফল্যও পেয়েছেন। যার পুরস্কারস্বরূপ ইংল্যান্ডগামী দলে নিজের জায়গা ধরে রাখা। প্রত্যাশামাফিক যুব দলে আছেন ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীও। দলের সহ অধিনায়ক মুম্বই অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলা অভিজ্ঞান কুণ্ডু।

চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে সাফল্যের সুবাদে আয়ুষ এই মুহূর্তে ক্রিকেটপ্রেমীদের ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছেন। মুম্বই রনজি ট্রফি দলের হয়ে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। যার সুবাদে আইপিএলের মাঝপর্বে চেন্নাই দলে ডাক। সুযোগের সদ্ব্যবহারে ভুলচুক করেননি। মহেন্দ্র সিং ধোনির ছত্রছায়ায় বেশ কিছু ইনিংসে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটেছে আয়ুষের। এবার আয়ুষের কাঁধেই নেতৃত্বের ভার।

স্মরণীয় শেষ চান নাইটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : সময় থেমে নেই। তাই বাস্তবকে মেনে নিয়েই সামনে তাকাতে হবে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। রবিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ কেকেআরের। আপাতদৃষ্টিতে ম্যাচটি নিয়মরক্ষার। আর নিয়মরক্ষার সেই ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইছেন আজিঙ্কা রাহানেরা।

প্যাট কামিন্স, অভিষেক শর্মাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের লক্ষ্যে আজ সন্ধ্যায় অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে তিন ঘণ্টা অনুশীলন করলেন রাহানেরা। পুরো দলই হাজির ছিল অনুশীলনে। সম্প্রতি স্কোয়াডে যুক্ত হওয়া মধ্যপ্রদেশের লেগস্পিনার শিবম শুক্লাও আজ প্রথমবার নাইটদের অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন। কেকেআরের একটি সূত্রের দাবি, গতবারের চ্যাম্পিয়ানরা প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেও শেষটা স্মরণীয় করে রাখতে চাইছেন। তাই সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ নিয়মরক্ষার হলেও একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছেন না ভেঙ্কটেশ আইয়াররা। কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ও মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোও সেভাবেই দলকে চাঙ্গা রাখতে চাইছেন।

বাগানে টুটুকে পূর্ণ মেয়াদে সচিব চাইছেন দেবাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : টুটু বসুর বিরুদ্ধে একটিও কথা না বলে বরং তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চেয়ে প্রতিপক্ষ শিবিরকে পালটা চাপে রাখলেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত।

বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে টুটু বসুর ভূয়সী প্রশংসা করেন দেবাশিস দত্ত। এমনকি টুটুবাবু নির্বাচনে লড়লে তিনি দাঁড়াবেন না, এই কথাও বলেন বর্তমান বাগান সচিব। দেবাশিস বলেছেন, 'আমি টুটুদার হাত ধরে ক্লাবে এসেছি। উনি যদি নির্বাচনে দাঁড়ান এবং কথা দেন পূর্ণ মেয়াদে সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন, তাহলে আমি নির্বাচনে দাঁড়াব না। ওঁকে আমি সম্মান করি। ওঁর বিরুদ্ধে লড়তে চাই না। নির্বাচনে আমাদের প্যানেল জিতলে ওঁর নাম সভাপতি পদে প্রস্তাব করব।' তিনি যে টুটু বসুর লোক, সেটাই আগাগোড়া বোঝাতে চেয়েছেন দেবাশিস।

> আমি টুটুদার হাত ধরে ক্লাবে এসেছি। উনি যদি নির্বাচনে দাঁড়ান এবং কথা দেন পূর্ণ মেয়াদে সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন, তাহলে আমি নির্বাচনে দাঁড়াব না। ওঁকে আমি সম্মান করি। ওঁর বিরুদ্ধে লড়তে চাই না। নির্বাচনে আমাদের প্যানেল জিতলে ওঁর নাম সভাপতি পদে প্রস্তাব করব।
>
> **দেবাশিস দত্ত**, মোহনবাগান সচিব

কয়েকদিন আগেই নিজের বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে বাগান সচিবের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন টুটু বসু। এদিন সেই প্রসঙ্গে দেবাশিস বলেন, 'টুটুদা কারও চাপে পড়ে এমন কথা বলেছেন। ওঁর পরিবার যখন বিপদে ছিল তখন আমি পাশে ছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, উনি আমাকে মন থেকে আক্রমণ করেননি।' ময়দানে জল্পনা ছিল, দেবাশিস দত্ত নির্বাচনে নাও দাঁড়াতে পারেন। এদিন সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে নির্বাচনে লড়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।

কয়েকদিন আগে প্রতিপক্ষ শিবিরের হয়ে প্রচারে দেখা গিয়েছিল প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৃহস্পতিবার মোহনবাগানের শাসকগোষ্ঠীর হয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা গেল তাঁকে। এদিন শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিগত তিন বছরে কাজের খতিয়ান প্রকাশ করা হয়। সেইসঙ্গে নির্বাচনে জিতলে কী কাজ করা হবে, তারও তালিকা দেওয়া হয়। এরমধ্যে ক্লাব মিউজিয়াম, নিজস্ব মাঠ, মহিলা ফুটবল দল সহ একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে।

১৭ বছরের শাপমুক্তি টটেনহামের

বিলবাও, ২২ মে : শাপমুক্তির মরশুম।

বড় মঞ্চে ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রথম খেতাব থেকে হ্যারি কেনের প্রথম ট্রফি। বুধবার রাতে সেই তালিকায় জুড়ল টটেনহাম হটস্পারের নামটাও। ৪১ বছরের খরা কাটিয়ে মহাদেশীয় মঞ্চে খেতাব জয় স্পার্সের। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ০-১ গোলে হারিয়ে ইউরোপা লিগ জিতল টটেনহাম।

আরও আঁধার ইউনাইটেডে

অন্যদিকে শূন্য হাতে মরশুম শেষ করল লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

ঘরোয়া ফুটবলে সব হারিয়েও আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার আশা বাঁচিয়ে রেখেছিল ইউনাইটেড। বুধবার ইউরোপা ফাইনালের ৪২ মিনিটে টটেনহামের হয়ে ব্রেনান জনসনের গোলেই সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে বদলে গেল। শেষপর্যন্ত লড়াই করেও আর ম্যাচের অভিমুখ বদলাতে পারলেন না ক্যাসেমিরো, ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন কোচ রুবেন অ্যামোরিম। সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'বিপক্ষের চেয়ে ভালো খেলেও জিততে পারিনি আমরা। এটাই বাস্তব। যদি ক্লাব কর্তারা মনে করেন আমি যোগ্য নই, বিদায় নেব। নইলে লড়াই চালিয়ে যাব।'

প্রথমবার ইউরোপা লিগ জয়ের পর উচ্ছ্বাস টটেনহাম হটস্পারের। বিলবাওয়ে বুধবার রাতে। ছবি : এএফপি

এদিকে, টটেনহাম ইউরোপের মঞ্চে শেষবার সাফল্যের মুখ দেখেছিল ১৯৮৪ সালে। আর ২০০৮ সালে লিগ কাপই শেষ বড় খেতাব। সেই খরা কাটিয়ে উচ্ছ্বসিত টটেনহাম ফুটবলাররা। দীর্ঘ দশ বছর হটস্পারে রয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সন হিউং-মিন। ট্রফি জয়ের পর তিনি বলেছেন, 'এই ক্লাবের জার্সিতে বিশেষ কিছু করতে চেয়েছিলাম। তা পেরেছি। এই মুহূর্তটা ভোলার নয়।' কোচ অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগ্লু বলেছেন, 'আমি সবসময়ই দ্বিতীয় মরশুমে চ্যাম্পিয়ন হই। এবারও তাই হল। আমি বিজয়ী।'

নীরব সিএবি, সরব ক্রীড়ামন্ত্রী

ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরার পিছনে রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মে : বঞ্চিত বাংলা। বঞ্চিত বাংলার লাখো ক্রীড়াপ্রেমী।

আইপিএল ফাইনাল ও কোয়ালিফায়ার টু দুইদিন আগেই সরে গিয়েছে ইডেন গার্ডেন্স থেকে। ফাইনাল হবে আহমেদাবাদে। তারপর থেকেই কুড়ির ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মধ্যে মিশে গিয়েছে রাজনীতির রং।

গতকাল রাতের দিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সমাজমাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন, ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়ার নেপথ্যে রয়েছে রাজ্যের বেহাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবেই ফাইনাল সরেছে আহমেদাবাদে। আজ বিকেলে নব মহাকরণে কলকাতার নগরপাল মনোজ ভর্মাকে সঙ্গে নিয়ে এব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেছেন, 'বাংলা সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার। একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা সহ নানা

আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়া নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে অরূপ বিশ্বাস, পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা।

ক্ষেত্রে এক লক্ষ সাতাশি হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের থেকে এখনও পায় বাংলা। এবার আইপিএল ফাইনাল কলকাতার বদলে আহমেদাবাদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনেও এমনই কিছু রয়েছে। বাকিটা আপনারা বুঝে নিন।'

আইপিএল ফাইনাল কলকাতা আয়োজনের ব্যাপারে প্রবলভাবে চেষ্টা করেছিল সিএবি। আসরে নেমেছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। কিন্তু বাস্তবে লাভ হয়নি। দুইদিন আগে ফাইনাল ইডেন থেকে সরে যাওয়ার সরকারি ঘোষণার পর বাংলা ক্রিকেট সংস্থা অদ্ভুতভাবে নীরব। সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

> জুন মাসের শুরুতে কলকাতায় বৃষ্টি হতে পারে, আবহাওয়া খারাপ থাকবে। এমন অদ্ভুত যুক্তির কথা আমরা শুনেছি। আজ আপনাদের সামনে আবহাওয়া দপ্তরের বার্তা তুলে ধরছি। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এত আগে পূর্বাভাস হয় না। আমার প্রশ্ন হল, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও গভর্নিং কাউন্সিলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কি আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ?
>
> **অরূপ বিশ্বাস**

প্রতিবাদও করেননি। আজ সেই প্রতিবাদের পথে হাঁটলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'জুন মাসের শুরুতে কলকাতায় বৃষ্টি হতে পারে, আবহাওয়া খারাপ থাকবে। এমন অদ্ভুত যুক্তির কথা আমরা শুনেছি। আজ আপনাদের সামনে আবহাওয়া দপ্তরের বার্তা তুলে ধরছি। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এত আগে পূর্বাভাস হয় না। আমার প্রশ্ন হল, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও গভর্নিং কাউন্সিলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কি আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ? যদি এত আগে থেকেই সব জানা যায়. তাহলে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদে খেলা কেন বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল।' ইডেনের জলনিকাশি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে সেরা বলে জানিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী আরও বলেছেন, 'দুই ঘণ্টা বৃষ্টি হলেও ইডেনে খেলা শুরু করতে বেশি সময় লাগে না। ইডেনের নিকাশি ব্যবস্থা দেশের সেরা। তাই ইডেনের মতো মাঠ থেকে এভাবে আইপিএল ফাইনাল সরিয়ে নেওয়ার ঘটনা কখনোই কাম্য নয়।' নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে ওঠা অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা। তিনি বলেছেন, 'ইডেনে এবার আইপিএলের মোট নয়টি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। সাতটি হয়েছে সফলভাবে। কোথাও কোনও অভিযোগ নেই।'

মার্শের তাণ্ডবে স্বস্তিতে লখনউ

লখনউ সুপার জায়েন্টস-২৩৫/২
গুজরাট টাইটান্স- ৪৬/১
(৫ ওভার পর্যন্ত)

আহমেদাবাদ, ২২ মে : লক্ষ্য প্রথম দুইয়ে থাকা। যাতে ফাইনালে ওঠার একটি বেশি সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে গাছাড়াভাব দেখা গেল গুজরাট টাইটান্সের খেলায়। যার সুযোগ নিয়ে তাণ্ডব চালালেন মিচেল মার্শ, নিকোলাস পুরান।

এদিন টাইটান্সের ফিল্ডাররা হয়তো হাতে মাখন লাগিয়ে এসেছিলেন। কারণ পাওয়ার প্লে-র মধ্যে অন্তত গোটা চারেক ক্যাচ পড়ল তাঁদের থেকে। যার ফায়দা নিলেন মার্শ (৬৪ বলে ১১৭)। দোসর পুরান (২৭ বলে অপরাজিত ৫৬)। চলতি আইপিএলে লখনউয়ের মিডল অর্ডার ক্লিক করেনি। কিন্তু তাদের

শতরানের পর মিচেল মার্শ।

টপ থ্রি ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে গিয়েছে। এদিনও আইডেন মার্করামকে (৩৬) নিয়ে প্রথম উইকেটে ৯.৫ ওভারে ৯১ রান তুলে মার্শ দলের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেন। মার্করাম ফেরার পর তিনি পাশে পেয়ে যান পুরানকে। ৫৬ বলে সেঞ্চুরিতে পৌঁছে যান মার্শ। ১২ নম্বর ওভারে রশিদ খানের থেকে নিলেন ২৫ রান। মার্শ-পুরানের ১২১ রানের পার্টনারশিপ এলএসজি-কে দুইশো পার করিয়ে দেয়। এদিকে, এক মরশুমে সর্বাধিক পাঁচবার ২৫-এর বলে অর্ধশতরান করলেন পুরান। ১০ বল বাকি থাকতে চারে নেমে জোড়া ছক্কা মারেন ঋষভ পন্থ (৫ বলে অপরাজিত ১৬)। লখনউ পৌঁছে যায় ২৩৫/২ স্কোরে।

জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গুজরাট ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৪৬ রান তুলেছে। ক্রিজে শুভমান গিল (২৩) ও জস বাটলার (০)। বি সাই সুদর্শন ২১ রানে আউট হন।

জেতালেন জয়রাম

গাজোল, ২২ মে : দেশবন্ধু ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির পুলিন হেমপ্রভা ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার ভালকাডাঙা শ্যামসুন্দর ক্লাব ১-০ গোলে এসটি ইলেভেনকে হারিয়েছে। গোল করেন জয়রাম টুডু। শুক্রবার খেলবে গাজোল হাইস্কুল এবং রানিগঞ্জ জঙ্গলমহল এফসি।

SITUATION VACANT
Any Masters in Social Sciences within 23 to 40 years of age, resident of Malda district willing to attend TOT having management capacity, excellent computer skill and flair to conduct training as an Assistant Training Coordinator can appear in the Walk in Interviw on 12.06.2024 by 11 A.M. sharp with all necessary documents at DTC. Rajadighi Community Health Service Society, Village Eklakhi, Post Rajadighi, District Malda, Pin No-732102. CTC for this temporary engagement is Rs. 11000 per month. Once dropped out or unsuccessful in TOT, the candidate will not be eligible for the position.

প্রয়াত প্রাক্তন জাতীয় কোচ ও টিটি খেলোয়াড় সৌভিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মে : ডিসেম্বর মাস থেকে ক্যানসারে ভুগছিলেন। শেষ কয়েকদিন কলকাতার নার্সিংহোমে কেটেছে ভেন্টিলেশনে। বুধবার রাতে কলকাতাতেই শিলিগুড়ির প্রাক্তন জাতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও কোচ সৌভিক দে-র লড়াই শেষ হয়ে গেল। একটা সময়ে তাঁকে সঙ্গী করে ডাবলসে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সুব্রত রায়। প্রাক্তন সঙ্গীর প্রয়াণে শোকাহত সুব্রত বলেছেন, 'যেমন ভালো খেলোয়াড় ছিল তেমনি ভালো কোচ। দুই বছর সিনিয়ার পর্যায়ে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বিভিন্ন প্রো টুরে জাতীয় দলের কোচ ছিল। উত্তরবঙ্গ টেবিল টেনিস সংস্থা থাকার সময় বিভিন্ন টুর্নামেন্টে কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়ে দলকে সাফল্য এনে দিয়েছে। গ্রীষ্মকালীন শিবিরেও আমরা কোচ হিসেবে পেয়েছি ওকে। বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার বর্তমান কমিটিতে সহ সচিব ছিল। এমন একজনকে হারানো টেবিল টেনিসের জন্য বড় ক্ষতি।' কোচ হিসেবে অসিতাভ দত্ত সাক্ষী থেকেছেন সৌভিকের বেড়ে ওঠার। ছাত্রকে হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'খেলোয়াড় সৌভিকের দক্ষতা নিয়ে কোনও দিন প্রশ্ন ওঠেনি। ব্যাংক দলের হয়ে খেলেছে কমলেশ মেহতার সঙ্গে। এমন একজন মাত্র ৫০ বছরেই চলে গেল। বাড়িতে ওর মা, স্ত্রী ও দুই ছেলে রয়েছেন। তাঁদের সমবেদনা জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।' শোকপ্রকাশ করেছেন মান্তু ঘোষ, বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার যুগ্ম সচিব রজত দাস, বৃহত্তর জেলা শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব অনুপ বসু, সৌভিকের খেলার সময় বেঙ্গল টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব কুন্তল গোস্বামী প্রমুখ।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস কুশমন্ডি ফুটবল ক্লাবের। ছবি : জয়ন্ত সরকার

চ্যাম্পিয়ন কুশমন্ডি এফসি

গঙ্গারামপুর, ২২ মে : ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুশমন্ডি ফুটবল ক্লাব। ডিওয়াইএফআইয়ের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির এই প্রতিযোগিতায় ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। বোরডাঙ্গি ফুটবল মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা কুশমন্ডির আলোক কিসকু। সেরা গোলকিপারের পুরস্কারও আলোক পেয়েছেন।

জিতল ফ্রেন্ডস

জলপাইগুড়ি, ২২ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ৩-০ গোলে হারিয়েছে জেওয়াইসিসি-কে। সুশান্ত রায় ও পিন্টু দাসের পাশাপাশি গোল করেন রাহুল রায়। তাঁকেই ম্যাচের সেরার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।